যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি

মুযাফফর বিন মুহসিন

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি

প্রকাশক:

হাফেয মুকাররম
বাউসা হেদাতীপাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

প্রকাশকাল:

ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃঃ
ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা
সফর ১৪৩০ হিজরী

॥সর্বস্বত্ব লেখকের॥

কম্পোজ:

আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণে:

সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
সপুরা, রাজশাহী। ফোন: ৭৬১৮৪২।

নির্ধারিত মূল্য: ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

ZOEEF O JAL HADITH BORJONER MULNITI By Muzaffar Bin Mohsin ***Published by:*** *Hafiz Mukarram, Bausha Hedatipara, Tethulia, Bagha, Rajshahi, February 2009. Mobile: 01715-249694, 01722-684490. Fixed Price: 25.00 only.*

সূচীপত্র

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

ভূমিকাঃ

দ্বীন ইসলামের ক্ষতি সাধন, মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকরণ এবং তাদেরকে সঠিক পথ ও কর্মসূচী থেকে বিভ্রান্তকরণে যে কয়টি বিষয় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে জাল ও যঈফ হাদীছ অন্যতম। মুসলিম জাতির মধ্যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে যঈফ ও জাল হাদীছ। অথচ হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ যেন মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় না নেয় সেজন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত হুঁশিয়ারীর ব্যাপারে সতর্ক থেকে যথাযথ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। এরপরও ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র এবং কতিপয় পথভ্রষ্ট মুসলিম গোষ্ঠী ইসলামের নামে অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ রচনা করেছে।

উক্ত পরিস্থিতিতে মুহাদ্দিছগণ ঐ চক্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাদের মুখোশ উন্মোচন করেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে লক্ষ লক্ষ জাল ও যঈফ হাদীছকে ছহীহ হাদীছ থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। উম্মতের জন্য যুগের পর যুগ তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজের কথিত কর্ণধার, সংখ্যাগরিষ্ঠ একশ্রেণীর আলেম, ইমাম, বক্তা, তথাকথিত মুফাসসির এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা নির্দ্বিধায় জাল ও যঈফ হাদীছ প্রচার করছেন, বই-পুস্তকে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে লিখছেন, ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, পেপার-পত্রিকা ও মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তিগণও পিছিয়ে নেই। এভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাল ও যঈফ হাদীছ চালু আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে সেদিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সেই পবিত্রতাও আজ ভূলুণ্ঠিত। তাঁর চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী হাদীছের পাতাতেই থেকে গেছে, জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবী ও মুহাদ্দিছগণের অক্লান্ত পরিশ্রম যেন সম্পূর্ণই বৃথা। এভাবে ছহীহ হাদীছের বিশাল ভাণ্ডার আজ সর্বত্র অবহেলিত।।

উক্ত রূঢ় বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে 'যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি' শীর্ষক লেখাটির অবতারণা। যঈফ ও জাল হাদীছ কোন পর্যায়ের, শরী'আতের ক্ষতি সাধনে এর নগ্ন ভূমিকা, এর বিরুদ্ধে ছাহাবা ও হক্বপন্থী মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রাম এবং সমাজ কেন এখনো এর প্রচলন আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখাটি মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাধারণ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি। বিশেষ করে আলেম সমাজ ও ইসলামী শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বেশী উপকৃত হবেন। বিষয়টি ব্যাপক। অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য। তাই পরিসর বৃদ্ধির ঐকান্তিক ইচ্ছা রইল। লেখাটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলে জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। মুসলিম উম্মাহ যেন জাল ও যঈফ হাদীছের অন্ধ বেড়াজাল ছিন্ন করে ছহীহ হাদীছের প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হয় সেই আশা ব্যক্ত করছি। মহান আল্লাহ তাওফীক্ব দিন- আমীন!! আন্তরিক দু'আর প্রত্যায়-

লেখক

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি

প্রথম অধ্যায়

জাল ও যঈফ হাদীছের ধ্বংসাত্মক প্রভাব

মুসলিম সমাজে আক্বীদার ক্ষেত্রে যেমন সীমাহীন বিভক্তি ও মতপার্থক্য বিদ্যমান, তেমনি ছোট-বড় সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক মতভেদ বিরাজমান। ফলে মুসলিম উম্মাহ অসংখ্য দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের তাহযীব ও তামাদ্দুন নির্বাপিত হয়েছে। এই করুণ পরিণতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী জাল ও যঈফ হাদীছ এবং শরী'আতের নামে প্রণীত কল্পিত অপব্যাখ্যা । কিন্তু এই বিভক্তি ও মতানৈক্য নিয়েও কেন মাথা ব্যথা নেই? কারণ এক্ষেত্রেও হাদীছের নামে মিথ্যা কথা প্রচলিত আছে- মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, মতভেদ রহমত স্বরূপ। যেমন বর্ণনা করা হয় যে, 'আমার উম্মতের মতভেদ রহমত স্বরূপ'।[১] ছাহাবীগণের মধ্যেও মতভেদ ছিল বলে উৎসাহ দিয়ে প্রচার করা হয়, 'আমার ছাহাবীদের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ'। এটাও একটি মিথ্যা হাদীছ।[২] 'আলেমদের মতানৈক্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ'। এটা কোন হাদীছই নয়। অথচ এই মিথ্যা কথা রাসূলের নামে প্রচার করা হয়।[৩] কতিপয় আলেম গর্বের সাথে প্রচার করে থাকেন, 'আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, তারা কোন বিষয়ে একমত পোষণ করবেন না'। (اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لاَّيَتَّفِقُوْا) অর্থাৎ তারা সদা-সর্বদা মতভেদে নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। উক্ত মিথ্যা বর্ণনাগুলো পেশ করে মতানৈক্য করার প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। অথচ তথাকথিত মতভেদ ও রুগ্ন বিতর্কের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। মতানৈক্যের বিরুদ্ধেই কুরআন-সুন্নাহর অবস্থান। শারঈ বিষয়ে মতানৈক্য করাকে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবে নিষেধ করেছেন এবং জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন *(আলে ইমরান ১০৩; নিসা ৮২; আনফাল ৪৬)*।

যঈফ ও জাল হাদীছ, উছূল ও ফিক্বহী বিতর্কের বেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ আজ এভাবেই বিপর্যস্ত ও শতধাবিভক্ত। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ছহীহ আক্বীদা হ'ল, তিনি একক সত্তা, তিনি মহান আরশে সমাসীন, সেখান থেকেই সবকিছু পরিচালনা করছেন। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী। তাঁর আকার আছে। তাঁর হাত আছে, পা আছে,

১. اخْتِلاَفُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ *-শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ ১৯৯২/১৪১২), ১/১৪১-১৫৩ পৃঃ, হা/৫৭ ও ৫৯, ৬০, ৬১।*

২. إِخْتِلاَفُ أَصْحَابِىْ لَكُمْ رَحْمَةٌ *-আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ, পৃঃ ৪৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯।*

৩. اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى *-শায়খ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-আজলূনী আল-জারাহী (মৃঃ ১১৬২হিঃ), কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল আলবাস আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদীছ আলা আলসিনাতিন নাস (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল আছরিইয়াহ, ২০০০/১৪২০), ১/৭৬ পৃঃ, নং-১৫৩।*

চোখ আছে। তবে তিনি কেমন তা কেউ জানে না।[৪]

এই বিশুদ্ধ আক্বীদায় মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে জাল ও যঈফ হাদীছ এবং কুরআন-সুন্নাহর কল্পিত অর্থ ও অপব্যাখ্যা। যেমন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তিনি নিরাকার সত্তা। কুরআন-হাদীছে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়ে যা বলা হয়েছে সবই কুদরতী। অথচ উক্ত দাবীগুলো সবই ভ্রান্ত ও কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরোধী। এই মিথ্যা হাদীছগুলো ইসলাম বিদ্বেষীরা তৈরী না করলে আল্লাহ সম্পর্কে সকল মানুষ একই আক্বীদা পোষণ করত।[৫] স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে যদি পরস্পরের আক্বীদা এরূপ বিপরীত হয়, তাহলে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে কিভাবে?

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ছহীহ আক্বীদা হ'ল, তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, আমাদের মতই তিনি মাটির মানুষ ছিলেন, তিনি মারা গেছেন। পার্থক্য কেবল তিনি ছিলেন মহামানব এবং নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর কাছে অহি আসত *(কাহফ ১১০; যুমার ৩০-৩১; আলে ইমরান ১৪৪)*। উক্ত ছহীহ আক্বীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে জাল বা মিথ্যা হাদীছ সমূহ। যেমন- তিনি নূরের তৈরী। তিনি মরেননি, বরং স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র। কবর থেকে মানুষের আবেদন, নিবেদন সবকিছুই শুনেন ও পূরণ করেন ইত্যাদি।[৬] আক্বীদাগত প্রায় সকল বিষয়েই এরূপ মতভেদ বিভক্তি রয়েছে।

দৈনন্দিন আমল সমূহের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই তাহ'লে সেখানেও দেখতে পাব নানা মতপার্থক্য ও বিতর্ক। একই আমলের ব্যাপারে পরস্পরের মাঝে ভিন্নতা থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহ সেগুলো এক সঙ্গে পালন করতে পারে না। বান্দার

৪. *সূরা ছোয়াদ ৭৫; মায়েদাহ ৬৪; আলে ইমরান ২৬, ৭৩; ফাতহ ১০; আর-রহমান ২৭; বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২; ত্বা-হা ৫; আ'রাফ ৫৪; নিসা ১৬৪; ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী (রিয়ায: মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯খৃঃ/১৪১৭হিঃ), হা/১১৪৫; করাচী ছাপা: ক্বাদীমী কুতুবখানা, আছাহহুল মাত্বাবে', ২য় প্রকাশ: ১৩৮১হিঃ/১৯৬১খৃঃ), ১/১৫৩; মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/১২২৩, পৃঃ ১০৯; ছহীহ বুখারী হা/৪৮৫০, ২/৭১৯ পৃঃ; আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, ছহীহ মুসলিম (রিয়ায: দারুস সালাম, ২০০০/১৪২১), হা/১২৩০; দেওবন্দ ছাপা: আছাহহুল মাত্বাবে', ১৯৮৬), হা/৭১৭৭, ২/৩৮২ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৬৯৫, পৃঃ ৫০৫, 'জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৪৯১৯, ২/৭৩১ ও মুসলিম হা/১৭৭২-১৭৭৫, ১/২৫৮ পৃঃ, মিশকাত হা/৫৫৪২, পৃঃ ৪৮৪, 'হাশর' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১১৯৯, ১/২০৩-২০৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৩০৩, পৃঃ ২৮৫; সূরা শূরা ১১।*

৫. *বিস্তারিত দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬), পৃঃ ৯৭-১৩২, 'আক্বীদা' অধ্যায় দ্রঃ; ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার আছ-ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/১৫৩-১৭৪ ও ১৭৪-১৮৮, ২/১২৬-১৫২ পৃঃ।*

৬. *শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৮/৩৬৬-৩৬৭; আল-আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ, পৃঃ ৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০১, ২০২, ২০৩, ১/৩৬০-৩৭১ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৮ ও ১৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ)। উল্লেখ্য যে, মানুষ মারা গেলে বারযাখী জীবনের বাসিন্দা হয়ে যায়, যা দুনিয়াবী জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং মানুষের জ্ঞানের বাইরে। অথচ এটা নিয়েই উম্মাহর মধ্যে তুমুল মতানৈক্য।*

জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল 'ছালাত', যা মুসলিম সমাজকে রাতে-দিনে পাঁচবার একত্রিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে তারা তা আদায় করতে পারে না। ছালাতের আহকাম-আরকানগুলোও তারা একই নিয়মে পালন করে না। যেমন- একই স্থানে কোন মসজিদে ফজরের ছালাতের আযান হচ্ছে ৫-টায়, আবার পার্শ্বের মসজিদে আযান হচ্ছে সাড়ে পাঁচটায় বা তারও পরে। কোন মসজিদে যোহরের ছালাতের জামা'আত হচ্ছে ১-টা বা পৌনে ১-টায়, আবার কোন মসজিদে হচ্ছে দেড়টায় বা পৌনে ২-টায়। আছরের ছালাত কোন মসজিদে হচ্ছে বিকেল ৪-টায়, আবার একই স্থানে অন্য মসজিদে হচ্ছে ৫-টায় বা সোয়া ৫-টায়। এ জন্য পৃথক মসজিদ তৈরি হয়েছে, সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর আন্তরিক বন্ধনে স্থায়ী ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এর পিছনে বিশেষ করে ভূমিকা রেখেছে অপব্যাখ্যা এবং যঈফ ও জাল হাদীছ।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায়ের তাকীদ দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে মুমিনদের উপর ছালাত ফরয করা হয়েছে' *(সূরা নিসা ১০৩)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের জন্য বেশী বেশী তাকীদ দিয়েছেন এবং সর্বোত্তম আমল বলেছেন।[৭] ছালাতের একটি প্রথম ওয়াক্ত একটি শেষ ওয়াক্ত। এই উভয়ের মধ্যে মাঝের ওয়াক্ত ছালাতের পসন্দনীয় ওয়াক্ত।[৮] যেহেতু হাদীছে আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই সর্বোত্তম পথ হ'ল প্রথম ওয়াক্তের মধ্যে ছালাত আদায় করা। তবে সমস্যাজনিত কারণে কোন সময় পড়তে দেরী হ'লে তা অবশ্যই ধর্তব্য নয়। তাই বলে কুরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা করে, যঈফ ও জাল হাদীছের আশ্রয় নিয়ে এবং দলীয় গোঁড়ামী প্রদর্শন করে স্থায়ীভাবে সর্বদা বিলম্বিত ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।[৯]

এরপর ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কেউ হাত বাঁধছে বুকের উপরে, আবার কেউ বাঁধছে নাভির নীচে। কেউ 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়ছে, কেউ ধীরে পড়ছে। কেউ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ছে, কেউ পড়ছে না। কেউ জোরে আমীন বলছে, আর কেউ আস্তে বলছে। কেউ রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে, কেউ করছে না। সিজদায় যাওয়ার সময় কেউ আগে হাত রাখছে, আবার কেউ আগে হাঁটু রাখছে। কেউ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার সময় বসে আরাম করে উঠছে, কেউ না

৭. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছহীহ সুনানে আবুদাঊদ (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৮/১৪১৯), হা/৪২৬, পৃঃ ৬১; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), হা/১৭০, পৃঃ ৪২; মিশকাত হা/৬০৭, পৃঃ ৬১, আহমাদ, সনদ ছহীহ, দ্রঃ মিশকাত- আলবানী হা/৬০৭-এর টীকা।*

৮. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৩, ১/৫৬ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/১৪৯, ১/৩৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৮৩, পৃঃ ৫৯।*

৯. *ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী বিন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তাবি), ২/২৩ পৃঃ; যঈফ তিরমিযী হা/১৭২, ১/৪২-৪৩; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৬৫৯; মিশকাত হা/৬০৬, পৃঃ ৬১।*

বসেই সোজা তীরের মত উঠে আসছে। এভাবে ছালাতের প্রায় প্রত্যেকটি আহকামেই রয়েছে ভিন্নতা। এই ভিন্নতার কারণও যঈফ ও জাল হাদীছ। যেমন- বুকের উপর হাত বাঁধা ও ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সম্পর্কে ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ছহীহ সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১০] এ বিষয়ে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০ টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১১] পক্ষান্তরে নাভির নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে তার সবই মুহাদ্দিছগণের নিকটে যঈফ অথবা ভিত্তিহীন।[১২]

জেহরী ছালাতে 'বিসমিল্লাহ' আস্তে বলার হাদীছগুলো ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১৩] আর জোরে বলার বর্ণনাগুলো যঈফ।[১৪] ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে হাদীছের প্রায় সকল কিতাবেই ছহীহ সনদে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৫] অপরদিকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার কোনটা যঈফ, কোনটা জাল। এছাড়া যা কিছু পেশ করা হয় তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা, যার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।[১৬] ছালাতে জোরে আমীন বলার পক্ষে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৭]

১০. *ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯ -* عَنْ طَاوسَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بهمَا عَلَى صَدْره وَهُوَ فى الصَّلَاة (سنده صحيح) *উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশের ছাপা আবুদাঊদে উক্ত হাদীছটি নেই। ইমাম আবুদাঊদ নাভির নীচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত সমস্ত বর্ণনাকে যঈফ ও ভিত্তিহীন বলার পর বুকের উপর হাত বাঁধা সংক্রান্ত উক্ত ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি হাদীছও রাখা হয়নি। এটা রহস্যাবৃত; আহমাদ, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯০), হা/২৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৭৯।*

১১. *আস-সাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯২), ১/১২৩ পৃঃ।*

১২. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীরি ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৮৮-* وَضْعُهُمَا عَلَى الصَّدْر هُوَ الَّذى ثَبَتَ فىْ السُّنَّة وَخلاَفُهُ إمَّا ضَعيْفٌ أَوْ لاَ أَصْلَ لَهُ *; মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৫৭-৫৫৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৭৯; যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬-৫৮।*

১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম হা/৮৯০ ও ৮৯২, ১/১৭২ পৃঃ; আহমাদ, নাসাঈ, দারাকুৎনী হা/১১৮৬; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, ব্যাখ্যা ও তাহক্বীক্ব: শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ইতহাফুল কিরাম (রিয়ায: মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৪), হা/২৭৭।*

১৪. *যঈফ তিরমিযী হা/২৪৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৮৬-৮৭; নায়লুল আওত্বার ৩/৪৬ পৃঃ।*

১৫. *ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৮-৮২ ও ৮৭৪-৭৭, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ; মিশকাত হা/৮২৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬-৫৭, ১/১০৪; মিশকাত হা/৮২২, পৃঃ ৭৮; ইমাম বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, ছহীহ ইবনু হিব্বান, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৩১০।*

১৬. *ফাৎহুল বারী ২/৬৮৩ পৃঃ; মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৫ খৃ:/১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৯৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯।*

১৭. *ছহীহ বুখারী, তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ, হা/৭৮০ ও ৭৮২; ছহীহ মুসলিম হা/৯২০, ১/১৭৬; ফাৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১, ১/১৫৭; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪৪;* عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آميْن وَرَفَعَ بهَا صَوْتَهُ (سنده صحيح) *-ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৩২-৩৩, ১/১৩৪-৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৮-৪৯, পৃঃ ৮০; দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৬৪, ১/৭৫৩ পৃঃ; দারাকুৎনী হা/১২৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯।*

উল্লেখ্য, আমীন বলা সম্পর্কে ১৭টি হাদীছ এসেছে। যার মধ্যে আস্তে বলার পক্ষে মাত্র একটি বর্ণনা এসেছে, যা নিতান্তই যঈফ। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আস্তে আমীন বলা সংক্রান্ত হাদীছের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।[১৮] ইমাম দারাকুৎনীও এর কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।[১৯]

ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে উম্মতের সেরা ব্যক্তিত্ব চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে সকল হাদীছ গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।[২০] অন্য একটি গণনা মতে রাফ'উল ইয়াদায়নের হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' সহ প্রায় ৫০ জন ছাহাবী।[২১] আর সর্বমোট হাদীছ ও আছারের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত।[২২] ইমাম সুয়ূত্বী এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) রাফউল ইয়াদায়েনের হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে এই শত শত হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য স্থানে

১৮. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَديثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى و سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيث شُعْبَةَ فِي هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيث شُعْبَةَ *-যঈফ তিরমিযী হা/২৫০; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮৫৩; যঈফ আবুদাঊদ হা/৯৩৪।*

১৯. كَذَا قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ فَقَالُوا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ. وَهُوَ الصَّوَابُ. *-দারাকুৎনী হা/১২৫৬, ১/৩২৮-২৯-এর ভাষ্য; রওযাতুন নাদিয়াহ ১/২৭১-৭২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৩/৭৫।*

২০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاة رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُود. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاة كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. *-মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ১/১০২ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ১/১৬৮; মিশকাত হা/৭৯৪; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১, ১/২৯৩ পৃঃ।*

২১. *ফাৎহুল বারী ২/২৮০ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭ পৃঃ।*

২২. *আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাত, পৃঃ ১৫।*

২৩. *তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০ ও ১০৬ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১২৮।*

রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে যে কয়েকটি হাদীছ পেশ করা হয় তার কোনটা যঈফ আবার কোনটা জাল। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হ’ল আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ)-এর হাদীছ।[২৪] উল্লেখ্য, ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনু আদম, ইমাম বুখারী, আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী সহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।[২৫] ইমাম আবুদাঊদ উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, ‘উক্ত হাদীছ লম্বা হাদীছের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই শব্দে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ নয়।[২৬] বিশেষ করে মুহাম্মাদ ইবনু জাবের সূত্রে বর্ণিত হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী (রহঃ) তার জাল হাদীছের গ্রন্থ ‘কিতাবুল মাওযূ‘আত’ -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[২৭] ইবনু হিব্বান উক্ত হাদীছকে সবচেয়ে দুর্বল ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন।[২৮] শায়খ আলবানী (রহঃ) সমস্ত হাদীছের বিপরীত একক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন বর্ণনা আসায় তিনি বলেছেন, হাদীছটিকে ছহীহ ধরে নিলেও তা রাফ‘উল ইয়াদায়েনের বিপক্ষে পেশ করা যাবে না। কারণ এটি না বোধক আর ঐ সমস্ত হাদীছগুলো হ্যাঁ বোধক। ইলমে হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী হ্যাঁ বোধক হাদীছ না বোধকের উপর অগ্রাধিকার পায়।[২৯]

অতএব ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়ন করতেই হবে। এর বিকল্প কোন পথ নেই। সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো ছহীহ।[৩০] পক্ষান্তরে আগে হাঁটু দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধী।[৩১]

২৪. *তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৮৬-৮৭; আল-মাওযূ‘আতুল কুবরা, পৃঃ ৮১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮; নায়লুল আওত্বার ২/১৮১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ।*

২৫. *ফাৎহুল বারী ২/২৭৭-৮২ পৃঃ, হা/৭৩৫-৭৩৮-এর আলোচনা; নায়লুল আওত্বার ২/১৭৮-১৭৯ পৃঃ; শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির‘আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (বেনারসঃ জামি‘আ সালাফিয়া, ১৯৭৪/১৩৯৪), ৩/৮২ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ -* فهو مذهب غير قوى لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث ।

২৬. هَذَا حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ مِّنْ حَدِيْث طَوِيْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ. *-যঈফ আবুদাঊদ হা/....; উল্লেখ্য, উপমহাদেশের ছাপা আবুদাঊদে ও মিশকাতে উক্ত বাড়তি অংশটুকু নেই। সুকৌশলে উক্ত অংশ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।*

২৭. *নায়লুল আওত্বার ২/১৮২ পৃঃ।*

২৮. قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَثْبُت عِنْدِي .وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ ، وَتَضْعِيفُ أَحْمَدَ وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنَ آدَمَ لَهُ ، وَتَصْرِيحُ أَبِي دَاوُدَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ : إِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ، وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ : هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رَوَى أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلُهُ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إِنَّمَا طَعَنُوا كُلُّهُمْ فِي طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ *-ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ।*

২৯. *আলবানী, মিশকাত- হাশিয়া ১/২৫৪ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ২/২৮০, হা/৭৩৬-৭৩৭।*

৩০. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৪০-৪১, ১/১২২ পৃঃ; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬২৭; দারাকুৎনী, হাকেম, মিশকাত হা/৮৯৯, পৃঃ ৭৫ সনদ ছহীহ; ফাৎহুল বারী ২/২৯১ পৃঃ।*

৩১. *যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৩৮-৩৯; মিশকাত হা/৮৯৮; আলবানী হাশিয়া মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯।*

ছালাতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় সিজদা থেকে উঠে বসে আরাম করে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে হবে।[৩২] পক্ষান্তরে না বসে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সরাসরি তীরের মত সোজা হয়ে উঠতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ জাল।[৩৩] উল্লেখ্য যে, ছালাত একটি মহান ইবাদত। ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে এই ছালাতের। যার ছালাত সঠিক হবে তার অন্যান্য সমস্ত আমলও সঠিক হবে। আর যার ছালাত সঠিক হবে না তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।[৩৪] অতএব ছালাত আদায় করতে হবে বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে।[৩৫]

রামাযান মাস নেকী ও তাক্বওয়া অর্জনের মাস। ছিয়াম পালনের সাথে সাথে নেকী অর্জনের যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ’ল- ‘ক্বিয়ামুল লাইল’ বা ‘ছালাতুত তারাবীহ’। এক সঙ্গে সানন্দে রাত্রি জাগরণ করে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সেখানেও মুসলিম উম্মাহ একমত হ’তে পারেনি। কেউ ৮ রাক‘আত তারাবীহ পড়ে, কেউ পড়ে ২০ রাক‘আত, কেউ আরো বেশী পড়ে। এখানেও রয়েছে জাল ও যঈফ হাদীছের কারসাজি। ৮ রাক‘আতের পক্ষে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে অধিক সংখ্যক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্টভাবে ২০ রাক‘আতের পক্ষে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার সবগুলোই জাল ও যঈফ। মুহাদ্দিছগণের নিকটে কোনটিই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৬]

ঈদ মুসলিম উম্মাহ্র সর্ববৃহৎ বিশ্ব সম্মেলন। বছরের দুই ঈদ মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করার নতুন ভিত্তি রচনা করে। কিন্তু সেই ছালাতও একত্রিত হয়ে আদায় করা থেকে চির বঞ্চিত। কেউ **১২** তাকবীরে আদায় করে আবার কেউ ৬ তাকবীরে। এক্ষেত্রেও ঐ একই সমস্যা জাল ও যঈফ হাদীছ। **১২** তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আর ছহীহ ও যঈফ সব মিলে হাদীছ ও আছারের সংখ্যা আরো অনেক। উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব চার খলীফা ও আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ অন্যান্য ছাহাবী, তাবেঈ, প্রসিদ্ধ তিন ইমাম, আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এবং হাদীছের ইমামগণের সকলেই **১২** তাকবীরে ছালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ৬ তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ বা যঈফ কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) থেকে যে বর্ণনাটি

৩২. *ছহীহ বুখারী হা/৮২৩, ৮২৪, ৮০২, ১/১১০,১১৩-১১৪; মিশকাত হা/৭৯০ পৃঃ ৭৫; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮০১, পৃঃ ৭৬; আলোচনা দ্রঃ ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৪-৫৫।*

৩৩. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২, ২/৩৮ পৃঃ ও ৯৬৮, ৭৮, ২/৩৮৯-৩৯৩; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৫।*

৩৪. *তাবরাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮, ৩/৩৪৩ পৃঃ।*

৩৫. *এ বিষয়ে পড়ুন: প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও তথ্যবহুল ছালাত শিক্ষা বই ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।*

৩৬. *এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: লেখক প্রণীত ‘তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ শীর্ষক বই এবং মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর’০৩ সংখ্যা, ‘ছালাতুত তারাবীহ আট রাক‘আত না বিশ রাক‘আতঃ একটি বিশ্লেষণ’; ৮ম বর্ষ ডিসেম্বর ’০৪ ও জানুয়ারী ’০৬ সংখ্যা, ‘দিশারী’ কলাম।*

এসেছে তা যঈফ এবং সনদে-মতনে ভুলে পরিপূর্ণ। এছাড়া সমস্ত ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৩৭]

ফক্বীহদের উপর জাল ও যঈফ হাদীছের মর্মান্তিক প্রভাব:

জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা কাহিনীর মর্মান্তিক প্রভাব থেকে কোন মহলই মুক্ত ছিল না। এমনকি ফক্বীহগণও এর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছেন। তাঁরা প্রাথমিক কোন্দলের দূষিত স্রোতে ভেসে গেছেন। নিজেদের মাযহাবের কর্মকাণ্ডকে প্রমাণ করার জন্য তারা জাল ও যঈফ হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন এবং নিজ নিজ মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক ফিক্বহী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অপরদিকে অন্য মাযহাবের দলীল খণ্ডন ও নিজ মাযহাবকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য রচনা করেছেন পৃথক পৃথক ফিক্বহী উছূল। এভাবেই তারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ফলে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি স্থায়ীভাবে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ফক্বীগণের এই করুণ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লামা মারজানী হানাফী বলেন,

وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ فِىْ أَصْلِهِ وَغَالِبُهُ خَالٍ عَنِ الْإِسْنَادِ ... فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَوْضُوْعًا قَدِ افْتَرَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

‘মূলত ফক্বীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ’ল, সেগুলো সনদ বিহীন। .. নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে, যা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে’।[৩৮]

আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ফিক্বহ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

فَكَمْ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَجِلَّةُ الْفُقَهَاءِ مَمْلُوْءٌ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ وَلَاسِيَّمَا الْفَتَاوَى فَقَدْ وَضَحَ لَنَا بِتَوْسِيْعِ النَّظْرِ أَنَّ أَصْحَابَهَا وَإِنْ كَانُوْا مِنَ الْكَامِلِيْنَ لَكِنَّهُمْ فِىْ نَقْلِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْمُتَسَاهِلِيْنَ.

‘অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফক্বীহগণ নির্ভরশীল, সেগুলো জাল হাদীছ সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ। গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, কিন্তু হাদীছ সমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অলসতা প্রদর্শনকারী’।[৩৯] অন্যত্র তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সকলকে সাবধান করে দিয়ে

৩৭. *বায়হাক্বী ৩/৪১০, হা/৬১৮৫; বিস্তারিত দ্র: লেখক প্রণীত ‘ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর’ শীর্ষক বই এবং মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ও নভেম্বর’০৬, ‘ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা: ছহীহ হাদীছ মতে ১২টি, না ৬টি’ শীর্ষক নিবন্ধ।*

৩৮. *নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৪৬।*

৩৯. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, জামে‘ ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে‘ কাবীর, পৃঃ ১৩; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৩৭।*

বলেন,

مِنْ هَهُنَا نَصُّوْا عَلَى أَنَّهُ لَاعِبْرَةَ لِلْأَحَادِيْثِ الْمَنْقُوْلَهِ فِىْ الْكُتُبِ الْمَبْسُوْطَةِ مَالَمْ يَظْهَرْ سَنَدُهَا أَوْ يُعْلَمُ اعْتِمَادُ أَرْبَابِ الْحَدِيْثِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مُصَنِّفُهَا فَقِيْهًا جَلِيْلاً... أَلَاتَرَى إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْ أَجِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالرَّافِعِى شَارِحَ.الْوَجِيْزِ مِنْ أَجِلَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهَا بِالْأَنَامِلِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَمَاجِدُ وَالْأَمَاثِلُ قَدْ ذَكَرَا فِىْ تَصَانِيْفِهِمَا مَالَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَثَرٌ عِنْدَ خَبِيْرٍ بِالْحَدِيْثِ.

‘এজন্যই ওলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন যে, ফিক্বহের বিশাল বিশাল গ্রন্থে যে সমস্ত হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো সবই সারশূন্য (অকেজো), যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর সনদ যাচাই না করা হবে অথবা মুহাদ্দিছগণের নিকটে গৃহীত হয়েছে বলে জানা না যাবে। যদিও ফিক্বহ প্রণয়নকারীগণ মর্যাদাশীল ফক্বীহ। .. (হে পাঠক!) তুমি কি হেদায়া রচনাকারীকে দেখ না, যিনি শীর্ষস্থানীয় হানাফীদের অন্যতম? এছাড়া ‘আল-ওয়াজীয’-এর ভাষ্যকার রাফেঈকে দেখ না, যিনি শাফেঈদের শীর্ষস্থানীয়? এই দু’জন ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় এবং যাদের উপর শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ নির্ভর করে থাকেন। অথচ উক্ত কিতাবদ্বয়ে তারা এমন বর্ণনা সমূহ উপস্থাপন করেছেন যেগুলোর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মুহাদ্দিছগণের নিকট পাওয়া যায় না’।[৪০]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বহু পূর্বেই প্রভাবিত ফক্বীহদের সম্পর্কে বলে গেছেন,

وَجَمْهُوْرُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ لَايَعْرِفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَّامَاشَاءَ اللهُ بَلْ يَتَمَسَّكُوْنَ بِأَحَادِيْثَ ضَعِيْفَةٍ وَآرَاءٍ فَاسِدَةٍ أَوْ حِكَايَاتٍ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ والشُّيُوْخِ.

‘মাশাআল্লাহ দু’একজন ছাড়া মাযহাবী গোঁড়ামী প্রদর্শনকারীদের কেউই কুরআন-সুন্নাহ বুঝেন না; বরং তারা আঁকড়ে ধরেন যঈফ ও জাল হাদীছের ভাণ্ডার, বিভ্রান্তিকর রায়-এর বোঝা এবং কতক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও কথিত আলেমদের কল্প-কাহিনীর সমাহার’।[৪১]

৪০. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আজওয়াবে ফাযেলাহ-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৫৭;* হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৫১।

৪১. *ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/২৫৪-২৫৫।*

উক্ত জাল ও যঈফ হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী এবং কল্পনাপ্রসূত অলীক ব্যাখ্যাকে পুঁজি করেই ইসলামের নামে হাযারো দলের সৃষ্টি হয়েছে। আর ঐ স্বার্থান্বেষীদের কারণেই সেগুলো সমাজে চালু আছে, তাদের রসদেই প্রতিপালিত হচ্ছে। তারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো দখল করে আছে এবং হরদম সেই মিথ্যা বেসাতী সাধারণ জনতার মাঝে বিষ-বাষ্পের মত ছড়িয়ে দিচ্ছে। পীর-ফক্বীর, সন্ন্যাসী ও অসংখ্য তরীকাধারী কথিত দরবেশদের নামে উপমহাদেশে যারা বিনা পুঁজির ব্যবসা করছে তাদের মূল উৎসই হ'ল ঐ মিথ্যা হাদীছ ও উদ্ভট কল্প-কাহিনী। প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের পক্ষ থেকে রচিত নেছাবগুলো তো জাল-যঈফ হাদীছ ও মিথ্যা কাহিনীতে ভরপুর। কতিপয় ছহীহ হাদীছ না থাকলে তাকে 'জাল হাদীছের সিরিজ' বললেও ভুল হ'ত না। ছূফী, মারেফতী ও কথিত যিকিরপন্থীদের রচিত বই-পুস্তকগুলো তো মিথ্যা কাহিনীর অভিনব 'উপন্যাস সিরিজ'। মূলকথা হ'ল- এ সমস্ত উদ্ভট পরস্তীর উৎপত্তি যেমন হয়েছে ঐ মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পিত উৎস থেকে, তেমনি তাদের চলার পথও সেগুলো।

উক্ত ধ্রুব বাস্তবতার কারণে আমাদের দেশেও দলীয় আলেমগণ তো বটেই অন্যান্যরাও তাদের প্রায় লেখনীতে জাল ও যঈফ হাদীছ মিশ্রিত করেছেন। উদাহরণ পেশ করা হলে তাতে হাতে গুণা মাত্র কয়েকজন ছাড়া সবার ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত হবে। বক্তব্য, আলোচনা ও ওয়াযের ক্ষেত্রে তারা তো একেবারেই লাগামহীন। আর সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এদিকে ভ্রূক্ষেপই করেন না। জাল ও যঈফ হাদীছের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল। এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে মুসলিম জাতিকে সর্বদা দ্বিধাবিভক্তি করে রাখার চক্রান্ত চলেছে যুগের পর যুগ। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্ত স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা

(১) আল্লাহর রাসূলের হুঁশিয়ারীঃ

শরী'আতে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশ সাময়িক বা স্থানিক নয়; বরং সর্বব্যাপী সকল যুগের জন্য। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ সকল ছাহাবী ও তাবেঈ সদা সর্বদা সচেতন ছিলেন। বারংবার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমনটি অন্য কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে করেননি। এই ভয়াবহ বাণীগুলো থেকে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল শুরু থেকেই। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

(ক) অন্যের কথা রাসূলের নামে প্রচার করার পরিণাম সরাসরি জাহান্নামঃ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কথা বলেননি সে কথা তাঁর নাম দিয়ে বর্ণনা করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর কিছু হ'তে পারে না। যদিও তা একটি কথাও হয়। এর পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'একটি আয়াত (কথা) হ'লেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। আর বাণী ইসরাঈলদের সম্পর্কেও বর্ণনা কর, তাতে সমস্যা নেই। তবে আমার প্রতি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে তাহ'লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

১. *ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১; ১/৪৯১ পৃঃ, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৯৮, পৃঃ ৩২, 'ইলম' অধ্যায়।*

সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা আমি বলিনি তাহ'লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়'।[২] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّى فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করা থেকে সাবধান থেক! কেউ যদি আমার সম্পর্কে কিছু বলতে চায় তাহ'লে সে যেন সত্য কথা বলে। অন্যথা কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলে, যা আমি বলিনি তাহ'লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[৩]

উক্ত হাদীছগুলো দ্বারা প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা বা জাল হাদীছ বর্ণনা করা, প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো বর্ণনা করলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে হাদীছ বর্ণনা করার পূর্বে সর্বাগ্রে ফরয দায়িত্ব হ'ল, সেটা তাঁর কথা কি-না, হাদীছটি ছহীহ কি-না তা নিশ্চিত হওয়া। সেই সাথে ঐ হাদীছের পুরো অংশই ছহীহ কি-না সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া।

(খ) সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাদীছ প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধঃ

হাদীছ প্রচার করতে গিয়ে যদি কারো সন্দেহ হয় যে, হাদীছটি যঈফ কি-না বা যঈফ হ'তে পারে, তাহ'লে তা প্রচার করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। এরপরও কেউ যদি এ ধরণের হাদীছ বর্ণনা করে তাহ'লে সে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবে। জানা আবশ্যক যে, সন্দেহ কখনো বিশুদ্ধতা ও ভালর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় না; বরং দোষ-ত্রুটি ও খারাপের কারণেই সৃষ্টি হয়। তাই এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

২. *ছহীহ বুখারী হা/১০৯, পৃঃ ২১, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।*
৩. *ছহীহ ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, হা/৩৫, পৃঃ ৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫৩, ৪/৩৪৬ পৃঃ।*

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

সামুরা ইবনু জুনদুব ও মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করে, যার সম্পর্কে সে ধারণা করে যে উহা মিথ্যা, তাহ'লে সে হবে মিথ্যুকদের একজন'।[৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি আমার পক্ষ থেকে এমন কোন একটি হাদীছ বর্ণনা করে, যার সম্পর্কে সে সন্দেহ করে যে তা মিথ্যা, তাহ'লে সে মিথ্যুকদের একজন'।[৫] মুহাদ্দিছ আবী হাতিম ইবনু হিব্বান (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন,

فَكُلُّ شَاكٍّ فِيْمَا يَرْوِىْ أَنَّهُ صَحِيْحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيْحٍ دَاخِلٌ فِىْ ظَاهِرِ خِطَابِ هَذَا الْخَبَرِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَلَّمِ التَّارِيْخَ وَأَسْمَاءَ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ.

'হাদীছটি ছহীহ না গায়র ছহীহ এরূপ প্রত্যেক সন্দেহকারী ব্যক্তি উক্ত হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যদিও তিনি ইলমে তারীখ এবং দুর্বল ও শক্তিশালী রাবীদের নামগুলো না জানেন'।[৬]

অতএব জানা-শুনা জাল ও যঈফ হাদীছ তো বর্ণনা করা যাবেই না, বরং ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল হ'তে পারে মর্মে সন্দেহ হ'লেও তাও প্রচার করা যাবে না। এর পরিণামও জাহান্নাম। মোট কথা নিশ্চিত না হয়ে কোন হাদীছ বর্ণনা করা যাবে না। কারণ সেও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারীদের একজন।

৪. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ১/৬, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৯৯, পৃঃ ৩২, 'ইলম' অধ্যায়।*
৫. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪০, পৃঃ ৫ সনদ ছহীহ।*
৬. *ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন, ১/৮ পৃঃ; আশরাফ ইবনু সাঈদ, হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আ'মাল (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯২/১৪১২), পৃঃ ২৫।*

(গ) হাদীছ শুনে যাচাই না করে প্রচার করার পরিণাম:

উপরিউক্ত নির্দেশগুলো ছিল বিশেষ করে হাদীছ বর্ণনাকারীদের জন্য সতর্কবাণী। কিন্তু যারা হাদীছ শুনবে তাদের প্রতিও রয়েছে গুরু দায়িত্ব। শুনা মাত্রই তা যে প্রচার করবে বা আমল করবে এমনটি নয়; বরং তাকেও সাধ্য অনুযায়ী যাচাই করতে হবে। অন্যথা সেও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবে।

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

হাফছ ইবনু আছেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে (যাচাই ছাড়া) তাই বর্ণনা করবে’।[৭]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছ শ্রবণকারীকেও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন আলেম, বক্তা, খত্বীব, লেখক, আলোচক, ইমাম, মাওলানা হাদীছ বর্ণনা করলেই তা প্রচার করা যাবে না; বরং তা আগে যাচাই করবে। এক্ষেত্রে শ্রোতাদের জন্য প্রধান কর্তব্য হ’ল, তারা শুধু হক্বপন্থী ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের নিকট বক্তব্য শুনবে এবং তাদের লেখা পড়বে, যারা ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ সহ বক্তব্য প্রদান করেন ও লিখে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ‘তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে যিকর (কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সিদ্ধান্ত দানকারী)-কে জিজ্ঞেস কর স্পষ্ট প্রমাণ ও উজ্জ্বল দলীল সহকারে’ *(নাহল ৪৩-৪৪)*। অতএব শরী‘আত জানতে হবে হক্বপন্থী আলেমদের কাছে। যেমনটি প্রাথমিক যুগে ছাহাবী ও তাবেঈগণ করতেন। হাদীছ বর্ণনাকারীগণ যদি সুন্নাতপন্থী হ’তেন তাহ’লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ’ত। আর যদি বিদ‘আতপন্থী হ’ত তাহলে প্রত্যাখ্যান করা হ’ত।[৮]

(ঘ) অন্যের উপর মিথ্যারোপ করা আর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা সমান নয়:

একথা সবারই জানা যে, একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর মিথ্যারোপ করা আর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ

৭. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, পৃঃ ৮, ‘হাদীছ যা শুনবে তাই বর্ণনা করা নিষিদ্ধ’ অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত হা/১৫৬, পৃঃ ২৮।*

৮. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ১১, অনুচ্ছেদ-৫ দ্রঃ।*

করা কখনোই এক নয়। কারণ তাঁর উপর মিথ্যারোপ করার অর্থই হ’ল আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সংবিধান অভ্রান্ত অহির প্রতি মিথ্যারোপ করা। এ ব্যাপারে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

‘মুগীরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা আর অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করা এক নয়। সুতরাং আমার প্রতি যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়’।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, ‘তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কেননা যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِىْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِى النَّارِ.

‘ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে তার জন্য জাহান্নামে ঘর তৈরী করা হবে’।[১১]

৯. *ছহীহ বুখারী হা/১২৯১, ১/১৭২, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, পৃঃ ৭, ‘রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করার কঠোরতা’ অনুচ্ছেদ-২।*

১০. *ছহীহ বুখারী হা/১০৬, পৃঃ ২১; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, পৃঃ ৭, অনুচ্ছেদ-২।*

১১. *আহমাদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৮৫/১৩৭৭), ৬/৩৩৩, হা/৪৭৪২, ৫৭৯৮ ও ৬৩০৭, (২/২২ ও ১০৩ পৃঃ); সনদ ছহীহ, ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, তাহক্বীক্ব: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, নং ১০৯২, পৃঃ ৩৯৬।*

(২) ছাহাবীদের সতর্কতা ও মূলনীতি:

জাহান্নামের ভীতির কারণে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাহাবীগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা এমন মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন যা সকলের জন্য পালন করা ছিল দুঃসাধ্য। ফলে হাদীছ জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বর্ণনা করতে ভয় পেতেন। কোন ছাহাবী অপরিচিত হাদীছ শুনলে তাৎক্ষণিক সেই হাদীছের পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য বলতেন এবং অন্যথা কঠোর শাস্তির কথাও বলে দিতেন।

(এক) ওমর (রাঃ) সম্পর্কে এসেছে-

عن بُسْرِ بْنِ سَعِيْد قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْد الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَة فِيْ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُوْ مُوْسَى فَزِعًا أَوْمَذْعُوْرًا قُلْنَا مَاشَأْنُكَ؟ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ إِنِّيْ أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ أُوْجِعَنَّكَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ لاَيَقُوْمُ مَعَهُ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ.

‘বুসর ইবনু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা একদা মদীনায় আনছারদের মজলিসে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় আবু মূসা আমাদের নিকট আসলেন আতঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। আমরা বললাম, তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, ওমর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর বাড়ির দরজার নিকট গেলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি। ফলে আমি ফিরে আসি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট যেতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আপনার নিকট আমি গিয়েছিলাম এবং তিন বার সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সালামের উত্তর না দেওয়ায় আমি ফিরে এসেছি। আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাইলে যদি অনুমতি না দেয় তাহ’লে সে যেন ফিরে আসে’। ওমর (রাঃ) বলেন, তুমি এ কথার উপর প্রমাণ পেশ কর, অন্যথা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব বা শাস্তি দিয়ে হত্যা

করব। (ঘটনা শুনার পর) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বললেন, এই দলের মধ্যে যে সবার ছোট সে তার পক্ষে সাক্ষী হবে। তখন আবু সাঈদ বললেন, আমিই সবার ছোট। তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি তার সাথে যাও’।[১২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ওমর (রাঃ) বলেছিলেন,

فَوَ اللهِ لَأُوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْلَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ شَهِدَ لَكَ عَلَى هَذَا.

‘আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই অবশ্যই তোমার পিঠ ও পেট চিরে তোমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব অথবা তোমার এই কথার পক্ষে কাউকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে আসবে’।[১৩] অন্যত্র এসেছে যে, ওমর (রাঃ) তার প্রতি এতই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন যে, উবাই ইবনু কা‘ব তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

فَلاَ تَكُوْنَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘আপনি কখনো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছাহাবীগণের উপরে এরূপ শাস্তির ভয় দেখাবেন না’। তখন ওমর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, ‘সুবহা-নাল্লাহ! আসলে আমি যখন কোন কিছু শুনি তখন তার প্রতি আস্থাশীল হ’তে পসন্দ করি’।[১৪]

মালেক মুওয়াত্ত্বার বর্ণনায় এসেছে, সাক্ষী হাযির করা হ’লে ওমর (রাঃ) আবু মূসাকে বলেছিলেন,

أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيْتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অভিযুক্ত করতে চাইনি; বরং আমি আশংকা করছিলাম যে, লোকেরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে কোন মিথ্যা কথা রচনা করছে কি-না’।[১৫]

১২. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৬, ২/২১০, ‘আদব’ অধ্যায়, ‘অনুমতি’ অনুচ্ছেদ-৭; ছহীহ বুখারী হা/৬২৪৫, ১/৯২৩।*
১৩. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৮।*
১৪. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬৩৩। উল্লেখ্য, ওমর (রাঃ) সে সময় বাজারে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আবু মূসার দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি।*
১৫. *ইমাম মালেক, আল-মুওয়াত্ত্বা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ২/৯৬৪ পৃঃ, হা/১৫২০, ‘অনুমতি’ অধ্যায়; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৯/১৪১০), ১১/৩৫ পৃঃ, হা/৬২৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘অনুমতি’ অধ্যায়।*

ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, 'এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামের অতি নিকটবর্তী ওমর (রাঃ)-এর যুগেও তিনি সাক্ষী হাযির করতে বলেছেন। সুতরাং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ উৎসাহ ও ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করছে কি-না। তাই সাক্ষী তলব করেছেন ঐ ব্যক্তির নিকটে, যে ঐ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলতঃ তিনি তাদেরকে জানাতে চেয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ কিছু বলবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে যতক্ষণ সে তার পক্ষে সাক্ষী হাযির না করবে'।[১৬]

উল্লেখ্য, ওমর (রাঃ) থেকে পৃথক বিষয়ে আরো দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৭]

(দুই) ওছমান (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَاهَؤُلاَءِ أَكَذَاكَ؟ قَالُوْا نَعَمْ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ.

'বুসর ইবনু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ) একদা 'মাক্বাইদ' নামক স্থানে আসলেন। অতঃপর ওযূর পানি চাইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তিনবার তিনবার করে দুই হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসাহ করলেন এবং তিনবার তিনবার করে দুই পা ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এইভাবে ওযূ করতে দেখেছি। হে লোক সকল! তিনি কি এইভাবে করতেন না? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তাঁর কাছে ছাহাবীদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন'।[১৮]

(তিন) অনুরূপ আলী (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণনা হয়েছে,

عَنْ أَسْمَاءِ بِنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنِّىْ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَّنْفَعَنِىْ وإِذَا حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ.

১৬. *ফাৎহুল বারী* **১১/৩২** *পৃঃ।*
১৭. *ছহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ১/২২৮ ও ১৮৬-৮৭৭; সনদ ছহীহ, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ ইজাজ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীল (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮০/১৪০০), পৃঃ ১১৪ ও ১১৫-১১৬।*
১৮. *মুসনাদে আহমাদ হা/৪৮৭, ১/৩৭১-৭২, সনদ ছহীহ; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ১১৬।*

আসমা ইবনু হাকাম আল-ফাযারী (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমি এমন একজন ব্যক্তি, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যখন কোন হাদীছ শুনি তখন আল্লাহ আমাকে তার থেকে উপকার দেন, তিনি আমাকে যতটুকু উপকার দিতে চান। আর তাঁর ছাহাবীদের মধ্য থেকে কোন ছাহাবী যখন আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন তখন আমি তাকে শপথ করতে বলি। যখন তিনি আমার নিকট শপথ করেন তখন সেই হাদীছকে বিশ্বাস করি'।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ عَلِىٌّ حَدِّثُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُّكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ.

আলী (রাঃ) বলেন, 'লোকদের কাছে তোমরা ঐ বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করবে যে বিষয় সম্পর্কে তারা বুঝে। তোমরা কি চাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যারোপ করা হোক'?[২০]

(চার) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন,

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكِذْبِ أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ.

'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে'।[২১]

(পাঁচ) আবুবকর (রাঃ) থেকেও একটি বর্ণনা এসেছে। ক্বাবীছাহ বিন যুওয়াইব (রাঃ) বলেন, একদা জনৈকা দাদী বা নানী তার পোতা বা নাতির সম্পত্তিতে তার অংশ কত জানার জন্য আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর দরবারে এলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কিতাবে তোমার জন্য কিছুই দেখছি না, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেও এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তুমি এখন ফিরে যাও আমি লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখি। অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'লে ছাহাবী মুগীরা ইবনু শু'বা বলেন, এসব ক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১/৬ অংশ দিয়েছেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, তোমার সাথে সাক্ষী হিসাবে কেউ আছে কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ দাঁড়িয়ে মুগীরার ন্যায় বললেন। ফলে আবুবকর (রাঃ) উক্ত হাদীছ অনুযায়ী রায় দিলেন।[২২]

১৯. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩০০৬, ২/১২৯-৩০ পৃঃ, সনদ হাসান, 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা আলে ইমরান' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫২১, ১/২১৩ পৃঃ ও হা/৪০৬, ১/৯২ পৃঃ।*
২০. *ছহীহ বুখারী 'তরজমাতুল বাব', 'ইলম' অধ্যায়।*
২১. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামা দ্রঃ ১/৯ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৩।*
২২. *আবুদাঊদ হা/২৮৯৪, ২/৪০১ পৃঃ; তিরমিযী হা/২১০১, ২/৩০; মিশকাত হা/৩০৬১, পৃঃ ২৬৪।*

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটিকে শায়খ আলবানী (রহঃ) যঈফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী হাসান ছহীহ বলেছেন। আরো বলেছেন, এ সংক্রান্ত হাদীছগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে ছহীহ। ইমাম যাহাবী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। ইবনু হাজার মুরসাল সূত্রে ছহীহ বলেছেন। অনুরূপ ইবনু সাকানও ছহীহ বলেছেন।[২৩] ডঃ মুহাম্মাদ ইবনু মাত্বর আয-যাহরানী বলেন, এই ঘটনাটি ২০-এর অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা কেবল ক্বাবীছাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি আবুবকরের সাক্ষাৎ পাননি। সে অনুযায়ী ঘটনাটি মুরসাল। তবে মুহাদ্দিছগণের নিকটে ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ।[২৪]

(ছয়) অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّىْ لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالَ أَمَا إِنِّىْ لَمْ أُفَارِقْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আমের ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি যুবাইরকে বললাম, আপনাকে আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ বর্ণনা করতে শুনছি না, যেমন অমুক অমুক হাদীছ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে পৃথক ছিলাম এমনটি নয়; বরং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরী করে নেয়'।[২৫]

(সাত) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِىْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের নিকট বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেওয়ার কারণ হল, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়'।[২৬]

২৩. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/২৭৯-৮০।*
২৪. *ঐ, ইলমুর রিজাল, পৃঃ ২০।*
২৫. *ছহীহ বুখারী হা/১০৭, ১/২১ পৃঃ 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।*
২৬. *ছহীহ বুখারী হা/১০৮, ১/২১ পৃঃ।*

মোটকথা সমস্ত ছাহাবীই নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীত-সন্ত্রস্ত থেকেছেন এবং আপোসহীন নীতি মেনে চলেছেন। তাদের ধারাবাহিকতায় তাবেঈগণও সেই পথ অবলম্বন করেছেন। প্রফেসর ড. হাসান মুহাম্মাদ মাক্বুবূলী বলেন, وَقَدِ اتَّبَعَ هَذَا الْمَنْهَجَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ .. ثُمَّ التَّابِعِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ 'সকল ছাহাবী এই মূলনীতির অনুসরণ করেছেন।.. অতঃপর তাঁদের পরবর্তী তাবেঈগণ উক্ত মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।[২৭]

বলা বাহুল্য, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সারাক্ষণ অবস্থান করতেন অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণ মেধা নিয়ে। তাঁদের সেরা দশজন মৃত্যুর আগেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁরা ছিলেন সর্বাধিক প্রশংসিত ও সম্মানিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি এ যুগকে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম সেই যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। এত কিছু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে কতই না সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু আমরা হর-হামেশা জাল-যঈফ হাদীছ বলছি, আমল করছি, লিখছি, বক্তব্যে প্রচার করছি। কিন্তু আমাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠে না। আরো আশ্চর্যজনক হ'ল, যে হাদীছটি বর্ণনা করা হচ্ছে সে হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেটাও অজানা। ছহীহ-যঈফ যাচাই করা তো দূরের কথা।

উল্লেখ্য, হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনের শর্ত এবং উছূল বা মূলনীতি সমূহ সাধারণ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত নয়; বরং শারঈ কঠোরতার কারণে উম্মতের সেরা ব্যক্তিত্ব ইসলামের চার খলীফার মধ্যে আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীদের পক্ষ থেকেই মূলনীতি সমূহ এসেছে। অতঃপর মুহাদ্দিছগণ তা রূপায়ন করেছেন মাত্র।

ড. শায়খ মুছত্বফা আস-সিবাই বলেন,

شُرُوْطُ الْأَئِمَّةِ لِلْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ أَنَّ هَذَا كَانَ شَرْطُ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِىٍّ لِلْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ

'হাদীছের উপর আমলের জন্য মুহাদ্দিছ ইমামগণ যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছেন, সেগুলো মূলতঃ আবু বকর, ওমর ও আলী (রাঃ)-এরই শর্ত, যা তাঁরা হাদীছের

২৭. *প্রফেসর ড. হাসান মুহাম্মাদ মাক্বুবূলী আল-আহদাল, মুছত্বালাহুল হাদীছ ও রিজালুহু (ছান'আ- সঊদী আরব: মাকতাবাতুল জীল আল-জাদীদ, ১৯৯৩/১৪১৪), পৃঃ ৩৮।*

আমলের ক্ষেত্রে করেছিলেন’।[২৮] অতঃপর তিনি বলেন,

وَعَلَى هَذِه الْعِنَايَةِ سَارَ التَّابِعُوْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيْ التَّثَبُّت فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّدْقِيْق وَالنَّقْد وَالتَّمْحِيْصِ وَالتَّحَرَّى فَقَد اسْتَطَاعُوْا بِهَذِه الْعِنَايَةِ أَنْ يَعْرِفُوْا حَال الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيَّ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ وَمَيَّزُوْا مِنَ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنِ وَالضَّعِيْف مِنَ الْمَرْوِيَّات.

‘আর এই উপযুক্ত প্রচেষ্টার উপরেই তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীগণ বর্ণনাকে সুদৃঢ়করণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ, সমালোচনা, পরিশোধন ও অনুসন্ধানের প্রয়াস চালু রেখেছেন। এর ফলেই বর্ণনাকারী ও বর্ণিত ব্যক্তির গ্রহণ ও বর্জনযোগ্য অবস্থা জানতে সক্ষম হয়েছেন এবং বর্ণনাগুলোর ছহীহ, হাসান ও যঈফের মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছেন’।[২৯]

২৮. *ডঃ শায়খ মুছত্বফা আস-সিবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৬৭।*
২৯. *প্রফেসর ডঃ হাসান মুহাম্মাদ মাক্বূলী আল-আহদাল, মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ৩৮।*

তৃতীয় অধ্যায়

জাল ও যঈফ হাদীছের সূচনাকাল

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিরন্তন হুঁশিয়ারী এবং ছাহাবায়ে কেরামের সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিশ্ছিদ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও জাল হাদীছের সূচনা হয়েছে। ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ দিকে এবং আলী (রাঃ)-এর সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শনের মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে ১ম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে জাল হাদীছের সূচনা হয়। ধর্মীয় লেবাসে খারেজী, শী‘আ, ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া প্রভৃতি পথভ্রষ্ট ফের্কা সমূহ উক্ত অপকর্মের পিছনে নগ্ন ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে শী‘আ ও ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দোসর যিন্দীক্বরা ছিল এক্ষেত্রে অগ্রগামী। এক শ্রেণীর আলেম, ছূফী, দরবেশ, সাধু, ব্যবসায়ী, কবি-সাহিত্যিকরাও এই সুযোগ হাত ছাড়া করেনি। জাতি, ধর্ম, দল, গোষ্ঠী, মাযহাব, ইমাম ও শাসকপ্রীতি, যুদ্ধে উদ্যম সৃষ্টি, আঞ্চলিক সুনাম ও ব্যক্তি ভিত্তিক গুণকীর্তনের জন্য হাদীছ জাল করা হয়। ইহুদী প্রতারক আব্দুল্লাহ বিন সাবার চক্র জাল হাদীছ রচনার প্রতি বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করে। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে সেগুলো দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করে। এভাবেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে মতানৈক্যের বীজ বপন করা হয় ও তাকে স্থায়ী করার স্বার্থেই ছহীহ হাদীছের বিরোধী অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করা হয়।[১]

জাল ও যঈফ হাদীছের পরিচিতি:

যঈফ হাদীছের সংজ্ঞায় ইবনুছ ছালাহ বলেন,

كُلُّ حَدِيْث لَمْ يَجْتَمِعْ فِيْه صِفَاتُ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ وَلاَ صِفَاتُ الْحَدِيْثِ الْحَسَنِ...فَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ.

‘যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট হয়নি তাকেই যঈফ হাদীছ বলে’।[২]

ইমাম নববী জাল হাদীছের সংজ্ঞায় বলেন, هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ وَشَرُّ الضَّعِيْفَ

১. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৭৫-৭৯; ডঃ আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ, পৃঃ ১৯-৪৫; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ১৮৭-২১৮; ডঃ ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ, আল-ওয়াযউ ফীল হাদীছ, ১/১১২-৩৮।*
২. *হাফেয আবু আমর ওছমান বিন আব্দুর রহমান ইবনুছ ছালাহ (মৃঃ ৬৪২ হিঃ), মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃঃ ২০।*

'রচিত, বানোয়াট ও নিকৃষ্টতম দুর্বল বর্ণনাকে মুওযূ বা জাল বলে'।[৩] ডঃ মাহমূদ আত-ত্বহ্হান বলেন,

هُوَ الْكِذْبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ الْمَنْسُوْبُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত বানোয়াট মিথ্যা হাদীছকে মওযূ বা জাল হাদীছ বলে'।[৪]

হাদীছ কি জাল-যঈফ হয়?

সাধারণ লোক তো বটেই এমনকি এক শ্রেণীর আলেমও বলে থাকেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ কেন জাল কিংবা যঈফ হবে? তাঁর নামে যা বর্ণিত হয়েছে সবই তো হাদীছ, সবই আমল করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে সমস্ত কথা ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে জাল বা যঈফ বলা হয় না, বরং স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর নামে যে সমস্ত হাদীছ জাল করেছে সেগুলোই জাল-যঈফ বলে স্বীকৃত। আর জাল হাদীছ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আল্লাহর রাসূলের কথাকে জাল বা যঈফ বলা হয় না।[৫] যেমন নবী কখনো ভণ্ড হন না কিন্তু নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তাঁর পরে ত্রিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে।[৬] অনরূপ জাল ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হুঁশিয়ারী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁর নামে মিথ্যা কথা রচনা করা হবে এবং তিনি যা বলেননি তাঁর নামে তা প্রচার করা হবে। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীছ থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয়তঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করে লক্ষ লক্ষ যে জাল-যঈফ হাদীছ বানানো হয়েছে সেগুলো ছাহাবীদের শেষ যুগে এবং তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের যুগ থেকেই প্রমাণিত। মুহাদ্দিছগণ সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাহাবীদের মূলনীতির মাধ্যমে সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে হাযার হাযার গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তাহ'লে হাদীছ জাল ও যঈফ হয় না বলে মন্তব্য

৩. *তাদরীবুর রাবী ১/৩২৩ পৃঃ।*
৪. *ডঃ মাহমূদ আত-ত্বহ্হান, তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ (দিল্লী: কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম তাবি), পৃঃ ৮৯।*
৫. *ডঃ আব্দুল করীম ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাযীর, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজু বিহী (বৈরুত: দারুল মুসলিম, ১৯৯৭/১৪১৭), পৃঃ ১৩০।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৩৬০৯, ১/৫০৯ পৃঃ।*

করা, দেদারসে তা প্রচার করা এবং তার প্রতি আমল করা কি মুসলিম বিবেকসম্মত? অবশ্যই না; বরং জাল ও যঈফ গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল।

চতুর্থতঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান বা বিধর্মী সম্প্রদায়ের চক্রান্তে অসংখ্য জাল হাদীছ রচিত হয়েছে। মুসলিম নামের অসংখ্য ভ্রান্ত ফের্কা নিজেদের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ রচনা করেছে, সেগুলোকে কি হাদীছ বলা যাবে? মুসলিম ব্যক্তি কি সেগুলোকে রাসূলের হাদীছ বলতে পারে? অতএব হাদীছ জাল বা যঈফ হয় না এ ধরনের মন্ত ব্য করা মারাত্মক অন্যায়।

শারঈ মানদণ্ডে জাল ও যঈফ হাদীছঃ

মুসলিম উম্মাহর জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা অহী বা হক্ব। এছাড়া অন্যকিছু পালনীয় নয়। এই অহীর বিধান অভ্রান্ত, যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে লক্ষ্য করে বলেন, وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে কেবল তারই অনুসরণ করুন' *(আহযাব ২; আন'আম ৫০ ও ১০৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ.

'তোমরা তারই অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। উহা ছাড়া তোমরা অন্যান্য আওলিয়াদের অনুসরণ কর না' *(আ'রাফ ৩; বাক্বারাহ ১৭০; লুকমান ২১)*।

উক্ত নির্দেশের সাথে সাথে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেন অহী ছাড়া অন্য কোন কিছুর অনুসরণ না করেন। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ.

'আপনার নিকট অহী আসার পরও যদি আপনি তাদের (বিধর্মীদের) প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন তাহ'লে আপনি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' *(বাক্বারাহ*

১৪৫)। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*।

উক্ত অহী কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। অন্য কারো পক্ষ থেকে আসে না *(কাহফ ২৯)*। অহী দুই ধরনের। (১) অহী মাতলূ, যা পাঠ করা হয়। এর ভাষা ও ভাব উভয়টিই আল্লাহ্র। অর্থাৎ আল-কুরআন। (২) অহী গায়র মাতলূ, যা পাঠ করা হয় না। এর ভাষা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর, আর ভাব স্বয়ং আল্লাহ্র। অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ। অতএব পবিত্র কুরআন যেমন অহী তেমনি হাদীছও অহী। উভয়টি রাসুলের মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে। আর তিনি শারঈ বিষয়ে কোন কথা বলতেন না যতক্ষণ তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ বা অহী না আসত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحى.

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। যতক্ষণ না তার প্রতি অহী করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*। বরং তিনি যদি নিজের পক্ষ থেকে কোন বিধান রচনা করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হত্যা করারও হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

'তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতেন, তবে আমি তাঁর ডান হাত ধরে নিতাম। অতঃপর তাঁর গলা কেটে ফেলতাম' *(হাক্কাহ ৪৪-৪৬)*। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ উভয়টিই সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী।

দ্বিতীয়ত: উক্ত অহীর বিধানকে যথাযথরূপে সংরক্ষণ করার দায়িত্বও স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন নিয়েছেন। তাঁর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা লক্ষ্য করুন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

'নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং এই যিকির অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণ করব' *(হিজর ৯)*। উক্ত 'যিকির' বলতে কুরআন-সুন্নাহ উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

'আমরা আপনার কাছে যিকির (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে ঐ বিষয় ব্যাখ্যা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল (কুরআন) করা হয়েছে'

(নাহল ৪৪)। উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা যিকিরকে সংরক্ষণ করার জন্য চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন এবং যিকির বলতে যে কুরআন-সুন্নাহ উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত তাও তিনি বলে দিয়েছেন। ইমাম ইবনু হাযাম (রহঃ) উক্ত প্রমাণাদি সহ আলোচনা করে বলেন,

فَصَحَّ أَنَّ كَلَامَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُ فِيْ الدِّيْنِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَشَكَّ فِيْ ذَلِكَ وَلاَخِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالشَّرِيْعَةِ فِيْ أَنَّ كُلَّ وَحْيٍ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ ذِكْرٌ مُنَزَّلٌ فَالْوَحْيُ كُلُّهُ مَحْفُوْظٌ بِحِفْظِ اللهِ تَعَالَى لَهُ بِيَقِيْنٍ.

'সুতরাং বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রত্যেকটি কথাই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, যা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী করা হয়েছে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর অহীর সবকিছুই যে স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে ভাষাবিদ ও শরী'আত অভিজ্ঞ কোন একজনের মধ্যেও মতানৈক্য নেই। আর সেটাই হ'ল নাযিলকৃত যিকির। সুতরাং অহীর সবকিছুই আল্লাহ্র বিশেষ সংরক্ষণে সংরক্ষিত'।[৭]

অতএব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ যে অতি স্বচ্ছ, অনিন্দ্য সুন্দর, অভ্রান্ত, অকাট্য ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কোন ব্যক্তি, মহল, দল ও গোষ্ঠী যদি তাতে জাল, যঈফ ও মানব রচিত কোন কিছু প্রবেশ করাতে চায় তাহ'লে সেটা হবে বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। আর আল্লাহ তা'আলাও সেগুলোকে উৎখাত করবেন নিজ দায়িত্বেই। তাই অহীর বিধানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কোন মহলই সফল হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

'অহীর সামনের দিক থেকেও মিথ্যা আসতে পারে না, পিছন দিকে থেকেও আসতে পারে না। এটা মহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত' *(হা-মীম সিজদা/ ফুছ্ছিলাত ৪২)*। অতএব জাল ও যঈফ হাদীছ কখনো অহীর অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না।

৭. *ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযাম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম* ১/১৩৩।

হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদ ও যুক্তি খণ্ডন:

অনেকে দাবী করে থাকেন শুধু কুরআন মানতে হবে। কারণ তা নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত। আর হাদীছ বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত নয় তাই হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। জানা আবশ্যক যে, পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে যেমন ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং কাফের-মুশরিক ও শী'আদের মত কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কা যেমন কুরআনের সূরা ও আয়াত রচনা করেছে, তেমনি হাদীছের বিরুদ্ধেও গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং ইসলামের চিরশত্রুরা লক্ষ লক্ষ হাদীছ জাল করেছে। আল্লাহ তা'আলা ছাহাবীদের মাধ্যমে যেমন পবিত্র কুরআনকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তেমনি হাদীছকেও ঐ ছাহাবীদের মাধ্যমেই সংরক্ষণ করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা অভ্রান্ত অহীকে ষড়যন্ত্রের আবর্জনা থেকে স্বচ্ছ রেখেছেন। অতএব কুরআন-সুন্নাহ উভয়টিই অহী এবং আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। উভয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। সুন্নাহকে কেউ অস্বীকার করলে নি:সন্দেহে সে কাফের হয়ে যাবে।[৮]

জাল ও যঈফ হাদীছের অসারতা:

প্রথমত: জাল হাদীছ রচনা করা, শরী'আতের নামে নতুন কোন আমল তৈরী এবং অহীর বিধানের অপব্যাখ্যা করা পরিষ্কার হারাম। এতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِىْ الْقَـــوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

'সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হ'তে পারে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, যাতে সে বিনা ইলমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না' *(আন'আম ১৪৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে ঐ সমস্ত কথা বলাকে হারাম করা হয়েছে যে সম্পর্কে তারা জানে না *(আ'রাফ ৩৩)*। অপরদিকে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করার পরিণাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জাল হাদীছ সহ মানুষ কর্তৃক শরী'আতের নামে যা কিছু রচিত হয়েছে তা অবশ্যই অহীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো প্রচার করা, আমল করা, এ দিকে মানুষকে আহ্বান করা নিঃসন্দেহে হারাম ও গোনাহে কাবীরার অন্তর্ভুক্ত।

৮. *এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই।*

দ্বিতীয়ত: যঈফ হাদীছের প্রসঙ্গ। মূলনীতি অনুযায়ী যে হাদীছ ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তে উন্নীত হ'তে পারেনি সেটাই যঈফ হাদীছ।[৯] উক্ত সংজ্ঞার আলোকেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং প্রত্যাখ্যাত বলে প্রমাণিত হয়। হাদীছ যঈফ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে তার উপর কয়েকটি দোষ বা অভিযোগ পতিত হয়। যেমন-

(১) ধারণা বা সন্দেহ: মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ হাদীছ সর্বদা অতিরিক্ত ধারণাপ্রবণ।[১০] যেমন মুহাদ্দিছগণ বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهِ اتِّفَاقًا.

'যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, যার প্রতি আমল করা ঐকমত্যের ভিত্তিতে নাজায়েয'।[১১] আর শরী'আত ধারণা বা সন্দেহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

'মূলতঃ তাদের অধিকাংশই ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে। অথচ ধারণা সত্যের কাছে একেবারেই মূল্যহীন' *(ইউনুস ৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ.

'তারা শুধু মিথ্যা কল্পনারই অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে' *(আন'আম ১১৬)*। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

'তোমরা কল্পনা থেকে সাবধান! কারণ কল্পনা অধিকতর মিথ্যা হয়ে থাকে'।[১২]

(২) ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ: ত্রুটিপূর্ণ রাবী সনদের মধ্যে থাকার কারণে হাদীছ যঈফ সাব্যস্ত হয়। হাদীছ যঈফ হওয়ার জন্য এটা একটি অন্যতম মূলনীতি।

৯. *মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ ফী উছূলিল হাদীছ, পৃঃ ২০; হাফেয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ফী শারহে তাক্বরীবুন নাববী ১/৯৫ পৃঃ।*
১০. *ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী, আল-ক্বাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ (বৈরুত: দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ২৯।*
১১. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।*
১২. *ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪, ২/৮৯; ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৩৬, ২/৩১৬; মিশকাত হা/৫০২৮, পৃঃ ৪২৭।*

আর এ ধরণের অভিযুক্ত লোকের কথায় কখনো দলীল সাব্যস্ত হয় না। কারণ ইসলাম এতটা মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

'হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। যাতে তোমরা মূর্খতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*।

অতএব আস্থাহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ঐ কথা প্রমাণিত না হবে। মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীছের সনদে যদি দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, মেধাহীন ও দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী ঐ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নির্ভযোগ্য সূত্র না থাকার কারণেই সেই হাদীছ যঈফ সাব্যস্ত হয়েছে। তাই কুরআনে কারীমের নির্দেশ অনুসারে যঈফ হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা মোটেও থাকে না। এই নির্দেশকে অবজ্ঞা করে জাল ও যঈফ বর্ণনা গ্রহণ করার কারণেই যে মুসলিম উম্মাহ আজ বিপর্যস্ত ও দ্বিধা বিভক্ত , তা আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

(৩) প্রমাণ বা সাক্ষী বিহীন বর্ণনাঃ যঈফ বর্ণনা প্রমাণহীন ও সাক্ষী বিহীন। হাদীছ বলে কেউ যদি কোন কথা বর্ণনা করে আর তার পক্ষে কেউ সাক্ষী না দেয় তাহ'লে ঐ ধরণের হাদীছ গ্রহণ করা শরী'আত সিদ্ধ নয়। এটা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। আল্লাহ বলেন,

وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيْمُوْا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

'তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী দিবে' *(তালাক্ব ২)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

'তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী নির্ধারণ কর। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদেরকে, যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর' *(বাক্বারাহ ২৮২; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১/৬ পৃঃ, অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে সাক্ষী ছাড়া হাদীছ গ্রহণযোগ্য হ'ত না। যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হযেছে।

(৪) যঈফ বলে পরিচিত বা স্বীকৃত হওয়াঃ কোন হাদীছ যঈফ বলে স্বীকৃত হ'লে তা শরী'আতের দলীল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলাম সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। অতি স্বচ্ছ, অভ্রান্ত, অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ .

'আপনার রবের কথা সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই' *(আন'আম ১১৬)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً .

'আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ দীপ্তিমান ও অতি স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি'।[১৩] অতএব শারঈ মানদণ্ডে জাল হাদীছ তো নয়ই, যঈফ হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এক্ষণে জাল ও যঈফ হাদীছ প্রতিরোধে ছাহাবী, তাবেঈ, কতিপয় মুসলিম খলীফা ও মুহাদ্দিছগণের অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১৩. *আহমাদ হা/১৫১৯৯, ৩য় খন্ড ৪র্থ অংশ, পৃঃ ৫৮৮; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, আলবানী মিশকাত হা/১৭৭ ও ১৯৪, পৃঃ ৩০ ও ৩২, টীকা নং ২, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

চতুর্থ অধ্যায়

জাল ও যঈফ হাদীছ প্রতিরোধে ছাহাবী, তাবেঈ ও খলীফাদের ভূমিকা

হাদীছ বর্ণনা করা সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাবধান বাণী এবং চার খলীফাসহ ছাহাবীগণের নিশ্ছিদ্র সতর্কতা সত্ত্বেও যখন জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচলন হ'ল তখন অবশিষ্ট ছাহাবী ও তাবেঈগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কারণ শারঈ মানদণ্ডে জাল ও যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য তো নয়ই; বরং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে সমূলে উৎখাত করার জন্যই ইহুদী-খ্রীষ্টানদের যোগসাজশে এর সূচনা হয়েছে। ফলে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম মূলনীতি ও শর্ত পেশ করেন। যা জাল ও যঈফ হাদীছ প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং ঐ সুযোগসন্ধানী চক্রের উপর কুঠারাঘাত হানে, ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয় তাদের অসার পরিকল্পনা। যেমন-

(ক) অপরিচিত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ বর্জন করা:

অপরিচিত রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এসেছে-

عَنْ مُجَاهِد قَالَ جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِىُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاس فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَيَأْذَنُ إِلَى حَدِيْثِه وَلاَيَنْظُرُ إِلَيْه فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَمَا لِىْ لاَأَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْثِىْ؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَعْبَ وَالذَّلُوْلَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ الناسِ إِلاَّ مَا نَعْرِفُ.

'মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা বুশাইর আল-আদাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে হাদীছ বর্ণনা করতে লাগল যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার হাদীছের দিকে কর্ণপাত করলেন না, দৃষ্টিও দিলেন না। তখন বুশাইর বলল, ইবনু আব্বাস! কী হ'ল আমি আপনাকে আমার হাদীছের প্রতি কর্ণপাত

করতে দেখছি না কেন? আমি আপনাকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ শুনাচ্ছি অথচ আপনি তা শুনছেন না? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল, আমরা যখন শুনতাম কোন ব্যক্তি বলছেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তখন তার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধিত হ'ত এবং আমরা তার দিকে কান লাগিয়ে মনসংযোগ করতাম। কিন্তু যখন লোকেরা কঠিন ও নরম (সত্য-মিথ্যা উভয়) পথে চলতে লাগল তখন থেকে আমরা সব হাদীছ গ্রহণ করি না। বরং আমরা ঐ সমস্ত হাদীছ গ্রহণ করি যেগুলো সম্পর্কে আমরা পরিচিত'।[১]

উক্ত মূলনীতি অবলম্বনের ফলে হাদীছ জালকারীরা শয়তানী কুমন্ত্রণায় আক্রান্ত বলে সম্বোধিত হ'তে থাকে। কারণ ফিতনার যুগে শয়তানও মানুষের রূপ ধরে হাদীছ বর্ণনা করত।

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ الشَيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِىْ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْن فَيَقُوْلُ الَّرجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَأَدْرِىْ مَااسْمُهُ يُحَدِّثُ.

আমের ইবনু 'আবদাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)) বলেছেন, 'শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকদের কাছে এসে হাদীছের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে চলে যায়। অতঃপর লোকেরা যখন সেখান থেকে পৃথক পৃথক হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে কেউ বলে, আমি এমন ব্যক্তিকে হাদীছ বলতে শুনেছি- তার মুখ দেখলে চিনতে পারব কিন্তু তার নাম জানি না'।[২]

عَنِ ابْنِ أَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُوْنٌ مَايُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

ইবনু আবী যিনাদ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি মদীনায় প্রায় একশ' ব্যক্তিকে পেয়েছি, যারা প্রত্যেকেই মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তারপরও তাদের কারো নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না। কারণ তাদের সম্পর্কে বলা হ'ত তারা হাদীছ বর্ণনার যোগ্য নন।[৩]

১. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/২১, ১/১০, 'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীছ গ্রহণে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য' অনুচ্ছেদ-৪।*
২. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/১৭, ১/১০, অনুচ্ছেদ-৪।*
৩. *ছহীহ মুসলিম শরহে নববী সহ, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫, ১/১২, হা/৩০।*

(খ) সনদ বা ধারাবাহিক বর্ণনায় ত্রুটি থাকলে প্রত্যাখ্যান করা:

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাহাবীগণের অন্যতম শর্ত ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে রাবী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সনদ বর্ণনা করা এবং সনদে উল্লিখিত পরস্পর ব্যক্তিবর্গ ন্যায়পরায়ণ কি-না তা যাচাই করা। কেউ হাদীছ বর্ণনা করলেই তা গ্রহণ করা হ'ত না।

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ.

তাবেঈ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০হিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সময় লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ আসল তখন তারা হাদীছ বর্ণনাকারীদেরকে বলতে লাগল, আপনারা যাদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করছেন আমাদের নিকট তাদের নাম বলুন। অতঃপর তারা যদি 'আহলে সুন্নাতের' অন্তর্ভুক্ত হ'তেন তাহ'লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর যদি বিদ'আতীদের অন্তর্ভুক্ত হ'ত তাহ'লে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

'নিশ্চয়ই এই ইলম (সনদ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রেখো কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো'।[৫] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১) বলেন,

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْ لاَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَاءَ.

'হাদীছের সনদ বর্ণনা করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যার যা ইচ্ছা তা-ই বর্ণনা করত'।[৬]

সুফিয়ান ছাওরী (-১৬১) বলেন,

اَلْإِسْنَادُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاَحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ.

৪. *ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫, ১/১১ পৃঃ হা/২৭।*
৫. *ছহীহ মুসলিম হা/২৬, ১/১১ পৃঃ।*
৬. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/৩২, ১/১২, অনুচ্ছেদ-৫।*

'সনদ হ'ল মুমিনের হাতিয়ার। যখন তার সাথে হাতিয়ার থাকবে না তখন সে কিসের দ্বারা যুদ্ধ করবে'?[৭] সা'দ ইবনু ইবরাহীম বলেন,

لاَيُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الثِّقَاتُ.

'(ছাহাবীদের যুগে) ন্যায়পরায়ণ বা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কেউ হাদীছ বর্ণনা করতেন না'।[৮]

(গ) মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা:

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে যারা মিথ্যা কথা প্রচার করত তাদেরকে ছাহাবী ও তাবেঈগণ তাদেরকে যখন যেখানে যে অবস্থায় পেয়েছেন তখন সেখানেই প্রতিহত করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন, সর্বত্র অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন, মিথ্যুক বলে চিরদিনের জন্য বর্জন করেছেন। সেজন্য ঐ মিথ্যুকরাও আজ পর্যন্ত নিগৃহীত হয়ে আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐভাবেই থাকবে। কারণ ছাহাবী ও তাবেঈগণ মিথ্যুকদের প্রতিরোধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মিথ্যুকদের ত্রুটি বর্ণনায় তারা কোনরূপ কার্পণ্য করতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) আমর ইবনু ছাবেত নামক ব্যক্তি সম্পর্কে জনসম্মুখে বলেন,

دَعُوْا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

'তোমরা আমর ইবনু ছাবেতের হাদীছ পরিত্যাগ করো। কারণ সে সালাফে ছালেহীনকে গালি দেয়'।[৯] ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরী, শু'বা, মালেক ও ইবনু উওয়াইনাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে হাদীছ বর্ণনার যোগ্য নয়। আমি বললাম, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যদি আমার নিকট কেউ জিজ্ঞেস করে তাহ'লে আমি কী বলব? তারা সকলেই বললেন, أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ 'তার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে জানিয়ে দাও যে, সে হাদীছ বর্ণনা করার যোগ্য নয়'।[১০] মুহাদ্দিছ ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, মুগীরা ইবনু সাঈদ ও আবু আব্দুর রহীম থেকে তোমরা সাবধান! কারণ তারা দু'জনই মিথ্যুক।[১১]

৭. *আবুবকর খত্বীব আল-বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২২৩।*
৮. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/৩১, ১/১২ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৫।*
৯. *ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/৩২, ১/১২ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৫।*
১০. *ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ হা/৩৫, ১/১৩ পৃঃ, 'হাদীছ বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা এবং এ সম্পর্কে হাদীছ বিশারদদের অভিমত' অনুচ্ছেদ-৬।*
১১. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৬, হা/৫০, ১/১৫ পৃঃ।*

শু'বা (রহঃ) মিথ্যুকদের উপর অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আব্দুল মালেক ইবনু ইবরাহীম আল-জাদ্দী বলেন, আমি শু'বাকে একদা অত্যন্ত রাগান্বিত দেখে বললাম, আবু বিসত্বাম থামুন! তিনি তখন আমাকে তার হাতের ইট বা পাথর খণ্ড দেখিয়ে বললেন, 'আমি জা'ফর ইবনু যুবায়রকে শাস্তি দেব। কারণ সে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যারোপ করে থাকে'।[১২] অনুরূপ সুফিয়ান ছাওরীও এ ব্যাপারে আপোসহীন ছিলেন। লোকেরা তাঁর যুগে মিথ্যা বলত না, কারণ তিনি মিথ্যুকদের উপর খুবই খড়গহস্ত ছিলেন। তাদেরকে তিনি একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন। তার সম্পর্কে কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ বলেন, لَوْلاَسُـــفْيَانُ لَمَـــاتَ الْـــوَرَعُ 'সুফিয়ান না থাকলে মিথ্যা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা নীতির মৃত্যু হ'ত'।[১৩] ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এ ধরনের আরো বহু বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যেখানে মিথ্যুকদেরকে সরাসরি মাঠে-ঘাটে অবাঞ্ছিত করা হয়েছে।[১৪]

মুহাদ্দিছগণের মাঝে এ মর্মে ঐকমত্য ছিল যে, মিথ্যুক বলে পরিচিত ব্যক্তির হাদীছ কখনোই গ্রহণ করা যাবে না, যদিও সে জীবনে একবারও মিথ্যা কথা বলে।

ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ বলেন,

وَقَدْ اتفقوا عَلَى أَنَّ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ الْكِذْبَ وَلَوْ مَرَّةً واحِدَةً تُرِك حَدِيْثُهُ.

'ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ একমত পোষণ করেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যুক বলে পরিচিত তার হাদীছ প্রত্যাখ্যান করতে হবে যদিও সে জীবনে মাত্র একবার মিথ্যা বলে'। অনুরূপ কোন বিদ'আতী ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারেও মুহাদ্দিছগণ একমত।

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّه لاَيُقْبَلُ حَدِيْثُ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ.

'অনুরূপ বিদ'আতী ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় বলে মুহাদ্দিছগণ একমত পোষণ করেছেন'।[১৫]

তেমনি ফাসিক ব্যক্তি এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানসহ বিধর্মীদের মদদপুষ্ট দালালদের হাদীছও গ্রহণ করা যাবে না। যেমন পূর্বযুগে যিন্দীক্বদের কথা গ্রহণ করা হ'ত না। যে সমস্ত ওয়ায়েয, বক্তা, কথিত মুফাসসির মিথ্যা, উদ্ভট ও প্রমাণহীন কথা বলেন, তাদের সভা-সম্মেলন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ তাদেরকে মুসলিম সমাজ থেকে বয়কট না করলে জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা কাহিনী

১২. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩০।*
১৩. *ঐ, পৃঃ ২৩২, গৃহীতঃ ইবনু আদী, আল-কামেল ১/২ পৃঃ।*
১৪. *হা/৬৫, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৩।*
১৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯৩।*

বলা বন্ধ হবে না এবং ছহীহ হাদীছের মর্যাদা রক্ষিত হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের সাথে কখনো আপোস নয়। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী সর্বদা মিথ্যা ও কল্পিত কাহিনী প্রচারকারীদের সমাবেশে বসতে নিষেধ করতেন।[১৬]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইয়াযীদ ইবনু হারাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা জা'ফর ইবনু যুবায়র ও ইমরান ইবনু হুদায়র একই মসজিদে তাদের স্ব স্ব মুছল্লায় বসেছিলেন। জা'ফর ইবনু যুবায়রের নিকট মানুষের ভীড় লেগে আছে কিন্তু ইমরানের কাছে কেউ নেই। এই সময় তাদের পাশ দিয়ে ইমাম শু'বা (রহঃ) যাচ্ছিলেন। উক্ত অবস্থা দেখে তিনি বললেন,

يَا عَجَبًا لِلنَّاسِ! اجْتَمَعُوْا عَلَى أَكْذَبِ النَّاسِ وَتَرَكُوْا أَصْدَقَ النَّاسِ.

'এ কী আশ্চর্যের ব্যাপার! লোকেরা সবচেয়ে বড় মিথ্যুক ব্যক্তির নিকট ভীড় করেছে আর সবচেয়ে সত্যবাদী ব্যক্তিকে বর্জন করেছে। ইয়াযীদ বলেন, অতঃপর জনগণ তার কাছে আর থাকল না। তারা ইমরানের কাছে ভীড় করল। এমনকি জনগণ তাকে এমনভাবে পরিত্যাগ করল যে তার কাছে একজনও ছিল না'।[১৭]

(ঘ) হাদীছ যাচাইয়ের জন্য ছাহাবীগণের শরণাপন্ন হওয়া:

হাদীছ ও কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে সন্দেহ হ'লে তাবেঈগণ তা যাচাইয়ের জন্য ছাহাবীদের শরণাপন্ন হ'তেন। যেন কোনভাবে রাসূলের হাদীছের মধ্যে বা শরী'আতের মধ্যে কোন মিথ্যা আবর্জনা প্রবেশ করতে না পারে। আবুল আলিয়াহ বলেন,

كُنَّا نَسْمَعُ الحَدِيْثَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلاَ نَرْضَى حَتَّى نَرْكَبَ إِلَيْهِمْ فَنَسْمَعُهُ مِنْهُمْ.

'আমরা ছাহাবীদের পক্ষ থেকে যখন হাদীছ শুনতাম তখন সন্তুষ্ট হ'তাম না যতক্ষণ না আমরা তাদের নিকট যেতাম এবং তাদের নিকট থেকে সরাসরি শুনতাম'।[১৮]

عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَسْأَلُهُ أَنْ يَّكْتُبَ لِىْ كِتَابًا وَيُخْفِىْ عَنِّىْ فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُوْرَ اخْتِيَارًا وَأَخْفِىْ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الـــشَّيْءَ فَيَقُوْلُ واللهِ ما قَضَى بِهَذَا عَلِىٌّ إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ ضَلَّ.

১৬. لاَتُجَالِسُوْا الْقُصَّاصَ *-ছহীহ মুসলিম, হা/৫১, ১/১৫ পৃঃ, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৬।*
১৭. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫), ২/৮২ পৃঃ (২/৯১ পৃঃ); আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩২।*
১৮. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯১।*

‘ইবনু আবী মুলায়কা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের নিকট পত্র লিখলাম। আমি তার নিকট চাইলাম তিনি যেন আমাকে একটি কিতাব লিখে দেন এবং বিরোধপূর্ণ বানোয়াট কথা যেন তাতে উল্লেখ না করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, ছেলেটি কল্যাণকামী হুঁশিয়ার। আমি তার জন্য কিছু কথা নির্বাচন করে লিখে পাঠাবো এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারী কথা গোপন রাখব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-এর ফাতাওয়া আনালেন। তিনি সেখান থেকে কিছু কথা লিখলেন আর কিছু অংশ দেখে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আলী (রাঃ) এরূপ ফায়সালা করেননি। যদি তিনি এরূপ করতেন তাহ'লে পথ হারিয়ে ফেলতেন (অর্থাৎ তার নামে মিথ্যা সংযোজন করা হয়েছে)'।[১৯]

(ঙ) হাদীছ জালকারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান:

জাল হাদীছ রচনাকারী ও প্রচারকারীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না। এ ধরণের কাজ কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে বড় গোনাহ। তাদের এ কাজ যে কুফুরী সে সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও একটি দল কুফুরীর কথা বলেছেন। অন্যরা তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[২০]

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণের অধিকাংশই বিলাসী জীবন যাপন করলেও কতিপয় খলীফা ইসলামের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। শাশ্বত বিধান ইসলামের আহকাম সমূহকে কেউ অবজ্ঞা করলে কিংবা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে হাদীছ জাল করলে তারা সামান্যতম ছাড় দিতেন না। হাদীছ জাল করার অপরাধ প্রমাণিত হ'লে তারা সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। এই শাস্তির সূচনা করেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)। ইহুদী ক্রীড়নক আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ও তার অনুসারীরা কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করলে এবং হাদীছ জাল করলে তিনি তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন।[২১]

এ ব্যাপারে আব্বাসীয় খলীফাগণের যে কয়েকজন বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন তার মধ্যে খলীফা মাহদী হ'লেন অন্যতম। কুখ্যাত হাদীছ জালকারী আব্দুল করীম বিন আবিল আওজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য খলীফা মাহদীর কাছে নিয়ে আসা হ'লে সে স্বেচ্ছায় চার হাযার হাদীছ জাল করার কথা স্বীকার করে। বছরার গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ইবনু আলী তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। খলীফা আবু

১৯. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, হা/২২, ১/১০ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৪; আরো দ্রঃ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* ৭২-৭৩।

২০. قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَايُؤْخَذُ حَدِيْثُ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ كَمَا أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ كُفْرِهِ فَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ آخَـرُوْنَ بِوُجُـوْبِ قَتْلِـهِ. -*আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯২*।

২১. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, লিসানুল মীযান ৩/২৮৯*।

জা'ফর আল-মানছুর মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদকে হাদীছ জাল করার অপরাধে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। অনুরূপ বায়ান ইবনু সাম'আনকে খলীফা খালেদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-ক্বাসারী হত্যা করেন।[২২]

হাদীছ জাল করার অপরাধ প্রমাণিত হ'লে সে সময় কারোরই রক্ষা ছিল না। অতএব আজকে যারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করছে এবং ইহুদী-খ্রীষ্টান ও তাদের দালালদের তৈরী জাল হাদীছ মুসলিম সমাজে প্রচার করছে তাদের কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত? সমাজের কথিত খত্বীব-বক্তারা যখন অহরহ মিথ্যা হাদীছ, বানোয়াট কাহিনী রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীদের নামে বর্ণনা করেন তখন কি তাদের অন্তর একবারও কেঁপে উঠে না!

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনে প্রসিদ্ধ ইমামগণের নীতি:

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০)-এর মূলনীতি ছিল, যঈফ হাদীছ বর্জন করে ছহীহ হাদীছকে মেনে নেওয়া। যেমন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ 'যখন হাদীছ ছহীহ হবে জানবে সেটাই আমার মাযহাব'।[২৩]

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,

اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ وَلَايَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِعَ.

'তুমি জেনে রাখ, ঐ ব্যক্তি মিথ্যা থেকে নিরাপদ নয়, যে ব্যক্তি যা শুনে তাই প্রচার করে। আর যে ব্যক্তি শুনা কথা (যাচাই ছাড়াই) প্রচার করে সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়'।[২৪]

তিনি অন্যত্র বলেন,

لَايُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةِ رَجُلٌ مُعْلَنٌ بِالسَّفَهِ وَإِنْ كَانَ أَرْوَى النَّـاسِ وَرَجُـلٌ يَكْذِبُ فِيْ أَحَادِيْثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُ لَاأَتَّهِمُهُ أَنْ يَّكْذِبَ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُ هَوَى يَدْعُوْ النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ وشَيْخٌ لَهُ فَضْلٌ وَعِبَـادَةٌ إِذَا كَانَ لَايَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ به.

২২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৫*।

২৩. *আব্দুল ওয়াহহাব শা'রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ), ১/৩০ পৃঃ*।

২৪. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ 'যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ', অনুচ্ছেদ-৩*।

‘চার শ্রেণীর নিকট থেকে ইলম (হাদীছ) গ্রহণ করা হয় না। (এক) নির্বোধ বলে ঘোষিত ব্যক্তি, যদিও সে মানুষের মধ্যে বেশী বর্ণনাকারী হয়। (দুই) জনগণের মাঝে মিথ্যা প্রচারকারী ব্যক্তি, যদিও আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারী বলে অভিযুক্ত করি না। (তিন) বিদ‘আতী ব্যক্তি যে মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে। (চার) ইবাদতকারী ও মর্যাদাবান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যদি সে ঐ বিষয়ে না বুঝে যা সে বর্ণনা করে’।[২৫]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ وَطَاوُس وَغَيْرُ وَاحد مِنَ التَّابِعِيْنَ يَذْهَبُوْنَ إِلَى أَلاَّيَقْبَلُوْا الْحَدِيْث إِلاَّعَنْ ثِقَة يَعْرِفُ مَايَرْوِى وَيَحْفَظُ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْث يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ.

‘ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, ত্বাউস এবং অন্যান্য সকল তাবেঈ এই মর্মে নীতি অবলম্বন করেছিলেন যে, শক্তিশালী স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি- যিনি বুঝে বর্ণনা করেন এবং স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন তার থেকে ছাড়া তারা অন্য কারো হাদীছ গ্রহণ করবেন না, তিনি বলেন, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কাউকে আমি এই নীতির বিরোধিতা করতে দেখিনি’।[২৬]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহা বলেন,

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالنَّاسِخَ والْمَنْسُوْخَ مِنَ الْحَدِيْثِ لاَيُسَمَّى عَلِمًا.

‘নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না’।[২৭]

২৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯৩।*
২৬. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৭।*
২৭. *আলবানী ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, মা‘রেফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।*

পঞ্চম অধ্যায়

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রাম

ছহীহ হাদীছ সংরক্ষণ এবং জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রাম অনস্বীকার্য। ছাহাবী ও তাবেঈগণের পরে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন না করলে জঞ্জালমুক্ত হয়ে হাদীছের ভাণ্ডার সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত না। এজন্য তারা অতি সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন-

(ক) হাদীছের দরস প্রদান এবং বর্ণনাকারীদের অবস্থা বিশ্লেষণঃ

হাদীছ জালকারী চক্রের হাত থেকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ সমূহকে হেফাযত করার জন্য মুহাদ্দিছগণ সর্বত্র হাদীছের দরস চালু করেন এবং কোন্ হাদীছ ছহীহ আর কোন হাদীছ যঈফ ও জাল তাও ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। সেই সাথে তারা রাবীদের অবস্থাও বর্ণনা করতেন। কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী, কে শক্তিশালী স্মৃতিসম্পন্ন আর কে দুর্বল তা বলে দিতেন। এ ব্যাপারে তারা কাউকে এতটুকু ছাড় দিতেন না। কে নিজের পিতা, কে নিজের ভাই আর কে নিকটাত্মীয় তার তোয়াক্কা করতেন না।[১] দরস দানের পাশাপাশি তারা علم الجرح والتعـــديل (ত্রুটি বর্ণনা ও পরিশোধন) বিষয়ে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থও প্রণয়ন করতেন, যেন হাদীছ গ্রহণ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে সহজ হয়।[২] এ বিষয়ে শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ’লঃ

(১) লাইছ ইবনু সা‘আদ আল-ফাহমী (মৃঃ ১৭৫হিঃ), (২) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ), (৩) ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (মৃঃ ১৯৫হিঃ), (৪) যামরাহ ইবনু রাবী‘আহ (মৃঃ ২০২হিঃ), (৫) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (১৫৮-২৩৩ হিঃ)। তাদের প্রত্যেকের গ্রন্থের নাম ‘আত-তারীখ’ (التاريخ)। (৬) ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (التاريخ الكبير)। ‘আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল (الجرح والتعـــديل) নামে রচনা করেন (৭) ইমাম ইবনু আবী হাতেম আর-রাযী (২৪০-৩২৭) এবং (৮) ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪হিঃ)।[৩]

(খ) ন্যায়পরায়ণ ও অভিযুক্ত রাবীদের পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়নঃ

মুহাদ্দিছগণ কঠোর পরিশ্রম করে হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। যে সমস্ত রাবী সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য ও মুত্তাক্বী তাদের জন্য পৃথক

১. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৩।*
২. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৭-২৩৮।*
৩. *বহুছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৯০; ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১২৯-১৩০।*

গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অনুরূপ যারা অভিযুক্ত, মিথ্যুক, দুর্বল, স্মৃতিভ্রম, বিদ'আতী, ফাসিক, হাদীছ জালকারী, নীতিহীন তাদের নাম পৃথক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। যাতে ছহীহ ও যঈফ-জাল হাদীছ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ হোঁচট না খায়। উক্ত বিষয়ে অধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'ল-

অভিযুক্ত বর্ণনাকারীদের জন্য প্রণীত গ্রন্থ হ'ল- (১) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্তান (১২০-১৯৮হিঃ), 'আয-যু'আফা' (الضعفاء), (২) আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (১৫৮-২৩৩হিঃ), 'আয-যু'আফা' (الضعفاء)।[৪] (৩) আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪হিঃ), (৪) ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬হিঃ), 'আয-যু'আফাউল কাবীর' (الضعفاء الكبير) এবং 'আয-যু'আফাউছ ছাগীর' (الضعفاء الصغير), (৫) ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩হিঃ), 'আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন' (الضعفاء والمتروكين), (৬) ইবনু আদী (মৃঃ ৩৬৫হিঃ), আল-কামেল ফী যু'আফায়ির রিজাল (الكامل فى ضعفاء الرجال)।[৫]

অনুরূপ নির্ভরযোগ্য রাবীদেরও পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যেমন (১) ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনীর (১৬১-২৩৪) 'আছ-ছিক্বাত ওয়াল মুছাবিবতূন (الثقات والمثبتون), (২) আবুল হাসান ইবনু ছালেহ আল-'আজলী (মৃঃ ২৬১), (৩) আবুল আরব ইবনু তামীম আল-আফরীক্বী (মৃঃ ৩৩৩), (৪) আবু হাতেম ইবনু হিব্বান আল-বাসতী (মৃঃ ৩৫৪)। তাদের প্রত্যেকের গ্রন্থের নাম 'আছ-ছিক্বাত' (الثقات)। (৫) ইবনু শাহীন (মৃঃ ৩৮৫), তারীখু আসমায়িছ ছিক্বাত (تاريخ أسماء الثقات)[৬]

(গ) ছহীহ হাদীছ থেকে যঈফ হাদীছকে পৃথকীকরণ মূলনীতি প্রয়োগ করাঃ

চার খলীফা সহ শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণ হাদীছ পরীক্ষা করা ও বর্ণনাকারীকে যাচাই করার জন্য যে মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন কনিষ্ঠ ছাহাবী ও তাবেঈগণও সেই নীতিকে বিস্তৃত করেছিলেন আরো ব্যাপকভাবে। পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণ সেই মূলনীতিকে আরো ব্যাখ্যাসহ প্রয়োগ করেন এবং এই বন্ধুর পথকে অত্যন্ত সুগম ও সহজবোধ্য করেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত সমূহ অত্যন্ত

৪. *ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১৩০।*
৫. *ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১৩৭-১৪১।*
৬. *ইলমুর রিজাল, পৃঃ ১৪২-৪৩; ইমাম হাকেম, মা'রেফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৭১।*

সূক্ষ্ম। ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতেই এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা করেছেন। ছহীহ হাদীছ কাকে বলে, হাসান হাদীছ কাকে বলে, যঈফ ও জাল হাদীছ কাকে বলে সে বিষয়ে কঠোর মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। যেন علم مصطلح الحديث বা ইলমে হাদীছের পরিভাষার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীছ সহজেই নির্ণয় করা যায়। যেমন হাদীছকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। (১) মুতাওয়াতির এবং (২) আহাদ। সনদের ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে মারফূ', মওকূফ ও মাক্বতূ' হিসাবে। হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য। গ্রহণযোগ্য হাদীছ হ'ল- ছহীহ ও হাসান পর্যায়ের হাদীছ সমূহ। উভয় প্রকারই আবার দু'ভাগে বিভক্ত- (ক) ছহীহ লি-যাতিহী (খ) ছহীহ লি-গাইরিহী এবং (ক) হাসান লি-যাতিহী (খ) হাসান লি-গাইরিহী। পক্ষান্তরে অগ্রহণযোগ্য হাদীছ হ'ল- যঈফ, মওযূ বা জাল, মুরসাল, মু'আল্লাক্ব, শায, মু'যাল, মুযত্বারাব, মুনক্বাতি, মুদাল্লিস, মাতরূক, মুনকার, মু'আল্লাল, মুদরাজ প্রভৃতি।[৭]

উপরিউক্ত শ্রেণী বিন্যাসের সাথে তারা সেগুলোর সংজ্ঞা ও হুকুম বাতলিয়ে দিয়েছেন। হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য যে পাঁচটি শর্ত তারা পেশ করেন তাতেই দুর্বল ও মিথ্যা হাদীছগুলো চিহ্নিত ও পৃথক হয়ে গেছে।

ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞাঃ

أَمَّا الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ فَهُوَ الْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ الَّذِىْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَيَكُوْنُ شَاذًا وَلاَمُعَلَّلاً.

'ছহীহ হাদীছ হ'ল- সনদযুক্ত হাদীছ যার সনদ ন্যায়নীতিপূর্ণ ব্যক্তি থেকে ন্যায়নীতি সম্পন্ন ব্যক্তির ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত বর্ণিত। যা রীতিবিরুদ্ধ-রীতিহ্রাস এবং ত্রুটিযুক্ত হবে না'।[৮] এর ব্যাখ্যা ও শর্তগুলো নিম্নরূপ: (১) ইত্তেছালুস সানাদ- বা বর্ণনাকারীদের মধ্যে প্রত্যেকেই সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার উপরের বর্ণনাকারী থেকে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি বর্ণনা করবেন (২) 'আদালাতুর রুয়াত- বা বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন গুণে গুণান্বিত হবেন। ফাসিক ও বিবেক বর্জিত হবেন না (৩) যাবতুর রুয়াত- বা প্রত্যেক রাবী হবেন পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ। তা মুখস্থের ক্ষেত্রে হোক বা লিখনের ক্ষেত্রে হোক (৪) আদামুশ শুযূয- বা হাদীছ যেন শায পর্যায়ের না হয়। শায হ'ল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধী যেন না হয়, যে তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। (৫) আদামুল ইল্লাত- বা হাদীছ ত্রুটিযুক্ত যেন না হয়। ত্রুটি হ'ল অস্পষ্ট গোপনীয় কারণ, যা হাদীছের সঠিকতাকে তার প্রকাশ্য স্থিতিশীল অবস্থাসহ কলুষিত করে। উক্ত পাঁচটি

৭. *দ্রঃ ডঃ মাহমূদ আত-তাহহান, তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ।*
৮. *মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৭-৮।*

শর্তের মধ্যে কোন একটি শর্ত যখন বাদ পড়বে তখন আর ঐ হাদীছকে ছহীহ বলা যাবে না।

فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِنْ هٰذِهِ الشُّرُوْطِ الْخَمْسَةَ فَلاَيُسَمَّى الْحَدِيْثُ حِيْنَئِذٍ صَحِيْحًا.

‘এই পাঁচটি শর্তের মধ্যে কোন একটি শর্ত যখন ভণ্ডুল হবে তখন তাকে ছহীহ বলা যাবে না’।[৯]

উক্ত শর্তের কারণে সকল প্রকার ক্রুটিপূর্ণ বর্ণনা সমূহ অকেজো ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই ইবনুছ ছালাহ বলেন,

وَفِىْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ احْتِرَازٌ عَنِ الْمُرْسَلِ وَ الْمُنْقَطَعَ وَالْمُعْضَلِ وَالشَّاذِ وَمَا فِيْهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ وَمَا فِىْ رِوَايَتِهِ نَوْعُ جَرْحٍ.

‘এই গুণাবলী সমূহের মধ্যে মুরসাল, মুনক্বাতি, মু‘যাল, শায ও যাতে কদর্যপূর্ণ ক্রুটি রয়েছে এবং যে বর্ণনায় দোষের কোন দিক রয়েছে সেগুলো থেকে সতর্ক থাকার রক্ষাকবচ বিধান রয়েছে’।[১০]

(ঘ) হাদীছ সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণঃ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে অন্যান্য ছাহাবী ও তাবেঈগণ সক্রিয়ভাবে এ কাজের আঞ্জাম দেন। অবশ্য সেগুলো ছিল ছহীফা আকৃতির। অতঃপর মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম অনুসৃত মূলনীতির আলোকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন এবং গ্রন্থাকারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এই অভিযানে মুহাদ্দিছগণের মৌলিক লক্ষ্য ছিল কেবল ছহীহ হাদীছ সমূহকে একত্রিত করা এবং সেগুলোকে মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করা। তারা জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে হাদীছ সংকলন করেন মুহাদ্দিছ ফক্বীহ প্রখ্যাত চার ইমামের অন্যতম ইমাম মালেক (রহঃ)। তার গ্রন্থের নাম ‘আল-মুওয়াত্ত্বা’। সংগৃহীত এক লক্ষ হাদীছের মধ্যে প্রথমে ১০ হাযার বাছাই করেন। অতঃপর মাত্র ১৭২০টি হাদীছ তাতে সংকলন করেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) প্রায় ১০ লক্ষ হাদীছের মধ্যে প্রায় ২৭৬৮৮ টি হাদীছ তাঁর ‘মুসনাদ’ নামক বিশাল গ্রন্থে স্থান দেন। এরপরও উপরিউক্ত উভয় গ্রন্থেই কতিপয় যঈফ ও জাল থেকে গেছে। হাদীছের ছয়জন ইমাম এই অমূল্য খিদমতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করে মাত্র ৪ হাযার

৯. *তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৩৪-৩৫।*
১০. *মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৮।*

বা পুনরুক্তিসহ ৭২৭৫টি হাদীছ তার ছহীহ বুখারীতে স্থান দেন। আরো ছহীহ হাদীছ থাকলেও তার অনুসৃত সূক্ষ্ম মূলনীতির আওতায় না পড়ায় সেগুলোকে স্থান দেননি। ইমাম মুসলিম (রহঃ)ও ৩ লক্ষ হাদীছ থেকে কাটছাঁট করে কেবল ৪ হাযার বা পুনরুক্তিসহ ৭৫২৬টি হাদীছ ‘ছহীহ মুসলিমে’ স্থান দিয়েছেন। উক্ত দু’টি গ্রন্থে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ নেই। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ একমত। তাই পবিত্র কুরআনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ’ল ছহীহ বুখারী অতঃপর ছহীহ মুসলিম।

‘সুনানে আরবা‘আহ’ তথা ইমাম আবুদাঊদ ৫২৭৪টি, তিরমিযী ৩৯৫৬টি, নাসাঈ ৫৭৫৮টি ও ইবনু মাজাহ ৪৩৪১টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এগুলোতে কতিপয় যঈফ ও জাল হাদীছ রয়েছে। তাই তাঁরা অনেক হাদীছের শেষে যঈফ, মুনকার, অভিযুক্ত, আপত্তিকর, সামঞ্জস্যশীল নয় ইত্যাদি বলে হাদীছ এবং রাবীর ব্যাপারে নানা মন্তব্য পেশ করেছেন। এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন সমাজে প্রচলিত এ সমস্ত হাদীছের অবস্থা জানতে পারে এবং তা থেকে যেন সতর্ক থাকে।[১১] সে জন্য এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় জাল হাদীছ সহ প্রায় ৩১৫২ যঈফ হাদীছ আছে।

হাদীছের অন্যান্য ইমামগণও উপরিউক্ত নীতিতে হাদীছ সংকলন করার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১), ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪) এবং হাকেম (৩২১-৪০৫) প্রমুখগণ তাদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থ সমূহে ছহীহ হাদীছ হিসাবে সংকলন করেছেন। তবুও সেগুলোর মধ্যে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে গেছে। ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮), ইমাম দারেমী (১৮১-২৫৫), ইমাম দারাকুৎনী (৩০৫-৩৮৫, ইমাম বাগাভী (৪৩৬-৫১৬), ইবনু আবী শায়বাহ (মৃঃ ২৩৫) প্রমুখ ইমামগণও হাদীছ সংকলনের কাজে আঞ্জাম দেন।

(ঙ) যঈফ ও জাল হাদীছের পৃথক পৃথক গ্রন্থ সংকলনঃ

অনুসৃত মূলনীতি ও রাবীদের জীবনীর মানদণ্ড অনুযায়ী মুহাদ্দিছগণ ছহীহ হাদীছ থেকে যঈফ ও জাল হাদীছকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার সংগ্রামে বিশেষভাবে সফল হন জাল ও যঈফ হাদীছের পৃথক গ্রন্থ রচনা করে। মুসলিম বিশ্বকে অধঃপতনের অতলতলে তলিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলাম বিদ্বেষীরা যে লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ রচনা করেছে তা মুহাদ্দিছগণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। জাল ও যঈফ হাদীছের খপ্পরে পড়ে মুসলিম সমাজ যেন সঠিক পথ থেকে ছিটকে না পড়ে সেজন্য মুহাদ্দিছগণের অবদান এক্ষেত্রে পরিমাপ করা যাবে না। এ বিষয়ে সংকলিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ’লঃ

(১) হাফেয হাসান ইবনু ইবরাহীম আল-জাওযজানী (মৃঃ ৫৪৩হিঃ), আল-আবাত্বীল ওয়াল মাওযূ‘আত মিনাল আহাদীছ (الأباطيل والموضوعات من الأحاديث), (২) হাফেয

১১. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ৬৬-৮৬।*

আবুল ফারয ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭), কিতাবুল মাওযূ‘আত (كتاب الموضـــوعات), (৩) আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহের আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৫০৭ হিঃ), আত-তাযকিরাতু ফিল মাওযূ‘আত (التذكرة فى الموضوعات) (৪) আবুল ফযল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আছ-ছাগানী (মৃঃ ৬৫০), আদ-দুর্রুল মুলতাক্বিত ফী তাবয়ীনিল গালত (الدر الملتقط فى تبيين الغلط)।

(চ) যুগ পরম্পরায় জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছগণের অভিন্ন নীতিঃ

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের অব্যাহত সংগ্রাম কোন কালে থেমে থাকেনি; বরং প্রতি যুগেই তাঁরা তাদের দ্ব্যর্থহীন নীতি সমাজের উপর প্রয়োগ করেছেন। কুচক্রী মহলগুলো যখন আক্বীদা-আমল সহ শরী‘আতের অন্যান্য আহকাম-আরকানকে জাল-যঈফ হাদীছের মাধ্যমে কলুষিত করতে চেয়েছে তখনই মুহাদ্দিছগণ অপ্রতিরোধ্য ক্ষুরধার সমালোচনা প্রবৃত্ত হয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ), ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১), ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪), ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২), ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬) প্রমুখ বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১), ‘আল-লাইল মাছনূ‘আহ ফী আহাদীছিল মাওযূ‘আহ’, আল্লামা আলী ইবনু মুহাম্মাদ বিন আররাক্ব (মৃঃ ৯৬৩), ‘তানযীহুশ শরী‘আতিল মারফূ‘আহ আনিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ’, আল্লামা শামসুদ্দীন দিমাস্কী, ‘আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আত’, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী হিন্দী, ‘তাযকিরাতুল মাওযূ‘আহ’ শিরোনামে জাল হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করেছেন।[১২] এছাড়া সংগ্রামী মুহাদ্দিছগণ আসমাউর রিজাল, রাবীদের নাম, কুনিয়াত, বংশ পরিচয়, হাদীছের নাসিখ-মানসূখ, সামঞ্জস্য বিধান, ইতিহাস ও সাধারণ জীবনী গ্রন্থও রচনা করেছেন হাদীছের ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করার জন্য।

(ছ) আধুনিক মুহাদ্দিছগণের অবিস্মরণীয় অবদানঃ

মধ্য যুগের শেষার্ধ থেকে পরবর্তী আধুনিক যুগের মুহাদ্দিছগণও হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ছহীহ-যঈফের মধ্যে পার্থক্যকরণে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। অসংখ্য হাদীছ গ্রন্থ, ফিক্বহুল হাদীছ, ফাতাওয়া, উছূল, হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী, ইসলামের ইতিহাস এবং বিভিন্ন মাসায়েল ও আইন ভিত্তিক রচিত গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত হাদীছ পেশ করা হয়েছে সেগুলোর সনদ বিচার বা তাহক্বীক্ব করে ছহীহ-যঈফ পার্থক্য করেছেন। পূর্বের মুহাদ্দিছগণের সমালোচিত হাদীছগুলোকে জাল ও যঈফ হাদীছের স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করে এবং হাদীছের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজনের ত্রুটি সংশোধন করে

১২. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৮৮-৮৯।*

যাবতীয় জঞ্জাল মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪), ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০), আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী প্রভৃতি মুহাদ্দিছ জাল হাদীছের পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ‘সুনানে আরবা‘আহ’ তথা আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজার জাল ও যঈফ হাদীছগুলোকে পৃথক করে স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। যঈফ আবূদাঊদে ১০৫৪টি, যঈফ তিরমিযীতে ৮৩২টি, যঈফ নাসাঈতে ৩৯০টি এবং যঈফ ইবনু মাজাহতে ৮৭৬টি হাদীছ রয়েছে। সর্বমোট মোট ৩১৫২ টি যঈফ ও জাল হাদীছ রয়েছে। অনুরূপ ছহীহ হাদীছগুলোকে ছহীহ বলে নামকরণ করেছেন। তিনি ছহীহ ইবনে খুযায়মা, মিশকাতুল মাছাবীহ, সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম, ইমাম বুখারী সংকলিত ‘আদাবুল মুফরাদ’ (প্রায় ১৯৮টি হাদীছ যঈফ), ইমাম নববী প্রণীত ‘রিয়াযুছ ছালেহীন’ও তিনি ছহীহ যঈফ পার্থক্য করেছেন। এর মধ্যে ৫৯টি যঈফ হাদীছ রয়েছে। এছাড়া ‘সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ‘আহ’ বা যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ গ্রন্থে ৭১৬১ টি যঈফ ও জাল হাদীছ একত্রিত করেছেন। অনুরূপ ‘সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ’ গ্রন্থে ৪০৩৫ হাযার ছহীহ হাদীছ একত্রিত করেছেন। যঈফুল জামে‘ আছ-ছাগীর নামক গ্রন্থে ৬৪৬৯টি জাল ও যঈফ হাদীছ একত্রিত করেছেন। অনুরূপ ছহীহুল জামে‘ আছ-ছাহীর গ্রন্থে ৮২০২টি ছহীহ হাদীছ একত্রিত করেছেন। হাফেয মুনযেরী সংকলিত ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’ গ্রন্থের ২২৪৮ টি যঈফ ও জাল হাদীছ পৃথক করে দিয়েছেন। ‘ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ’, ইবনুল ক্বাইয়িমের ‘যাদুল মা‘আদ’ সহ বহু গ্রন্থের ছহীহ যঈফ পৃথক করেছেন। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ মুসনাদে আহমাদ, ছহীহ ইবনে হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, দারাকুৎনী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থেরও তাহক্বীক্ব করেছেন। তাফসীরে ইবনে কাছীর, কুরতুবী, তাবারী, নায়লুল আওত্বার, ফিক্বহুস সুন্নাহ সহ অসংখ্য গ্রন্থের তাহক্বীক্ব করে তাঁরা ছহীহ থেকে যঈফ হাদীছকে পৃথক করেছেন এবং সুন্নাতকে কলুষমুক্ত করেছেন।

অতএব রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদীপ্ত প্রচ্ছন্ন সুন্নাহকে সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা করা এবং জাল ও যঈফের আবর্জনা প্রতিরোধে যুগ যুগ ধরে চলছে মুহাদ্দিছগণের অব্যাহত সংগ্রাম। এর প্রতি তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের এই সংগ্রাম ছিল মহা সংগ্রাম, আপোসহীন সংগ্রাম, অপ্রতিরোধ্য গতিশীল সংগ্রাম। ইসলামের সোনালী ইতিহাসের দিগন্তে এই সংগ্রামই সর্ববৃহৎ সংগ্রাম। তাদের এই অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ, যেন ইসলাম বিদ্বেষীরা বিশাল হাদীছ ভাণ্ডারের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে না পারে। কিন্তু মহা পরিতাপের বিষয় হ’ল- আহলেহাদীছ, সালাফী, মুহাম্মাদী স্বনামখ্যাত সংখ্যালঘুরা ছাড়া অন্যরা নিরঙ্কুশভাবে ছহীহ সুন্নাহর প্রতি আমল করে না। বরং তারা আঁকড়ে ধরে আছে বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত জাল-যঈফ হাদীছের ময়লা আবর্জনা, মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্ভট, আজগুবি কাহিনীকে। এক্ষণে আমরা জাল ও যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য কি-না এবং তার কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাল ও যঈফ হাদীছ কি আমলযোগ্য?

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম যুগের পর যুগ যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন তাতে জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক আমল মুসলিম সমাজে থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টা। হাযার বছর আগে প্রমাণিত জাল ও যঈফ হাদীছ সমাজে এখনও ব্যাপকভাবে চালু আছে। অথচ শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ মূলনীতির আলোকে জাল ও যঈফ হাদীছ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন-

(এক) জাল হাদীছ বর্জনে ঐকমত্য:

জাল হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত। এর প্রচার-প্রসার এবং তার প্রতি আমল করা সবই মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে হারাম। ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ বলেন,

وَهُوَ إِجْمَاعٌ ضِمْنِيٌّ آخَرُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْعَمَلِ بِالْمَوْضُوْعِ.

'জাল হাদীছের প্রতি আমল করা ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের মধ্যে বিশেষ হারাম'।[১] আহকাম, আক্বীদা, ফযীলত, ওয়ায-নছীহত কিংবা উৎসাহ ও সতর্কতা যে জন্যই জাল হাদীছ বর্ণনা করা হোক তা মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারা হারাম, কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ এবং সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ। ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন,

أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِىْ تَحْرِيْمِ الْكَذْبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَمَا لَاحُكْمَ فِيْهِ كَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالْمَوَاعِظِ وَغَيْرِذَلِكَ فَكُلُّهُ حَرَامٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَقْبَحِ الْقَبَائِحِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

'শারী'আতের আহকাম ছাড়াও উৎসাহ, ভীতি, বক্তব্যসহ যেকোন বিষয়েই রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হোক তা হারাম। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে সবই হারাম, বৃহৎ কাবীরা গোনাহ সমূহ ও জঘন্য কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত'। পরক্ষণে তিনি বলেন,

تُحْرَمُ رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ عَلَى مَنْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَوْضُوْعًا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَضْعَه فَمَنْ رَوَى حَدِيْثًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وَضْعَهَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ قَالَ رِوَايَةُ وَضْعِه فَهُوَ دَاخِلٌ فِى هَذَا الْوَعِيْدِ مُنْدَرِجٌ فِىْ جُمْلَةِ الْكَاذِبِيْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১. *ডঃ ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ. আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাষ্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১/৩৩২।*

'ঐ ব্যক্তির উপর জাল হাদীছ বর্ণনা করা হারাম যে ব্যক্তি জানে যে তা জাল অথবা সে জাল বলে ধারণা করে। যে ব্যক্তি জাল হাদীছ বলে কিন্তু তা জাল বলে প্রকাশ করে না, সে রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারীদের যে শাস্তি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২]

ইমাম আবুবকর খত্বীব বলেন,

يَجِبُ عَلَى الْمُحَدِّث أَلاَّ يَرْوِىَ شَيْئًا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوْعَة وَالْأَحَادِيْث الْبَاطِلَة الْمَوْضُوْعَة فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِالْاثْمِ الْمُبِيْنِ وَدَخَلَ فِيْ جُمْلَةِ الْكَذَّابِيْنَ كَمَا أَخْبَرَ الرَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'মুহাদ্দিছ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হ'ল, জাল ও বাতিল হাদীছ সমূহ বর্ণনা না করা। এরপরও যে ব্যক্তি তা করবে সে প্রকাশ্য গোনাহ করবে এবং সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবে- যে বিষয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবধান করেছেন'।[৩] যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ بِخَبَرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ.

'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে আমল করে সে শয়তানের খাদেম'।[৪] কারণ হ'ল জাল হাদীছ প্রচার করা ও আমল করা মানেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর সরাসরি মিথ্যারোপ করা। কিন্তু এত কঠোর সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সমাজে লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ চালু আছে। একশ্রেণীর আলেম, ইমাম, খত্বীব, বক্তা, দাঈ, শিক্ষক, ছাত্র সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দিব্যি এই হারাম কাজ করে যাচ্ছে এবং শয়তানের খিদমতে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

(দুই) যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা:

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে হাদীছ প্রচার করা এবং তার উপর আমল করার পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হ'তে হবে তা ছহীহ কি-না। এই চূড়ান্ত মূলনীতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অনুসন্ধানে কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হ'লে তার ব্যাপারে দু'টি মৌলিক সতর্কতা রয়েছে-

*** সঙ্গত কারণে যঈফ হাদীছ উল্লেখ করলে তার ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করা ওয়াজিব:**

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য এবং ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই উক্ত মূলনীতি। ইমাম মুসলিম

২. *ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম ১/৮ পৃঃ, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩২৪ পৃঃ; তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৯০।*
৩. *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩২৫ পৃঃ।*
৪. *মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩৩ পৃঃ।*

এজন্যই যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ করেছেন।[৫] অনেকে অলসতাবশতঃ উক্ত মূলনীতি গ্রহণ করতে চাননি। এর প্রতিবাদ করে মুহাদ্দিছ আবু শামাহ বলেন,

وَهَذَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْث وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُوْل وَالْفِقْه خَطَأٌ بَلْ يَنْبَغِىْ أَنْ يُّبَيِّنَ أَمْرَهُ إِنْ عَلِمَ وَإِلاَّ دَخَلَ تَحْتَ الْوَعِيْد فِىْ قَوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

‘বিশ্লেষক মুহাদ্দিছবৃন্দ, উছূলবিদ ও ফক্বীহ ওলামায়ে কেরামের নিকটে উক্ত মনোভাব ভ্রান্তিপূর্ণ। বরং যদি জানা থাকে তাহ’লে তার অবস্থা বর্ণনা করা উচিত। অন্যথা সে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্যে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। ‘যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যাকে সে মিথ্যা বলে ধারণা করে, তাহ’লে সে মিথ্যুকদের একজন’।[৬]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ) বলেন,

وَالَّذِىْ أَرَاهُ أَنَّ بَيَانَ الضُّعْف فِىْ الْحَدِيْث الضَّعِيْف وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَال.

‘আমি মনে করি, প্রত্যেক অবস্থাতেই যঈফ হাদীছের দুর্বলতা বর্ণনা করা ওয়াজিব’।[৭]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, যঈফ হাদীছের ব্যাপারে এক শ্রেণীর আলেমের উদাসীনতার কারণে দ্বীনের নামে মানুষের মাঝে বিদ‘আত জেঁকে বসেছে। সমাজে এমন অনেক ইবাদত চালু আছে যার ভিত্তিই হ’ল জাল, বানোয়াট ও ভূয়া হাদীছ সমূহ। যেমন আশূরার আনুষ্ঠান, ১৫ই শা‘বান রাত্রি জাগরণ, দিনে ছিয়াম পালন করা প্রভৃতি।[৮] অতএব যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা হ’তে বিরত থাকতে হবে। আর কারণ সাপেক্ষে বর্ণনা করলে অবশ্যই তার ত্রুটিসহ বর্ণনা করতে হবে।

*** যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূলের দিকে সম্বোধন করা যাবে নাঃ**

যঈফ হাদীছ যেহেতু বর্জনীয় ও নিম্নস্তরের তাই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করে বলা নিষিদ্ধ। মুহাদ্দিছগণের মূলনীতিও তাই।

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْث وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ ضَعِيْفًا لَايُقَالُ فِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَعَلَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ حَكَمَ

৫. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫।*
৬. *আবু শামাহ, আল-বায়েছ আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃঃ ৫৪; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ফিত তা‘লীক্ব আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ, পৃঃ ৩২।*
৭. *আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, আল-বায়েছুল হাছীছ, পৃঃ ৮৬।*
৮. *ইমাম আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫৪ পৃঃ।*

وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ صِيَغِ الْجَزْمِ وَكَذَا لَايُقَالُ فِيْهِ رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَوْ قَالَ ذَكَرَ أَوْ أَخْبَرَ أَوْ حَدَّثَ أَوْ نَقَلَ أَوْ أَفْتَى وَمَا أَشْبَهَهُ، وَكَذَا لَايُقَالُ ذَلِكَ فِى التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدِهِمْ فِيْمَا كَانَ ضَعِيْفًا فَلَايُقَالُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِىْ هَذَا كُلِّهِ رُوِىَ عَنْهُ أَوْ نُقِلَ أَوْ حُكِىَ عَنْهُ.

‘বিশ্লেষক মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামসহ অন্যান্যরা বলেছেন, যখন কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হবে তখন বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এরূপ অন্যান্য দৃঢ়তাবাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ ছাহাবীগণের ক্ষেত্রেও। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উল্লেখ করেছেন, সংবাদ দিয়েছেন, ফৎওয়া দিয়েছেন অথবা এরূপ অন্যান্য শব্দও বলা যাবে না। এমনকি তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারেও এরূপ বলা যাবে না, যদি তা যঈফ প্রমাণিত হয়। বরং উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে বলতে হবে ‘তার থেকে কথিত আছে বা বর্ণিত আছে’, উদ্ধৃত হয়েছে অথবা বিবৃত হয়েছে’...।[৯]

মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত চূড়ান্ত মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন পর্যায়ের। তাই যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট।

(তিন) যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য

শর্ত-সাপেক্ষে যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যাবে মর্মে পূর্ববর্তী কতিপয় বিদ্বান শিথিলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণ যে সমস্ত মূলনীতি এবং শর্ত আরোপ করেছেন তাতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হয়। হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হওয়া মাত্রই তাকে ছেড়ে দিতে হবে, তা আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে হোক কিংবা ফযীলত ও অন্য কোন ক্ষেত্রে হোক- এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হওয়া মানেই তার ত্রুটি ও সন্দেহ প্রকাশ পাওয়া। আর ত্রুটিপূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করতে হবে এটা শরী‘আত কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ।[১০] তাছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং যঈফ ও জাল হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রাম তখনই সফল হবে, যখন রাসূলের পবিত্র বাণী ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে। যঈফ হাদীছ যে গ্রহণযোগ্য নয় তা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রমাণ করেছি এবং সে জন্যই যে

৯. *দেখুনঃ ইমাম নববী, আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯; মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৪৯; ছহীহ তারগীব ১/৫১ পৃঃ।*
১০. *সূরা ইউনুস ৩৬; আন‘আম ১১৬; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪; ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৩৬; মিশকাত হা/৫০২৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২।*

মুহাদ্দিছগণের বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন-সংগ্রাম তাও তুলে ধরেছি। এক্ষণে আমরা মুহাদ্দিছগণের মতামত উল্লেখ করব।

(১) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (১৫৮-২৩৩ হিঃ) সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ বর্জনের কথা বলেছেন। তা আহকামগত হোক আর ফযীলতগত হোক। ইবনু সাইয়িদিন নাস (মৃঃ ৭৩৪হিঃ) বলেন,

وَمِمَّنْ حُكِيَ عَنْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا يحيى بن معين.

‘আহকামসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে সমানভাবে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন বলে যাদের উল্লেখ করা হয় তাদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একজন’।[১১]

(২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ)-এর মূলনীতিঃ

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) যঈফ হাদীছকে যে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তা তাঁর ছহীহ বুখারীর সংকলন, রাবীদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ কঠোরতা অবলম্বন এবং কোন প্রকার যঈফ হাদীছকে প্রশ্রয় না দেওয়া থেকেই প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْه شَـــرْطُ الْبُخَـــارِيِّ فِـــيْ صَحِيْحِه وَتَشْنِيْعِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِمَا فِـــيْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ.

‘স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষ আরোপ করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাও তার প্রমাণ’।[১২]

ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর বলেন,

اَلظَّاهِرُ مِنْ صَنِيْعِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَشِدَّةِ شَرْطِهِ فِيْ الرُّوَاةِ وَعَدَمِ إِخْرَاجِهِ شَيْئًا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ.

১১. *আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬১-২৬২; গৃহীত: ইবনু সাইয়িদিন নাস, উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ।*

১২. *আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফনূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; হুকমুল আমাল বিন হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৬৯।*

‘ইমাম বুখারীর ছহীহ বুখারীতে হাদীছ সংকলন, রাবীদের ব্যাপারে কঠোর মূলনীতি আরোপ এবং যঈফ হাদীছ সমূহের মধ্য হ’তে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাতেই স্পষ্ট হয় যে, তাঁর নীতি ছিল যঈফ হাদীছের প্রতি আমল না করা’।[১৩]

(৩) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যঃ

যঈফ হাদীছ বর্জন সংক্রান্ত ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১)-এর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন। তিনি তাঁর ‘ছহীহ মুসলিমের’ ভূমিকাতেই তা আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণে হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের মতামত পেশ করেছেন। যেমন একটি শিরোনাম দিয়েছেন,

بَابُ وُجُوْبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِيْنَ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الْكِذْبِ عَلَـــى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘ন্যায়পরায়ণ রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা, মিথ্যুকদের প্রত্যাখ্যান করা এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা ওয়াজিব’।[১৪] অতঃপর তিনি বলেন,

وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحد عَرَفَ التَّمْيِيْزَ بَيْنَ صَـــحِيْحِ الرِّوَايَات وَسَقِيْمِهَا وَثِقَات النَّاقِلِيْنَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهِمِيْنَ أَنَّ لاَيَرْوِىَ مِنْهَـــا إِلاَّمَـــا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِه وَالسِّتَارَةَ فِيْ نَاقِلِيْهِ وَأَنْ يَتَّقِىَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ.

‘তুমি (ছাত্র) জেনে রাখ, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন! যারা ছহীহ ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা সমূহ এবং ন্যায়পূর্ণ ও অভিযুক্তদের সম্পর্কে বুঝে তাদের প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হ’ল, তারা যেন সেই বর্ণনাগুলো থেকে শুধু তাই বর্ণনা করে যার উৎসের সত্যতা ও তার বর্ণনাকারীদের শ্লীলতা সম্পর্কে জানবে। সেই সাথে ঐগুলো থেকে সাবধান থাকবে যেগুলো ত্রুটিযুক্ত ও অস্বীকারকারী গোঁড়া বিদ‘আতীদের থেকে এসেছে’।[১৫]

উক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের পক্ষে দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতগুলো তিনি পেশ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُـــصِيْبُوْا قَوْمًـــا بِجَهَالَـــةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

১৩. *ঐ, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬২।*

১৪. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/৬ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-১।*

১৫. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-১।*

‘হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহ’লে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। যাতে তোমরা মূর্খতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও’ *(হুজুরাত ৬)*। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ‘তোমরা সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে পসন্দ কর’ *(বাক্বারাহ ২৮২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ‘তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে’ *(তালাক্ব ২)*। অতঃপর তিনি বলেন,

فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآى أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ.

‘আমরা যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম তাতে প্রমাণিত হ’ল যে, ফাসেক ব্যক্তির কথা পরিত্যাজ্য, অগ্রহণযোগ্য এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত’। অতঃপর ইমাম মুসলিম বলেন,

إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلاَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُوْرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

‘সুতরাং মুহাদ্দিছগণের নিকটে ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ অগ্রহণীয়, যেমন তাদের সকলের নিকট ফাসেকের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত। অনুরূপ সুন্নাহও প্রমাণ করেছে যে, হাদীছ সমূহের মধ্যে দুর্বল-ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করা নিষিদ্ধ যেমন- কুরআন ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ নিষিদ্ধ করেছে। আর সেই সুন্নাহ হ’ল রাসূল(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রসিদ্ধ হাদীছ, ‘কেউ যদি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যার সম্পর্কে সে মিথ্যা বলে সন্দেহ করে, তাহ’লে সে মিথ্যুকদের একজন’।[১৬]

ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত শিরোনামে আরেকটি অধ্যায় রচনা করেছেন,

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا.

‘দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন’।[১৭]

১৬. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/৬ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-১*।
১৭. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১/৭ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৪*।

তিনি তাঁর উক্ত বক্তব্যের প্রমাণে অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। অতঃপর শেষে যঈফ হাদীছের প্রতি মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوْا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَنَاقِلِيْ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِيْنَ سُئِلُوْا لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْحَظِّ إِذِ الْأَخْبَارُ فِيْ أَمْرِ الدِّيْنِ إِنَّمَا تَأْتِيْ بِتَحْلِيْلٍ أَوْ تَحْرِيْمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيْبٍ أَوْ تَرْهِيْبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِيْ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيْهِ. لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِيْنَ إِذْ لاَيُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيْبُ لاَأَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَمَقْنَعٍ.

‘মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনাকারীদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করাকে নিজেদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং যখন তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তখন তারা একে মহান দায়িত্বের অংশ হিসাবে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কারণ যখন দ্বীনের ব্যাপারে হাদীছ বলা হয় তখন সেটা হালাল অথবা হারাম, নির্দেশ অথবা নিষেধ কিংবা তার প্রতি উৎসাহিত করা বা সতর্ক থাকার কোন না কোন বিধান জারী করা হয়। সুতরাং সেই রাবীর বর্ণনায় যদি সততা ও বিশ্বস্ত তার উপাদান না থাকে, অতঃপর অন্য কোন রাবী তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করে- যে তার ব্যাপারে জানে, কিন্তু সে যদি অনবহিতদের নিকট সেই ত্রুটি না বলে, তাহ’লে সে এ কারণে মহা পাপী হবে এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে সর্বোচ্চ প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে। যারা এ সমস্ত হাদীছ শুনবে তারা এ ব্যাপারে নিরাপদ নয় যে, তারা সে হাদীছের প্রতি বা তার কিছু অংশবিশেষের প্রতি আমল করবে। কারণ এগুলোর সবই অথবা অধিকাংশই মিথ্যা ও বানোয়াট হ’তে পারে। অথচ নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিশাল সম্ভার আমাদের নিকট রয়েছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি থেকে হাদীছ গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই, যার বর্ণনা নির্ভযোগ্য নয় এবং সে নিজেও ন্যায়পরায়ণ রাবী নয়’।

অতঃপর তিনি বাস্তব চিত্র উল্লেখ করে বলেন,

وَلاَأَحْسِبُ كَثِيْرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَـــذِه الْأَحَادِيْـــث الضِّعَاف وَالْأَسَانِيد الْمَجْهُوْلَة وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَته بِمَا فِيْهَا مِنَ التَّـــوَهُّنِ والضُّعْف إلاَّ أَنَّ الَّذِىْ يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالْاعْتِدَاد بِهَا إِرَادَةُ التَّكْثِيْر بِـــذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِأَنْ يُّقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيْث وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَد.

‘আমি মনে করি, অধিকসংখ্যক লোক যারা এধরণের যঈফ হাদীছ ও অপরিচিত সনদ বর্ণনা করে এবং এর দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের মূল উদ্দেশ্যই হ’ল- সাধারণ মানুষের সামনে নিজেদের অধিক বর্ণনা, ব্যস্ততা এবং বিদ্যার বহর দেখানো। আর লোকেরা তার হাদীছের সংখ্যাধিক্য দেখে বলবে, অমুক ব্যক্তি কত অধিক হাদীছই না জমা করেছে’!

উক্ত নীতির অনুসরণের বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে তিনি ভুলেননি। তিনি বলেন,

وَمَنْ ذَهَبَ فِىْ العِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيْقَ فَلاَ نَصِيْبَ لَهُ فِيْهِ وَكَان بِأَنْ يُّسَمَّى جَاهِلاً أَوْلَى مِنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْعِلْمِ.

‘যে ব্যক্তি ইলমে হাদীছের নামে উক্ত নীতি গ্রহণ করে এবং ঐ পথে বিচরণ করে, হাদীছশাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলেম হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার চেয়ে জাহেল-মূর্খ উপাধি লাভের অধিক উপযোগী’।[১৮]

ইমাম মুসলিমের নীতি সম্পর্কে ইবনু রজব (মৃঃ ৭৯৫ হিঃ) বলেন,

وَظَاهِرُ مَاذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِىْ مُقَدَّمَته يَقْتَـــضِىْ أَلاَّ تُـــرْوَىَ أَحَادِيْـــثُ التَّرْغِيْـــب وَالتَّرْهِيْبِ إِلاَّ عَمَّنْ تُرْوَىَ عَنْهُ الأَحْكَامُ فَقَدْ شَنَّعَ فِىْ مُقَدَّمَةِ صَحِيْحِه عَلَى رُوَاةِ الْأَحَادِيْث الضَّعِيْفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَة.

‘ইমাম মুসলিম তাঁর ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তাতেই স্পষ্ট যে, উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত হাদীছ ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ছাড়া বর্ণনা করা যাবে না, যারা আহকাম সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় যঈফ হাদীছ সমূহের বর্ণনাকারী ও মুনকার বর্ণনা সমূহের উপর কঠোরভাবে দোষ আরোপ করেছেন’।[১৯]

১৮. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫-এর শেষ অংশ, ১/২০ পৃঃ।*
১৯. *আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আ‘মাল, পৃঃ ৬৮; শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৭৪ পৃঃ।*

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হ’ল যে, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুই মুহাদ্দিছ, হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তিত্ব ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন। তা আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে হোক বা ফযীলত ও অন্য কোন ক্ষেত্রে হোক।

উল্লেখ্য, অন্য চার ইমামের মধ্যে ইমাম নাসাঈ ও আবুদাঊদও মূলনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।[২০] বলা বাহুল্য যে, ইমাম মুসলিম যঈফ হাদীছ বলা ও আমল করা সবই নিষিদ্ধ করেছেন, মিথ্যুকদের প্রতিরোধ করেছেন, ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিছ নামের আলেমদেরকে প্রতারক ও গণ্ড-মূর্খ বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পড়ানো হ’লেও বাস্তবে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই!

(৪) হাফেয আবু যাকারিয়া নিসাপুরী (রহঃ)-এর মন্তব্য:

আবুবকর খত্বীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু যাকারিয়া নিসাপুরী (মৃঃ ২৬৭হিঃ) বলেন,

لاَيُكْتَبُ الْخَبْرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى يَرْوِيَهُ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَـــة حَتَّى يَتَنَاهَى الْخَبْرُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصِّفَة وَلاَ يَكُوْنُ فِيْهِمْ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ وَلاَ رَجُلٌ مَجْرُوْحٌ فَإِذَا ثَبَتَ الْخَبْرُ عَنِ النبِىِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ بِهَذَا الصِّفَةِ وَجَبَ قَبُوْلُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَتَرْكُ مُخَالفته.

‘রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীছ লিখা যাবে না যতক্ষণ নির্ভরযোগ্য রাবী অপর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে বর্ণনা না করবেন, অবশেষে এই বৈশিষ্ট্যে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত শেষ হবে। এর মাঝে কোন অপরিচিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকবে না। হাদীছ যখন তাঁর থেকে এভাবে প্রমাণিত হবে তখন তা গ্রহণযোগ্য, আমলযোগ্য হবে এবং এর বিপরীত হ’লে তা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হবে’।[২১]

(৫) ইমাম আবু যুর‘আহ আর-রাযী, (৬) ইমাম আবু হাতেম আর-রাযী, (৭) ইমাম ইবনু আবী হাতেম আর-রাযী (রহঃ):

যে সমস্ত মুহাদ্দিছ যঈফ হাদীছকে সর্বক্ষেত্রে বর্জন করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আবু যুর‘আহ, আবু হাতেম আর-রাযী এবং ইমাম ইবনু আবী হাতেম অন্যতম। ইবনু আবী হাতেম (২৪০-৩২৭হিঃ) বলেন,

২০. *হাফেয আবু তাহের মাক্বদেসী (৪৪৮-৫০৭হিঃ), শুরূতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ (কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৭হিঃ), পৃঃ ১৮; আল-ওয়াযউ ফিল হাদীছ ১/৬৯-৭০।*
২১. *ঐ, আল-কিফাইয়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ, পৃঃ ৫৬; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৩।*

سَمِعْتُ أَبِيْ وَأَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلاَن لاَيُحْتَجُّ بِالْمَرَاسِيْلِ وَلاَتَقُوْمُ الْحُجَّةُ إِلاَّ بِالْأَسَانِيْدِ الصِّحَاحِ الْمُتَّصِلَة وَكَذَا أَقُوْلُ أَنَا.

'আমি আমার আব্বা এবং আবু যুর'আহকে বলতে শুনেছি যে, মুরসাল হাদীছ সমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না এবং পরস্পর ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত ছহীহ সনদ ছাড়া কোন দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। আমিও তাই বলি'।[২২]

(৮) ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর মন্তব্য:

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আবু হাতেম ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছিলেন খড়গহস্ত। তিনি এক্ষেত্রে যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন তাতে বুঝা যায় যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন,

ما روىَ الضَّعِيْفَ وَمَا لَمْ يَرْوِ فِيْ الْحُكِمْ سيان أَنَّهُ لاَيُعْمَلُ بِخَبْرِ الضَّعِيْفِ وَأَنَّ وُجُوْدَهُ كَعَدَمِه.

'যঈফ হাদীছ বর্ণনা করুক বা না করুক হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়টিই সমান। অর্থাৎ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যায় না। নিশ্চয়ই এর অস্তিত্ব থাকা- না থাকার মতই'।

'কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে' উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

وَإِنِّيْ خَائِفٌ عَلَى مَنْ رَوى مَا سَمِعَ مِنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ أَنْ يَّدْخُلَ فِيْ جُمْلَةِ الْكَذَبَةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا كَان عَالِمًا بِمَا يروى, وَتَمْيِيْزُ الْعُـدُوْلِ مِـنَ الْمُحَدِّثِيْنَ والضُّعَفَاءِ والْمَتْرُوْكِيْنَ بِحُكْمِ الْمُبِيِّنِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

'যে ব্যক্তি ছহীহ ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছের যা শুনে তাই বর্ণনা করে, তার সম্পর্কে আমি আশঙ্কা করি যে, সে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারী সংক্রান্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে- যদি সে তা জেনে বর্ণনা করে। কারণ হাদীছ বর্ণনাকারী, দুর্বল রাবী এবং পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ণতা পার্থক্য বা যাচাই করা বরকতময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত হুকুম দ্বারাই প্রমাণিত'।[২৩]

২২. *ইবনু আবী হাতেম, আল-মারাসীল, পৃঃ ৭; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৩।*
২৩. *ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৬; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৪।*

'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করে যাকে সে মিথ্যা বলে ধারণা করে, তাহ'লে সে মিথ্যুকদের একজন' উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

فِيْ هَذَا الْخَبْرِ دَلِيْلٌ عَلَى صِحَّةِ مَاذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا رَوَى مَالَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِمَّا تُقُوِّلَ عَلَيْه وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِــكَ يَكُــوْنُ كَأَحَــد الْكَاذِبِيْنَ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الْخَبْرِ مَاهُوَ أَشَدُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وســلم مَنْ رَوَى عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَذِبٌ.

'আমরা যা উল্লেখ করলাম তার সত্যতার দলীল উক্ত হাদীছে বিদ্যমান যে, মুহাদ্দিছ ব্যক্তি যখন এমন হাদীছ বর্ণনা করবে যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত নয় অথচ তাঁর নামে বলা হয়েছে, তিনি যদি এমন কথা স্বজ্ঞানে বলে থাকেন তাহ'লে তিনি মিথ্যুকদের একজন হবেন। বলা চলে হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ তার চেয়ে আরো কঠোর। কারণ হ'ল- তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা হ'তে পারে এমন সন্দেহবশত একটি হাদীছও যে আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করে'। (এখানে) 'মিথ্যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত' এমনটি কিন্তু তিনি বলেননি'।[২৪]

অন্য এক জায়গায় ইবনু হিব্বান বলেন,

وَلَسْنَا نَسْتَجِيْزُ أَنْ نَحْتَجَّ بِخَبْرٍ لاَيَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فِيْ شَيْئٍ مِنْ كِتَابِنَا وِلِأَنَّ فِيْمَا يَصِحُّ مِنَ الْأَخْبَارِ بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّه يُغْنِيْ عَنَّا عَنِ الْإِحْتِجَاجِ فِيْ الدِّيْنِ بِمَا لاَيَصِحُّ مِنْهَا وَلَوْلَمْ يَكُنِ الْإِسْنَادُ وَطَلَبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ لَظَهَرَ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ تَبْدِيْلِ الدِّيْنِ مَاظَهَرَ فِيْ سَائِرِ الْأُمَمِ.

'আমরা বৈধ মনে করি না যে, কোন বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ছহীহ নয় এমন হাদীছ দ্বারা আমরা আমাদের কিতাবে দলীল পেশ করব। কেননা যঈফ হাদীছের চেয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও অনুগ্রহে ছহীহ হাদীছের যে বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে রয়েছে, দ্বীনের ব্যাপারে দলীল পেশ করার জন্য তা অনেক গুণে যথেষ্ট। যদি সনদ না থাকত এবং তার জন্য এই অনুসন্ধানী কাফেলা না থাকত তাহ'লে এই উম্মতের মাঝে দ্বীন পরিবর্তনের ফিতনা প্রকাশিত হ'ত, যা অন্যান্য সকল জাতির মাঝে প্রকাশ পেয়েছে'।[২৫]

২৪. *আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৬; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৫।*
২৫. *আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ২৫; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৮।*

(৯) ইবনু হাযাম আন্দালুসী (রহঃ)-এর মন্তব্য:

ইমাম ইবনু হাযাম (৩৮৪-৪৬৫ হিঃ) জাল ও যঈফ হাদীছের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বলেন,

إِمَّا بِنَقْلِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أَوْ كَافَّةٍ عَنْ كَافَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ عَنْ ثِقَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلاَّ أَنَّ فِيْ الطَّرِيْقِ رَجُلاً مَجْرُوْحًا بِكَذْبٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ مَجْهُوْلِ الْحَالِ فَهَذَا أَيْضًا يَقُوْلُ بِهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ يَحِلُّ عِنْدَنَا الْقَوْلُ بِهِ وَلاَ تَصْدِيْقُهُ وَلاَ الْأَخْذُ بِشَيْئٍ مِنْهُ.

'পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসীর বর্ণিত হোক কিংবা এক জামা'আত থেকে আরেক জামা'আত এবং নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হোক এভাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছলে (তা গ্রহণীয়)। অন্যথা উক্ত সূত্রে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যুক, অলস কিংবা অপরিচিত হিসাবে অভিযুক্ত থাকে তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যা কতিপয় মুসলিম ব্যক্তি বলে থাকে। এধরনের কথা বলা, বিশ্বাস করা এবং সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করাকে আমরা হালাল মনে করি না'।[২৬]

(১০) আবুবকর ইবনুল আরাবী মালেকী (রহঃ)-এর মন্তব্য:

ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তার এই মত খুবই প্রসিদ্ধ। যেমন-

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَيُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا.

'যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না'।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

قَالَ الْعُلَمَاءُ لاَيُحَدِّثُ أَحَدٌ إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ فَإِنْ حَدَّثَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَقَدْ حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ.

'মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেন, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ছাড়া কেউ যেন হাদীছ বর্ণনা না করে। অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে যদি কেউ বর্ণনা করে তাহলে সে

২৬. *ইমাম ইবনু হাযাম আন্দালুসী, কিতাবুল ফাছল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ২/৮৪ পৃঃ; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৫।*
২৭. *হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি', পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৭-৪৮ পৃঃ।*

এমন হাদীছ বর্ণনা করল যা মিথ্যা'।[২৮]

(১১) হাফেয আবুল ফারজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (রহঃ)-এর বক্তব্য:

হাফেয ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ)-এর বিভিন্ন আলোচনা ও যঈফ হাদীছ উল্লেখকারী ফক্বীহদের সমালোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণের মধ্যে যারা জাল হাদীছ চিহ্নিত করে গ্রন্থ লিখেছেন ইবনুল জাওযী তাদের শীর্ষস্থানীয় একজন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল মাওযূ'আত'। তিনি এক সমালোচনায় বলেন,

فَصَنَّفَتِ الْكُتُبُ وَتَقَرَّرَتِ السُّنَنُ وَعُرِّفَ الصَّحِيْحُ مِنَ السَّقِيْمِ وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَى الْمُتَأَخِّرِيْنَ الْكَسْلُ بِالْمَرَّةِ عَنْ أَنْ يُّطَالِعُوْا عِلْمَ الْحَدِيْثِ حَتَّى إِنِّيْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْأَكَابِرِ مِنَ الفُقَهَاءِ يَقُوْلُ فِيْ تَصْنِيْفِهِ عَنْ أَلْفَاظٍ فِيْ الصِّحَاحِ لاَيَجُوْزُ أَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا وَرَأَيْتُهُ يَحْتَجُّ فِيْ مَسْئَلَةٍ فَيَقُوْلُ دَلِيْلُنَا مَارَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ كَذَا وَيَجْعَلُ الْجَوَابَ عَنْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ قَدْ احْتَجَّ بِهِ خَصْمَهُ أَنْ يَّقُوْلَ هَذَا الْحَدِيْثُ لَايُعْرَفُ وَهَذَا كُلُّهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْإِسْلَامِ.

'(হাদীছের) গ্রন্থ সমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে, সুন্নাহ স্বীকৃত হয়েছে এবং ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ থেকে ছহীহ হাদীছ স্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীদের উপর এমন শক্তিশালী উদাসীনতা চেপে বসেছে যে, হাদীছের জ্ঞান থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি আমি বড় বড় ফক্বীহদের মধ্যে কাউকে দেখেছি যিনি হাদীছ ছহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন সব শব্দ উল্লেখ করেছেন, যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন মর্মে বলা জায়েয নয়। আরো দেখেছি, কোন মাসআলা সাব্যস্ত করে বলেছেন, এটা আমাদের দলীল যা কেউ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরূপ বলেছেন। পক্ষান্তরে ঐ বিষয়ের ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন যে, এর দ্বারা দলীল নিলে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন ঐ হাদীছ অপরিচিত । নিঃসন্দেহে এগুলো সবই ইসলামের উপর জালিয়াতি'।[২৯]

২৮. *ঐ, আরেযাতুল আহওয়াযী ১০/১২৯ পৃঃ। উল্লেখ্য, ইবনুল আরাবীর তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'আরেযাতুল আহওয়াযীতে' মুরসাল হাদীছের ক্ষেত্রে তার শিথিলতা উল্লেখিত হয়েছে। -আরেযাতুল আহওয়াযী ২/২৩৭ ও ৫০ পৃঃ, ১/১৩ পৃঃ, ১০/২০৫ পৃঃ)। তবে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যঈফ হাদীছের বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করতেন। -ঐ, আহকামুল কুরআন ২/৫৮০ পৃঃ)। ফলে বিশ্বব্যাপী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাঝে সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করতে হবে মর্মে মতটিই প্রসিদ্ধ এবং এটাই তার প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে -আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৫-৬৭।*
২৯. *ঐ, তালবীসু ইবলীস, (বৈরুত: মুআসসাসাতুল কুতুব আছ-ছাক্বফিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ১০৭।*

(১২) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা, শায়খ আহামদ ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لاَيَجُوْزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِيْ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلاَ حَسَنَةً.

‘শরী‘আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি’।[৩০]

(১৩) ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১হিঃ)-এর আলোচনায় বুঝা যায় যে, তিনিও যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে সমাজে প্রচলিত যঈফ হাদীছ ভিত্তিক আমলের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদ সহ কতিপয় বিদ্বান যঈফ হাদীছের পক্ষে যা বলেছেন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِيْ اصْطِلَاحِ السَّلَفِ هُوَ الضَّعِيْفُ فِيْ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ بَلْ مَا يُسَمِّيْهِ الْمُتَأَخِّرُوْنَ حَسَنًا يُسَمِّيْهِ الْمُتَقَدِّمُوْنَ ضَعِيْفًا.

‘সালাফী বিদ্বানগণের পরিভাষায় যঈফ হাদীছ দ্বারা যা উদ্দেশ্য পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের নিকট তা যঈফ নয়; বরং পরবর্তীরা যাকে হাসান বলেছেন পূর্ববর্তীরা তাকে যঈফ বলেছেন’।[৩১] এছাড়া অন্যত্র তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তাতে তার মত আরো স্পষ্ট।[৩২]

(১৪) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ):

ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হিঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী বুঝা যায় তিনিও পুরোপুরিভাবে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে ছিলেন। যেমন তিনি ‘তাবঈনুল আজাব’ গ্রন্থে বলেন,

৩০. *ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।*
৩১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুআক্কি‘ঈন ১/৬১ পৃঃ।*
৩২. *বিস্তারিত দ্রঃ ই‘লামুল মুআক্কি‘ঈন ১/৩১ ও ২৫ পৃঃ।*

أُشْتُهِرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَتَسَاهَلُوْنَ فِيْ إِيْرَادِ الْأَحَادِيْثِ فِيْ الْفَضَائِلِ وإِنْ كَانَ فِيْهَا ضُعْفٌ مَالَمْ تَكُنْ مَوْضُوْعَةً وَيَنْبَغِيْ مَعَ ذَلِكَ اشتراطٌ أَنْ يَّعْتَقِدَ الْعَامِلُ كَوْنَ ذَلِكَ الْحَدِيْث ضَعِيْفًا وَأَنْ لاَ يُشهَرَ ذَلِكَ لِئَلاَّ يَعْمَلَ الْمَرْءُ بِحَدِيْث ضَعِيْف فَيَشْرَعُ مَالَيْسَ بِشَرْعٍ أو يراه بَعْضُ الْجُهَّالِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ سُنَّةٌ صَحِيْحَةٌ ... وَلْيَحْذَرِ الْمَرْءُ مِنْ دُخُوْلِ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْث يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ بِهِ؟! وَلاَ فَرْقَ فِيْ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ فِيْ الْأَحْكَامِ أو فِيْ الْفَضَائِلِ إِذِ الْكُلُّ شَرْعٌ.

‘প্রসিদ্ধি আছে যে, মুহাদ্দিছগণ ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনায় শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন, যদিও তাতে দুর্বলতা থাকে কিন্তু তা জাল নয়। সেই সাথে এ ব্যাপারে শর্ত করা উচিত যাতে আমলকারী তাকে যঈফ বলে বিশ্বাস করে এবং এটা ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ না করে। এছাড়া যঈফ হাদীছের উপরে আমল করতে গিয়ে যেন তাকে শরী‘আত মনে না করে। কারণ তা শরী‘আত নয়। অথবা মূর্খরা যেন তাকে ছহীহ সুন্নাত বলে ধারণা না করে। ... মানুষ যেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকে। ‘যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যাকে সে মিথ্যা বলে ধারণা করে, তাহ’লে সে মিথ্যুকদের একজন’। সুতরাং ঐ ব্যক্তি কী করবে যে তার প্রতি আমল করছে? আর হাদীছের উপর আমলের বেলায় আহকাম অথবা ফাযায়েলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ সবই তো শরী‘আত’।[৩৩]

শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

وَيَبْدُوْ لِيْ أَنَّ الْحَافِظَ رَحِمَهُ اللهُ يَمِيْلُ إِلَىْ عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالضَّعِيْفِ بِالْمَعْنَى الْمَرْجُوْحِ لِقَوْلِهِ فِيْمَا تَقُوْمُ ... وَلاَ فَرْقَ فِى الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ فِيْ الْأَحْكَامِ أَوْفِىْ الْفَضَائِلِ إِذِ الْكُلُّ شَرْعٌ.

‘আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, নিশ্চয়ই ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাঁর কথার আর্থিক প্রাধান্যের মাধ্যমে যঈফ হাদীছ আমল না করার দিকে ঝুঁকে গেছেন। যেমন তার কথা- ‘হাদীছের উপর আমলের ক্ষেত্রে আহকাম অথবা ফাযায়েলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ সবই তো শরী‘আত’।[৩৪]

৩৩. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাবঈনুল আজাব ফীমা ওয়ারাদা ফী ফাযলি রজব, পৃঃ ৩-৪; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৬।*
৩৪. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৭; ইবনু হাজার আসক্বালানী অন্যত্র বলেন,* وَلَيْسَتْ بِأَضْعُف مِنْ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ احْتَجَّ بِهَا أَصْحَابُنَا *-আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), ৩/৬৬ পৃঃ, হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ।*

উল্লেখ্য, ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাযায়েল সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে যে তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন তাতেও যঈফ হাদীছের অসারতা প্রমাণের লক্ষ্যই প্রতিভাত হয়। শায়খ আলবানীও তাই বলেছেন।[৩৫]

(১৫) ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০হিঃ/১৭৫৮-১৮৩৫খৃঃ) তাঁর দ্ব্যর্থহীন মত ব্যক্ত করে বলেন,

مَا وَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِصِحَّتِهِ أَوْ حَسَنِهِ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ وَمَا وَقَعَ التّصْرِيْحُ بِضُعْفِهِ لَمْ يَجُزِ الْعَمَلُ بِهِ وَمَا أَطْلَقُوْهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَلاَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ لَمْ يَجُزِ الْعَمَلُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ إِنْ كَانَ البَاحِثُ أَهْلاً لِذَلِكَ.

‘বর্ণনা যখন ছহীহ অথবা হাসান হিসাবে প্রমাণিত হবে তখন আমল করা বৈধ হবে। আর যখন যঈফ হাদীছ বলে প্রমাণিত হবে তখন তার উপর আমল করা বৈধ হবে না। আর মুহাদ্দিছগণ যে হাদীছ বর্ণনা করে কিছু বলেননি এবং অন্যরাও কিছু বলেননি এমন হাদীছের প্রতি আমল করা জায়েয নয়, যতক্ষণ কোন বিশ্লেষক তার অবস্থা আলোচনা না করবেন’।[৩৬] উল্লেখ্য, ইমাম শাওকানী (রহঃ) যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর যা তাঁর বক্তব্যেই প্রমাণিত। কিন্তু অনিচ্ছায় কতিপয় যঈফ হাদীছ তার গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল বার্র (৩৬৮-৪৬৩হিঃ)-এর বক্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

أَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُوْنَ فِىْ الْفَضَائِلِ فَيَرْوُنَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُوْنَ فِىْ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ وَأَقُوْلُ إِنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ مُتَسَاوِيَةُ الْأَقْدَامِ لاَفَرْقَ بَيْنَهَا فَلاَ يَحِلُّ إِثْبَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ بِمَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ وَإِلاَّ كَانَ مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى اللهِ بِمَا لَمْ يَقُلْ وَفِيْهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا هُوَ مَعْرُوْفٌ.

‘মুহাদ্দিছগণের একটি জামা‘আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর প্রত্যেক বিষয়ে তা বর্ণনা করেন। তাঁরা কেবল আহকাম সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে কঠোরতা দেখান।[৩৭] আর আমি বলি, শারঈ আহকাম প্রাধান্যের ক্ষেত্রে

৩৫. *ছহীহুল জামে‘ আছ-ছগীর ১/৫৩-৫৪; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৭-৩৮।*
৩৬. *ঐ, নায়লুল আওত্বার (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ভূমিকার শেষাংশ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ।*
৩৭. *আব্দুল্লাহ ইবনুল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, ১/২২ পৃঃ।*

সবই সমান, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং শরী‘আতের কোন বিষয় দলীল ছাড়া প্রমাণ করা হালাল নয়। অন্যথা আল্লাহর প্রতি তাই বলা হবে যা তিনি বলেননি। আর এতে যে কঠোর শাস্তি অবধারিত তা তো স্পষ্ট’।[৩৮]

(১৬) আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

উপমহাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর অন্যতম মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত, জগদ্বিখ্যাত মনীষী আল্লামা মুহাদ্দিছ ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭হিঃ/ ১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) এ সম্পর্কে বলেন,

اَلصَّوَابُ الَّذِىْ لاَمَحِيْصَ عَنْهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرِيْعَةَ مُتَسَاوِيَةُ الْأَقْدَامِ فَلاَيَنْبَغِىْ الْعَمَلُ بِحَدِيْثٍ حَتَّى يَصِحَّ أَوْيَحْسُنَ لِذَاتِهِ أَوْلِغَيْرِهِ أَوْ انْجَبَرَ ضُعْفُهُ فَتَرَقَّى إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.

‘নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হ’ল- শারঈ আহকাম প্রাধান্যের ক্ষেত্রে একই সমান। সুতরাং যতক্ষণ হাদীছ ছহীহ অথবা হাসান না হবে ততক্ষণ কোন হাদীছের প্রতি আমল করা ঠিক হবে না। তা যাতিহী হোক বা গাইরিহী হোক অর্থাৎ নিজ বৈশিষ্ট্যে বা অপরের বৈশিষ্ট্যে ছহীহ বা হাসান হোক। অথবা যদি তার দুর্বলতা সেরে নেওয়া যায়, যা হাসান লিযাতিহি বা হাসান লিগাইরিহির স্তরে উন্নীত হবে’।[৩৯]

(১৭) আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মুসনাদে আহমাদ সহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তাহক্বীক্ব ও টীকাকার, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহের প্রণেতা শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩০৯-১৩৭৭হিঃ/১৮৯২-১৯৫৮খৃঃ) বলেন,

وَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْأَحْكَامِ وَبَيْنَ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَنَحْوِهَا فِىْ عَدَمِ الْأَخْذِ بِالرِّوَايَةِ الضَّعْيْفَةِ بَلْ لاَحُجَّةَ لِأَحَدٍ إِلاَّ بِمَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ أوحَسَنٍ.

‘যঈফ হাদীছ থেকে দলীল না নেওয়ার ব্যাপারে আহকাম এবং ফাযায়েলে আমাল বা অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং ছহীহ ও হাসান হিসাবে প্রমাণিত হাদীছ ছাড়া কেউ শরী‘আত সাব্যস্ত করতে পারে না’।[৪০]

৩৮. *ইমাম শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২৮৩; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৭০।*
৩৯. *শায়খ ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, নুযুলুল আবরার, পৃঃ ৭-৮; আল-হাদীছু যঈফ, পৃঃ ২৭১।*
৪০. *আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, আল-বায়েছুল হাদীছ, পৃঃ ৮৬।*

(১৮) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর বক্তব্য:

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে আপোসহীন কণ্ঠ, দীর্ঘদিন পরে আবির্ভূত বিশ্বখ্যাত হাদীছ শাস্ত্রবিদ, মুসলিম বিশ্বের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী মুজাদ্দিদ শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে নব আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন এবং ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ পূর্ব যুগের পণ্ডিতগণের সূচনা করা সংগ্রামকে আধুনিক বিশ্বে তীব্রতর করে তুলেন। তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা উপহার দিয়েছেন। 'ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর' এবং 'যঈফুল জামে' আছ-ছগীর' গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন,

وَهَذَا وَالَّذِىْ أُدَيِّنُ اللهَ بِه وَأَدْعُوْ النَّاسَ إِلَيْه أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَ يُعْمَلُ بِــه مُطْلَقًا لاَفِىْ الْفَضَائِلِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِمَا.

'এ জন্যই আমি আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাই এবং মানুষকেও আমি এদিকেই আহ্বান করি যে, যঈফ হাদীছের উপর কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না। না ফযীলতের ক্ষেত্রে, না মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েও না'।[৪১] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِه اتِّفَاقًا فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِىْ الْفَضَائِلِ لاَبُدَّ أَنْ يَأْتِىَ بِــدَلِيْلٍ وَهَيْهَاتَ.

'নিশ্চয়ই যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যার প্রতি আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব'![৪২]

(১৯) মুহাদ্দিছ আবু শামাহ আল-মাক্বদেসী (মৃ: ৬৬৫ হিঃ)-এর মন্তব্য:

যারা যঈফ যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিল মনোভাব প্রদর্শন করেছেন মুহাদ্দিছ আবু শামাহ তাদের সমালোচনা করে বলেন,

৪১. *ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৬/১৪০৬), ভূমিকা দ্রঃ ১/৫০; ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফুল জামে' আছ-ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭৯/১৩৯৯), ভূমিকা দ্রঃ ১/৪৫ পৃঃ।*

৪২. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।*

جَرَى فِيْ ذَلِكَ عَلَى عَادَة جَمَاعَة مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْث مُتَسَاهِلُوْنَ فِيْ أَحَادِيْــث فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَهَذَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُــوْلِ وَالْفِقْهِ خَطَأٌ.

'এ ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের একটি দলের অভ্যাস প্রচলিত আছে। তারা ফাযায়েলে আমল সংক্রান্ত হাদীছের প্রতি অলসতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণ, উছূলবিদ ও ফক্বীহদের নিকট তা ভ্রান্তিপূর্ণ।[৪৩]

(২০) আধুনিক মুহাদ্দিছ ড. ছুবহী ছালেহ বলেন,

لَانُسْلِمُ بِرِوَايَةِ الضَّعِيْفِ فِيْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَلَوْ تَوَافَرَتْ لَهُ جَمِيْعُ الشُّرُوْطِ الَّتِيْ لَا حَظَّهَا الْمُتَسَاهِلُوْنَ فِيْ هَذَا الْمَجَالِ.

'ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে আমরা যঈফ হাদীছের কাছে আত্মসমর্পণ করি না। এ জন্য যাবতীয় শর্তসমূহ যদি একত্রিতও হয় তবুও এই স্থানে শৈথিল্যবাদীদের কোন সুযোগ নেই'।[৪৪]

উপরিউক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও (২১) ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী (২২) ইমাম শাত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ) (২৩) জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী (২৪) আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২/১৮৬৬-১৯১৪) (২৫) মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ (২৬) মুহাম্মাদ আবীদ ছালেহ সহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ সম্পূর্ণরূপে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে চূড়ান্তভাবে মত পোষণ করেছেন।

৪৩. *ঐ, আল-বাইছ আলা ইনকারিল বিদঈ ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃঃ ৬৪-৬৫; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুহু ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৮-২৬৯।*

৪৪. *ঐ, উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহু, পৃঃ ২১১-২১২।*

সপ্তম অধ্যায়

যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিল মনোভাব ও তার পর্যালোচনা

যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে মর্মে অনেকে শিথিল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে। তবে কিছু শর্ত রয়েছে। আবার কেউ বলেছেন শুধু ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে। সেখানেও রয়েছে বেশ কয়েকটি শর্ত। নিম্নে এই শিথিল মনোভাবের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা হ'ল-

(এক) সকল ক্ষেত্রে শিথিলতা:

হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব, ফযীলত সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে বলে যারা মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ চার ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নিপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, তারা মূলতঃ রায় ও ক্বিয়াসের উপর যঈফ হাদীছকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন মাত্র। যেমন- ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

اَلْخَبَرُ الْمُرْسَلُ وَالضَّعِيْفُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ وَلاَيَحِلُّ الْقِيَاسُ مَعَ وُجُوْدِه.

'রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত মুরসাল ও যঈফ হাদীছ ক্বিয়াসের চেয়ে উত্তম এবং তার উপস্থিতিতে ক্বিয়াস হালাল নয়'।[১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন,

سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ الْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الرَّأْيِ.

'আমি আব্বাকে বলতে শুনতাম, যঈফ হাদীছ আমার নিকট রায়ের চেয়ে অধিক প্রিয়'।[২] প্রসিদ্ধি আছে যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর ৪র্থ মূলনীতি ছিল,

وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ الْبَابِ شَيْئٌ يَدْفَعُهُ.

'মুরসাল ও যঈফ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করা, যদি উক্ত বিষয়ে কোন কিছু না থাকে যা তাকে খণ্ডন করে'।[৩]

১. *ইমাম ইবনু হাযাম আন্দালুসী, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৫/১৪২৬), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭৩।*
২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মু'আক্কিঈন ১/৮১ পৃঃ।*
৩. *ই'লামুল মুআক্কি'ঈন ১/৩১ পৃঃ।*

হেদায়ার ভাষ্য গ্রন্থ 'ফাৎহুল ক্বাদীর' প্রণেতা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৮৬১হিঃ) বলেন,

إِنَّ الْاِسْتِحْبَابَ يَثْبُتُ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ غَيْرَ الْمَوْضُوْعِ.

'মওযূ হাদীছ ব্যতীত যঈফ হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়'।[৪]

উক্ত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তারা যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ: কেউ বলেছেন এ শর্ত দু'টি, আবার কেউ বলেছেন তিনটি।

প্রথম শর্ত:

أَنْ يَّكُوْنَ ضُعْفُهُ غَيْرَ شَدِيْدٍ لِأَنَّ مَا كَانَ ضُعْفُهُ شَدِيْدًا فَهُوَ مَتْرُوْكٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

'উক্ত হাদীছে যেন বেশী দুর্বলতা না থাকে। কারণ বেশী দুর্বল হাদীছ সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে পরিত্যক্ত'।

দ্বিতীয় শর্ত: أَنْ لاَّيُوْجَدَ فِيْ الْبَابِ غَيْرُهُ 'উক্ত বিষয়ে ঐ হাদীছ ছাড়া যেন আর অন্য কোন হাদীছ না থাকে'। কেউ বলেছেন, ছাহাবায়ে কেরামের ফাতাওয়াও যেন না থাকে।[৫]

তৃতীয় শর্ত: أَنْ لاَّيَكُوْنَ ثَمَّةٌ مَا يُعَارِضُهُ 'উক্ত বিষয়ে যেন সামান্য কিছু না থাকে, যা তার বিরোধী হবে'।[৬]

পর্যালোচনা:

সকল ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য বলে প্রচলিত উক্ত মতকে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা যঈফ হাদীছের পক্ষে বলতে চাননি; বরং মানুষের রায় বর্জনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং হাদীছে প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যেমন-

(১) পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা একথা বলেছেন তারা মূলতঃ মানুষের রায় বা মতামতের উপরে যঈফ হাদীছকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কারণ সে সময় অধিকাংশ মানুষ কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে রায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এটা ছিল প্রচলিত রায়ের বিরুদ্ধে সাময়িক সিদ্ধান্ত। যে সমস্যা হাদীছ সংকলন ও ছহীহ হাদীছের প্রসারের পর আর নেই।[৭]

৪. *ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ২/১৩৩;* আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৫৯।
৫. *তাদরীবুর রাবী ১/২৯৯; ফাৎহুল মুগীছ ১/২৬৭ পৃঃ; ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী, আল-ক্বাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৩১।*
৬. *আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৫০; আল-ক্বাওলুল মুনীফ, পৃঃ ৩১।*
৭. *আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৭৩; শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৯।*

তাছাড়া ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন,

هُوَ الَّذِىْ رَجَّحَ عَلَى الْقِيَاسِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيْفِ عِنْدَهُ الْبَاطِلُ وَلَا الْمُنْكَرُ وَلَا فِىْ رِوَايَتِهِ مُتَّهَمٌ بِحَيْثُ لَايَسُوْغُ الذهَابُ إِلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِهِ بَلِ الْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ عِنْدَهُ قَسِيْمُ الصَّحِيْحِ وَقِسْمٌ مِّنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ.

‘তিনি মূলত যঈফ হাদীছকে ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর নিকটে যঈফ হাদীছ বলতে বাতিল, মুনকার এবং আমল করা যাবে না এমন অভিযুক্ত হাদীছ উদ্দশ্য নয়; বরং এই যঈফ বলতে তার নিকট ছহীহর প্রকার এবং হাসান হাদীছের প্রকার উদ্দেশ্য’।[৮]

(২) সাময়িক ও স্থানিক পরিবেশের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে তারা উক্ত শিথিল মনোভাব প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু অবস্থান বিবর্তনে তারা উক্ত মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফার চূড়ান্ত মূলনীতি হ’ল- إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ ‘যখন হাদীছ ছহীহ হবে তখন জানবে সেটাই আমার মাযহাব’। সুতরাং ‘আহলুর রায়’ বলে যিনি পরিচিত তার মনোভাব যদি এমনটি হয় তাহলে অন্যান্য ইমামগণ যে আরো সচেতন ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

(৩) যঈফ হাদীছ আমলের পক্ষে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে বর্জনের পক্ষেই শক্ত দলীল রয়েছে। কারণ ত্রুটিপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত বর্ণনা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত। মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি তো আছেই।[৯]

(৪) তারা যে তিনটি শর্ত পেশ করেছেন সেগুলোই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কয়জন ব্যক্তি লক্ষ্য করবে কোন হাদীছ কতটুকু যঈফ বা এর বিপরীত কোন ছহীহ দলীল আছে কি-না? তাই এর মধ্যে বড় ধরণের সন্দেহ ও ধাঁধা থেকেই যাচ্ছে, যা নিশ্চয়তা থেকে অনেক দূরে। তাহ’লে যঈফ হাদীছ কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

(দুই) শুধু ফযীলতের ক্ষেত্রে শিথিলতা ও তার পর্যালোচনাঃ

মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই কেবল ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের পক্ষে শিথিল মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবু ওমর ইবনু আব্দুল বার্র, ইবনু কুদামা, ইমাম

৮. *ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মু‘আক্বিঈন ১/২৫।*
৯. *সূরা ইউনুস ৩৬; হুজুরাত ৬; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, মিশকাত হা/১৯৯; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪।*

নববী, হাফেয ইবনু কাছীর, জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) প্রমুখ। তবে তারাও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্তারোপ করেছেন।[১০]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন,

لَاتَأْخُذُوْا هَذَا الْعِلْمَ فِىْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ إِلَّامِنَ الرُّؤُسَاءِ الْمَشْهُوْرِيْنَ بِالْعِلْمِ الَّذِيْنَ يَعْرِفُوْنَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ فَلَابَأْسَ بِمَاسِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَشَايِخِ.

‘হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে যারা প্রসিদ্ধ তাদের থেকে ছাড়া হালাল-হারাম সংক্রান্ত হাদীছ তোমরা গ্রহণ করনা। তবে তাদের নিকট থেকে অন্য বিষয় গ্রহণ করাতে দোষ নেই’।[১১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,

إِذَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تَشَدَّدْنَا فِىْ الْأَسَانِيْدِ وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَالَايَضَعُ حُكْمًا وَلَا يرفعُهُ تَسَاهَلْنَا فِى الْأَسَانِيْدِ.

‘আমরা যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হালাল-হারামের বিষয়ে বর্ণনা করি তখন কঠোরতা অবলম্বন করি। আর যখন ফাযায়েলে আমল ও ছহীহ, মারফূ‘ নয় এমন হাদীছ বর্ণনা করি তখন শিথিলতা পোষণ করি’।[১২]

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন,

أَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُوْنَ فِىْ الْفَضَائِلِ فَيَرْوَنَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُوْنَ فِىْ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ.

‘মুহাদ্দিছগণের একটি জামা‘আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেন অতঃপর প্রত্যেক বিষয়ে তা বর্ণনা করেন। তারা কেবল আহকাম সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে কঠোরতা দেখান’।[১৩]

১০. *আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৭৮-৮৭; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৩১-৩৬।*
১১. *আহমাদ ইবনু আলী আবুবকর খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ (মদীনাঃ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, তাবি), পৃঃ ২৩৪; ইবনু রজব, শারহ ইলালিত তিরমিযী ১/৭৩ পৃঃ।*
১২. *আল-কিফায়াহ, পৃঃ ২১৩; আহমাদ আলে তায়মিয়াহ, আল-মুসওয়াদ্দাহ ফী উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ২৭৩; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৮০।*
১৩. *আব্দুল্লাহ ইবনুল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, ১/২২ পৃঃ; আল্লামা সাখাবী, ফাৎহুল মুগীছ ১/২৬৭।*

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেন, إِنَّ أَحَادِيْــــثُ الْفَـــضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كُلِّهِمْ 'প্রত্যেক মুহাদ্দিছের নিকটে ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ শিথিলযোগ্য'।[১৪] তিনি তার 'আল-আরবাঈন' গ্রন্থের ভূমিকায় এ ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন,

اَلضَّعِيْفُ يُعْمَلُ بِهِ فِىْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا.

'ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যায়'।[১৬]

শর্তসমূহ: কেউ তিনটি শর্তের কথা বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন চারটি। কেউ কেউ ছয়টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(١) َنْ يَّكُوْنَ الضَّعِيْفُ غَيْرَ شَدِيْدٍ فَيَخْرُجُ مَنِ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِيْنَ وَالْمُتَّهِمِـــيْنَ بِالْكِذْبِ وَمَنْ فَحُشَ غَلَطَهُ.

(১) 'হাদীছের দুর্বলতা যেন স্বল্প হয়। ফলে ঐ ব্যক্তি থেকে মুক্ত হবে, যে মিথ্যুকদের থেকে এবং মিথ্যুক বলে অভিযুক্তদের থেকে বর্ণনা করে আর যে অকথ্য ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করে তার বর্ণনা থেকে মুক্ত থাকবে'। উল্লেখ্য, উক্ত শর্তের ব্যাপারে সকলেই একমত।[১৭]

(٢) أَنْ يَّكُوْنَ الضَّعِيْفُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ فَيَخْرُجُ مَا يَخْتَرِعُ بِحَيْـــثُ لاَيَكُوْنُ لَهُ أَصْلٌ مَعْمُوْلٌ بِهِ أَصْلًا.

(২) 'উক্ত দুর্বলতা যেন সাধারণ মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়। ফলে তা নবোদ্ভাবিত বা বিদ'আত থেকে মুক্ত হবে, যার কোন ভিত্তিই নেই'।

(٣) أَنْ لاَّيَعْتَقِدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوْتَهُ لِئَلاَّ يُنْسَبَ إِلَى اليىِّ صَلَّى الله عليه وسلم بَلْ يَعْتَقِدُ الْاِحْتِيَاطَ.

১৪. *ইমাম নববী, আল-আযকার আল-মুনতাখাব মিন কালামি সাইয়িদিল আবরার, তাহক্বীক্ব: ড: মুহাম্মাদ তামের ও তার সহযোগী (দারুত তাক্বওয়া, তাবি), পৃঃ ২৩১; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৮৩।*

১৫. *ঐ, আল-আরবাঈন, পৃঃ ৩।*

১৬. *মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, আল-আসরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৩১৫।*

১৭. *হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ফী শরহে তাক্বরীবিন নববী (রিয়ায: মাকতাবাতুল কাওছার, ১৪১৭), ১/৩৫১ পৃঃ।*

(৩) 'উক্ত হাদীছের উপর আমল করার সময় যেন ছহীহ হাদীছ মনে না করে। কারণ তা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্বোধন করাই ঠিক নয়। বরং সতর্কতার দিক মনে করবে'।[১৮]

(٤) أَنْ يَّكُوْنَ مَوْضُوْعُ الْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِىْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

(৪) উক্ত যঈফ হাদীছ যেন ফাযায়েলে আমল সংক্রান্ত হয়।

(٥) وَأَنْ لَّايُعَارِضَ حَدِيْثًا صَحِيْحًا.

(৫) ঐ হাদীছ যেন ছহীহ হাদীছের বিরোধী না হয়।

(٦) أَنْ لاَيَعْتَقِدَ سَنِيَّةً مَايَدُلُّ عَلَيْهِ.

(৬) তার আলোকে যা প্রমাণিত হয়েছে তাকে যেন মর্যাদাবান মনে না করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উপরিউক্ত শর্তগুলো ছাড়াও আরো অতিরিক্ত একটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন-

أَنْ لَّايُشْتَهَرَ ذَلِكَ لِئَلَّايَعْمَلَ الْمَرْءُ حَدِيْثًا ضَعِيْفًا فَيَشْرَعُ مَالَيْسَ بِشَرْعٍ أَوْيُـــرَاهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ سُنَّةٌ صَحِيْحَةٌ.

'ঐ হাদীছ যেন প্রসিদ্ধি লাভ না করে। যাতে করে মানুষ যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করতে গিয়ে যেন তাকে শরী'আত মনে না করে। কারণ তা শরী'আত নয়। অথবা জাহেলরা যেন তাকে ছহীহ সুন্নাহ মনে না করে।[১৯]

পর্যালোচনাঃ

উক্ত মতামতকে সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে মূল্যায়ন করলে বুঝা যায় ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিলতা দেখানো উচিত নয়। তারা যে শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন তাতেই উক্ত সত্য প্রতিভাত হয়েছে।

(১) আহকাম বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে যদি যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য না হয় তাহ'লে ফযীলতের ক্ষেত্রে কীভাবে তা গ্রহণীয় হবে? কারণ আহকাম ও ফযীলত উভয়টিই তো শরী'আত।

(২) পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের মধ্যে বিশেষ করে ইমাম আহমাদ যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে যে শিথিলতা উল্লেখ করেছেন তা কেবল বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, আমলের ক্ষেত্রে নয়। আর বাস্তব কথা এটাই। ইবনুছ ছালাহ, ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানী সহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ একথাই বলেছেন। ইবনুছ ছালাহ বলেন

১৮. *আল্লামা হাফেয সাখাবী, আল-ক্বাওলুল বাদী, পৃঃ ২৫৮; তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ১৯৬।*

১৯. *ইবনু হাজার, তাবঈনুল আজাব, পৃঃ ৩-৪; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৭৬।*

وَيَجُوْزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمْ التَّسَاهُلُ فِىْ الْأَسَانِيْدِ.

‘মুহাদ্দিছগণসহ অন্যান্যদের নিকটে শিথিলতা জায়েয হ’ল- সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে’।[২০] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের বক্তব্যেও তা ফুটে উঠেছে।[২১]

তাছাড়া মুহাদ্দিছগণের নীতিও তাই। কারণ তারা হাদীছ বর্ণনা করে তার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন যঈফ কিংবা জাল বা মুনকার বলে। এ সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ে আবুদাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈর উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হতে পারে- যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা এবং এর ত্রুটি প্রকাশ করা যাতে বিদ‘আতীরা উক্ত ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে। তাই শায়খ আলবানী বলেন, وَهُوَ أَنْ يَحْمِلَ تَسَاهُلُ الْمَذْكُوْرِ عَلَى رِوَايَتِهِمْ إِيَّاهَا مَقْرُوْنَةٌ بِأَسَانِيْدِهَا كَمَا هِىَ عَادَتُهُمْ ‘তাদের উক্ত শিথিলতা শুধু বর্ণনার ক্ষেত্রে, যা সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমনটি তাদের নীতি’।[২২] অতএব যঈফ হাদীছের উপর মুহাদ্দিছগণের শিথিলতা ছিল কেবল বর্ণনার ক্ষেত্রে। এর উপর আমল করার প্রশ্নই আসে না।

(৩) তারা যে শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো অনুধাবন করলে যঈফ হাদীছ সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যেমন- (ক) বর্ণনা করার সময় রাসূলের দিকে সম্বোধন করা যাবে না। (খ) আমল করার সময় রাসূলের হাদীছ মনে করে আমল করা যাবে না। (গ) তাকে হাদীছ বলে বিশ্বাস করা যাবে না। (ঘ) তাকে মর্যাদাশীল বলে ধারণা করা যাবে না। (ঙ) এমনভাবে আমল করা যাবে না যাতে সবার কাছে পরিচিত হয়। (চ) সাবধান থাকতে হবে যেন তা বিদ‘আত না হয় এবং অধিক দুর্বল না হয়। বলা আবশ্যক যে, এধরণের শর্ত জানার পর কোন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ যঈফ হাদীছ আমল করতে পারে না, বলতেও পারে না।[২৩]

(৪) শুধু ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করলে অবশ্যই তার পক্ষে দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু সে দলীল কোথায়? বরং এই মত হাদীছ গ্রহণের মূলনীতির বিরোধী। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে যে দু’টি হাদীছ পেশ করা হয় তা জাল।[২৪]

২০. *মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৪৯; ছহীহ তারগীব ১/৫০-৫১।*
২১. إذا جاء الحلال والحرام شددنا فى الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسـانيد -*ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১৮/৬৫ পৃঃ।*
২২. *যঈফুল জামে‘ ১/৪৭ পৃঃ, ভূমিকা দ্রঃ।*
২৩. *ছহীহ আত-তারগীব ১/৫১; আল-ক্বাওলুল বাদী, পৃঃ ২৫৮; তাবঈনুল আজাব, পৃঃ ৩-৪।*
২৪. *‘যার নিকটে আমার পক্ষ থেকে আমলের ছওয়াব সংক্রান্ত কিছু পৌঁছল অতঃপর আমল করল সে নেকী পাবে। যদিও আমি ঐ কথা না বলি’- তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ২৮; সিলসিলা যঈফাহ ৫/৬৮-৬৯; জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ১/২২; আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪০৫; সিলসিলা যঈফাহ ১/৪৫৩-৫৯ পৃঃ; আল-ক্বাওলুল মুনীফ, পৃঃ ৪৫-৪৬।*

(৫) যইফ হাদীছের পক্ষে ইমাম নববীর ইজমা দাবী এবং মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ঐকমত্য সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেছেন তা বাস্তবতার বিরোধী। কারণ ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, মুসলিম সহ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ এর বিরোধিতা করেছেন। যা আমরা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইজমাও হয়নি, ঐকমত্যও হয়নি। ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর এর প্রতিবাদ করে বলেন,

اَنَّ النَّوُوىَّ مُتَسَاهِلٌ فِىْ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فَكَثِيْرًا مَايَنْقُلُ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَسْأَلَةٍ الْخِلَافُ فِيْهَا مَشْهُوْرٌ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ قَدْ نَقَلَهُ بِنَفْسِه.

‘ইমাম নববী ইজমা উদ্ধৃতির বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যত মাসআলার ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে মতানৈক্যই প্রসিদ্ধ। বরং তিনি নিজের পক্ষ থেকেই উল্লেখ করেছেন’।[২৫] এছাড়া ইবনুল হুমাম সহ কেউ কেউ মুস্তাহাব আমল জায়েয বলে যে কথা বলেছেন সে দাবীও ঠিক নয়। কারণ মুস্ত াহাব আমলও শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত, যা ছহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না হ’লে মুস্তাহাব বলে স্বীকৃতি পাবে না।

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَئِمَّة إِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَّجْعَلَ الشَّيْئَ وَاجِبًا أَوْمُسْتَحَبًّا بِحَـــدِيْثٍ ضَعِيْفٍ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.

‘মুহাদ্দিছ ইমামগণের মধ্যে কেউই এমন কথা বলেননি যে, যঈফ হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব আমল জায়েয হবে। যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে সে ইজমার বিরোধীতা করবে’।[২৬]

(৬) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের প্রমুখ মুহাদ্দিছ বলেছেন, ইমাম আহমাদ সহ কতিপয় মুহাদ্দিছ যঈফ হাদীছের পক্ষে যে মত দিয়েছেন তা দ্বারা তারা হাসান পর্যায়ের হাদীছকে বুঝিয়েছেন। কারণ সে সময় ছহীহ ও যঈফ এই দুই প্রকার হাদীছই প্রসিদ্ধ ছিল। হাসান হাদীছ ব্যাপকভাবে

২৫. *আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৯।*
২৬. *ছহীহ তারগীব, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫৫-৫৬; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৭-২৯৯। ইবনু তায়মিয়াহ আরো বলেন,* ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان فى عرف أحمد بن حبنل ومن قبله من العلماء أن الحـــديث ينقـــسم الى نوعين صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم الى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم الى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المـــال والى ضـــعيف خفيف لا يمنع من ذلك. -*ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১/২৫১ পৃঃ।*

প্রসিদ্ধ ছিল না। যা তাদের পরবর্তী যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[২৭]

(৭) তাদের বক্তব্যগুলো ইজতিহাদ ভিত্তিক। আর ইজতিহাদ অনেক সময় ভুলও হয়। সুতরাং প্রমাণিত হলে তা থেকে ফিরে আসতে হবে।[২৮]

(তিন) সীরাত, তাফসীর, ইতিহাস, মাগাযী, সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিথিলতা:

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ বর্ণনা করা, দলীল হিসাবে পেশ করা, আমল করা কোন ক্ষেত্রেই অলসতার কোন সুযোগ নেই। কারণ হাদীছ বর্ণনা করা সংক্রান্ত তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্য সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সেখানে কোন ক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়া হয়নি।[২৯] রাসূল কিংবা ছাহাবীদের জীবনী হোক, তাফসীর, ইতিহাস, মাগাযী, সাহিত্য যা-ই হোক সর্বক্ষেত্রে হাদীছের ছহীহ যঈফ যাচাই করে পেশ করতে হবে।[৩০] এ বিষয়ে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের অধিকাংশই হাদীছ যাচাইয়ের ব্যাপারে অলসতা করেছেন। ফলে এ সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। যা রাসূলের হাদীছের পবিত্রতা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এক্ষণে আগামী দিনের সাবধানতাই বিশেষভাবে কাম্য।

চূড়ান্ত বক্তব্য:

যঈফ হাদীছের ব্যাপারে চূড়ান্ত বক্তব্য হ'ল, কোন ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে হোক বা ওয়ায-নছীহত, ফযীলত সহ যেকোন বিষয়ে হোক। **প্রথমত:** সকল মুহাদ্দিছ এ ব্যাপারে একমত যে, যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণাপ্রবণ, যার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।[৩১] **দ্বিতীয়ত:** মুহাদ্দিছগণ হাদীছ গ্রহণযোগ্য ও বর্জনযোগ্য হিসাবে যে দু'টি ভাগ করেছেন প্রত্যেক মুহাদ্দিছই যঈফ হাদীছকে বর্জনযোগ্য প্রকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। **তৃতীয়ত:** এই শিথিলতার জন্য হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর গুরুত্ব, ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের বিশাল পরিশ্রম মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। **চতুর্থত:** এই সুযোগে জাল হাদীছ সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে এবং চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ফলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। **পঞ্চমত:** আল্লাহ্‌র বিধান

২৭. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ২/১৯১; ই'লামুল মুআক্কি'ঈন ১/৩১; আল-বায়েছুল হাছীছ, পৃঃ ৮৭; উল্লেখ্য, আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, এমনকি ইমাম আহমাদও কখনো কখনো 'হাসান হাদীছের' কথা বলেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তা খুবই কম -আলী ইবনুল মাদীনী, আল-ইলাল, পৃঃ ১০২; তিরমিযী হা/১৩৬৬, ১/২৫৩ পৃঃ, 'কিতাবুল আহকাম'; ই'লামুল মুআক্কি'ঈন ৩/৩৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯০-২৯১।*

২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৩২; আল-ই'তিছাম ১/১৭৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৫।*

২৯. *ছহীহ বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪০, সনদ ছহীহ।*

৩০. *কাফীজী, মুখতাছার ইলমুত তারীখ, পৃঃ ৩৩৬; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ৩২০-৩২১।*

৩১. *সূরা ইউনুস ৩৬; হুজুরাত ৬; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ; মিশকাত হা/১৯৯; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪।*

সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। এখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ত্রুটির স্থান নেই। **ষষ্ঠত:** আধুনিক যুগের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রায় সকল মুহাদ্দিছ সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠ আলোচনা করে আসছেন। বিশেষ করে যারা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যেমন-

ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর 'আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী' শিরোনামে মাষ্টার্সে থিসিস করেন। ৪৯০ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থে তিনি এ ব্যাপারে সার্বিক দিক পর্যালোচনা করেছেন। অতঃপর প্রধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন,

يُتَرَجَّحُ الرَّأْىُ الثَّانِىْ وَهُوَ عَدَمُ الْأَخْذِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مُطْلَقًا لَا فِى الْأَحْكَامِ وَلَافِىْ غَيْرِهَا.

'দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্যযোগ্য। অর্থাৎ কোন প্রকার যঈফ হাদীছ গ্রহণ না করা। না আহকামের ক্ষেত্রে না অন্যান্য বিষয়ে'।[৩২] ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী 'আল-ক্বাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ' নামে রচিত **১১২** পৃষ্ঠার গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বলেন,

فَإِنِّىْ أَمِيْلُ إِلَى رَأْىِ مَنْ قَالَ بِعَدْمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مُطْلَقًا.

'আমি তাঁর মতকে প্রাধান্য দেই যিনি যাবতীয় যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করতে নিষেধ করেন'।[৩৩] এছাড়া 'হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযায়েলিল আ'মাল' প্রণেতা আশফার বিন সাঈদ সহ বহু মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম এর পক্ষে আলোচনা করেছেন।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

خُلاَصَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِىْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ لاَيَجُوْزُ الْقَوْلُ بِهِ عَلَى التَّفْسِيْرِ الْمَرْجُوْحِ إِذْ هُوَ خِلاَفُ الْأَصْلِ وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

'মোটকথা হ'ল, ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা সম্পর্কে কথা বলা প্রাধান্যযোগ্য বিশ্লেষণের আলোকেই জায়েয নয়। কারণ এটা মূলের বিপরীত এবং দলীল বিহীন কথা'।[৩৪]

আমরা আগামী দিনের জন্য আশায় বুক বাধতে পারি যে, মুসলিম উম্মাহ সকল প্রকার যঈফ হাদীছ বর্জন করে কেবল ছহীহ হাদীছের মহা কল্যাণকর মঞ্জিলে ফিরে

৩২. *ঐ, পৃঃ ৩০৩।*

৩৩. *ঐ, পৃঃ ৬৩।*

৩৪. *ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক্ব আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ (বৈরুত: দারুর রাইয়াহ, ১৪০৯), ভূমিকা দ্রঃ, পৃঃ ৩৮।*

আসবে। এজন্য আমরা শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর মহান প্রত্যাশা দ্বারা এই আলোচনার ইতি টানতে চাচ্ছি-

وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّنَا نَنْصَحُ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا أَنْ يَّدْعُوْا الْعَمَلَ بِالْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ مُطْلَقًا وَأَنْ يُّوَجِّهُوْا هِمَّتَهُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِمَا ثَبَتَ مِنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيْهَا مَا يُغْنِىْ عَنِ الضَّعِيْفَةِ وَفِىْ ذَلِكَ مُنَجَاتٌ مِنَ الْوُقُوْعِ فِىْ الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّنَا نَعْرِفُ بِالتَّجْرُبَةِ أَنَّ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ فِى هَذَا قَدْ وَقَعُوْا فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْكِذْبِ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُوْنَ بِكُلِّ مَا هَبَّ وَدَبَّ مِنَ الْحَدِيْثِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ رواه مُسْلِم فى مقدمة صحيحه وَعَلَيْهِ أَقُوْلُ كَفَى بِالْمَرْءِ ضَلَالاً أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ ما سَمِعَ.

‘মৌলিক কথা হ’ল, আমরা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিম ভাইকে নছীহত করছি, তারা যেন সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার যঈফ হাদীছের আমল বর্জন করেন এবং তাদের সাহস যেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরিয়ে দেন। যঈফ হাদীছ থেকে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ। কারণ আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করছি যে, যারা এর বিরোধিতা করে থাকে তারা ইতিমধ্যেই উল্লিখিত মিথ্যারোপের মধ্যে পড়ে গেছে। হাদীছের নামে যত্র-তত্র যা প্রচলিত তারা তা-ই আমল করছে। অথচ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, ‘কারো মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে’।[৩৫] আর এরই উপর ভিত্তি করে আমি বলি, ‘কারো পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শুনে তাই আমল করে’।[৩৬]

৩৫. *মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ।*
৩৬. *ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফুল জামে‘ আছ-ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫১ পৃঃ; ঐ, ছহীহুল জামে‘ আছ-ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫৬ পৃঃ।)।*

অষ্টম অধ্যায়

মূলনীতির বাস্তবতা ও সমাজচিত্র

ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে এ যাবৎ যত খেদমত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেদমত হয়েছে হাদীছ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিশোধন-পরিমার্জন করার কোন নীতি ছিল না। হাদীছ সংগ্রহ করা এবং রাবীদের নাম, উপনাম, বংশ পরিচয়, জীবনী, চরিত্র ও গুণাবলী সংরক্ষণ করা ও গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাস কেবল মুহাম্মাদী উম্মতেরই রয়েছে। কিন্তু এই অবদানের প্রভাব বৃহত্তম মুসলিম উম্মাহর উপর তেমন পড়েনি। যুগের পর যুগ তা গ্রন্থাবদ্ধই থেকে গেছে। ইসলামকে কলুষিত করার জন্য ইহুদী-খ্রীষ্টান এবং তাদের হাতে গড়া মুসলিম নামের যিন্দীক্ব, শী‘আ, খারেজী, রাফেযী দালালরা রাসূলের নামে যে সমস্ত হাদীছ জাল করেছিল সেগুলোই আজ সমাজে চালু আছে। আর তারই মরণফাঁদে আটকা পড়ে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়েছে মুসলিম উম্মাহ । আর প্রত্যেক ফের্কার পৃথক পৃথক আক্বীদা ও আমল রচিত হয়েছে। ৫ম শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝিতে স্ব স্ব দলের আমলের উপরে রচিত হয় পৃথক পৃথক বহু গ্রন্থ। অথচ তারও দুইশ’ বছর পূর্বে অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই মালেক মুওয়াত্ত্বা, মুসনাদে আহমাদ, প্রসিদ্ধ ছয়খানা হাদীছ গ্রন্থ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু দলীয় কন্দোলের প্রভাবে হাদীছ গ্রন্থের দিকে ভ্রূক্ষেপই করা হয়নি। তাছাড়া মুহাদ্দিছগণ যেসমস্ত জাল ও যঈফ হাদীছ পৃথক করেছেন এবং হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের যে মূলনীতি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে সেদিকেও দলীয় ফক্বীহগণ কোন দৃষ্টি দেননি। ফলে ফিক্বহী গ্রন্থ সমূহ জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। আর উক্ত জাল ও যঈফ হাদীছ এবং রায় ও ক্বিয়াস ভিত্তিক ফিক্বহী মাসআলার অগ্নিজালে মানুষ পুড়ে মরছে। তারা স্ব স্ব ইমামের মাযহাবকে যেমন আঁকড়ে ধরেছে তেমনি রচিত ফেক্বহী গ্রন্থ সমূহকেও অনুসরণীয় গাইড বুক হিসাবে গ্রহণ করেছে। এভাবে অধিকাংশ মানুষই স্থায়ীভাবে বিভ্রান্তির মহা সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যেখান থেকে উদ্ধার হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী (রহঃ) এভাবেই তার বক্তব্য চিত্রিত করেছেন।

وَأَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ وَهُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظْرِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْرِجُوْنَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ إِلَّا عَلَى أَقَلِّهِ وَلَا يَكَادُوْنَ يُمَيِّزُوْنَ صَحِيْحَهُ مِنْ سَقِيْمِهِ وَلَايَعْرِفُوْنَ جَيِّدَهُ مِنْ رَدِيئِهِ وَلَايَعْبَأُوْنَ بِمَا بَلَغَهُمْ أَنْ يَّحْتَجُّوْا بِهِ عَلَى خُصُوْمِهِمْ إِذَا وَافَقَ مَذَاهِبَهُمْ الَّتِى يَنْتَحِلُوْنَهَا وَوَافَقَ أَرَائَهُمْ الَّتِىْ يَعْتَقِدُوْنَهَا وَقَد اصْطَلَحُوْا عَلَى مَوَاضِعِهِ بَيْنَهُمْ فِىْ قُبُوْلِ الْخَبَرِ الضَّعِيْفِ وَالْحَدِيْثِ الْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَهَرَ عِنْدَهُمْ وَتَعَاوَرَتْهُ الْأَلْسُنُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ مِنْ ثَبْتٍ فِيْهِ أَوْ يَقِيْنٍ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ ضَلَّةٌ مِنَ الرَّأْىِ وَغَبْنًا فِيْهِ.

'দ্বিতীয় স্তরের হ'লেন, ফক্বীহ ও দার্শনিকগণ। তারা হাদীছের প্রতি খুব কমই বিচরণ করেছেন। তারা ছহীহ হাদীছ সমূহকে দুর্বল হাদীছ থেকে পার্থক্য করেননি, ভালকে মন্দ থেকে স্পষ্ট করেননি এবং তাদের নিকট হাদীছ পৌঁছলে তারা দোষ প্রকাশ করেননি। করণ তারা যেন বিতর্কিত বিষয়ে সেগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে পারেন, যখন তা তাদের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্য হবে যার দাবী তারা করে থাকেন এবং যখন তাদের রায়ের সাথে মিলে যাবে, যার আক্বীদা তারা পোষণ করেন। বহু স্থানে তারা নিজেরা যঈফ ও সনদ বিচ্ছিন্ন হাদীছ গ্রহণ করার জন্য উছূল প্রণয়ন করেছেন। এমন বিষয়ের জন্য যা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ ও মানুষের মুখে প্রচলিত আছে। যদিও তাতে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ততা কিছুই নেই। এটাই রায়ের ভ্রষ্টতা ও তার প্রবঞ্চনা'।[1]

দলীয় ফিক্বহ ও ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ যে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা পরিপূর্ণ সে বিষয়ে আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আল্লামা মারজানী (রহঃ) প্রমুখ হানাফী বিদ্বানগণই মন্তব্য করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তারা হানাফী মাযহাবের বৃহৎ কিতাব 'হেদায়াহ', শাফেঈ মাযহাবের বড় কিতাব 'শারহুল ওয়াজীযের' কথা উল্লেখ করেছেন।[2] এ সম্পর্কে আমরা 'ফক্বীহদের উপর জাল ও যঈফ হাদীছের মর্মান্তিক প্রভাব' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ ও ফাতাওয়ার গ্রন্থ কাসানী রচিত 'বাদায়েউছ ছানায়ে', মারগিনানী রচিত 'আল-হেদায়াহ', 'বাহরুর রায়েক্ব', 'ফাৎহু বাবিল ইনায়াহ', 'শারহু ফাৎহিল ক্বাদীর', 'তাবঈনুল হাক্বাইক্ব', 'কাশফুল হাক্বায়েক্ব', 'আল-ইখতিয়ার', 'আদ-দুররুল মুখতার', 'আল-মাবসূত্ব', 'হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন', 'কুদূরী', 'শারহুল বেক্বায়াহ', ফাতাওয়া আলমগীরী প্রভৃতি গ্রন্থে জাল ও যঈফ হাদীছের ছড়াছড়ি।[3] এ ছাড়াও উক্ত কিতাবগুলোতে রয়েছে ছহীহ হাদীছের বিরোধী অসংখ্য ক্বিয়াস। যা মাযহাবী স্বার্থে হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১ খৃঃ) তিনি প্রায় ৬০০টি মাসআলা একত্রিত করেছেন যা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম ৮২ টি ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন যেগুলো কিয়াসের বিরোধী হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।[4] মালেক্বী মাযহাবের 'আল-মুদাওয়ানাহ', 'মাওয়াহিবুল জালীল 'আলা মুখতাছারি খালীল', 'আশ-শারহুছ ছগীর 'আলা আক্বরাবিল মাসালিক', 'ফাৎহুর রহীম' প্রভৃতি।

১. *ইমাম আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী, মু'আলিমুস সুনান ১/৭-৮ পৃঃ; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৪।*
২. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, জামে' ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে' কাবীর, পৃঃ ১৩; নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত ১/৩; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৬-২৯৭; মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৮।*
৩. *দ্রঃ আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ৩৭৩; হাকীম মুহাম্মাদ আশরাফ সিন্ধু, নাতায়েজুত তাক্বলীদ (লাহোর: দারুল ইশা'আত আশরাফিয়া ১৩৬৪/১৯৪৫), পৃঃ ৭৪-১০৩; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৮২।*
৪. *বিস্তারিত দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৮২।*

শাফেঈ মাযহাবের শীরাজী রচিত 'আল-মুহাযযাব', রাফেঈ প্রণীত 'ফাৎহুল আযীয শারহুল ওয়াজীয', 'নিহাইয়াতুল মুহতাজ', 'ফাৎহুল ওয়াহহাব শারহু মানহাজিত তুল্লাব'। হাম্বলী মাযহাবের ইবনু কুদামাহ প্রণীত 'আল-মুগনী', ইবনু মুফলিহ রচিত 'আল-মুবদি', 'আর-রাওযুল মুরাব্বা', 'শারহু মুনতাহাল ইরাদাত', 'হেদাইয়াতুর রাগেব', 'আর-রাওযুন নাদী' ইত্যাদি গ্রন্থে অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে।[5] যুগ যুগ ধরে উক্ত কিতাবগুলো ছাত্রদের পড়ানো হচ্ছে আর জাল ও যঈফ হাদীছও বিস্তৃতি লাভ করছে।

তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে, তাফসীরে নাক্কাশ, ছা'লাবী, ওয়াহিদী, কাশশাফ, বায়যাবী, আবী সাঈদী, মাযহারী, রূহুল বায়ান, দুররুল মানছূর প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত দু'একটি ছাড়া সমস্ত হাদীছই জাল ও যঈফ। বিশেষ করে ইসরাঈলী মিথ্যা কাহিনীতে ভরপুর।[6] বিশেষ করে সূরার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো সবই জাল। তাফসীরে জালালায়েন, মা'আরিফুল কুরআন, রুহুল মা'আনী, রুহুল বায়ান, তাফহীমুল কুরআন, হাক্কানীতেও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ সমূহে পরিপূর্ণ। উল্লেখ্য, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাফসীর ইবনু কাছীর, কুরতুবী, ফাৎহুল ক্বাদীর, তাবারীতেও কিছু ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ আছে। তবে তা মুহাদ্দিছগণ তাহক্বীক্ব করে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের জীবনী গ্রন্থ, ইতিহাস, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী, সাহিত্য প্রভৃতি কিতাবে জাল ও যঈফ হাদীছ স্থান পেয়েছে ব্যাপকভাবে। উসদুল গাবাহ, কিতাবুল আগানী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ইহইয়া উলূমিদ্দীন প্রভৃতি। মাযহাবী ফক্বীহদের মধ্যে যারা হাদীছের ব্যাখ্যা লিখেছেন তাদের গ্রন্থে জাল ও যঈফ হাদীছের সংখ্যা আরো বেশী।[7]

৫. *আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ৩৭৭-৮৫।*
৬. قال شيخ الاسلام ابن تيمية أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبى والنقاش والواحدى وأمثال هؤلاء لكثرة ما يرويه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوع *-মিনহাজুস সুন্নাহ, পৃঃ 4/8;* وكذلك الزمخشرى والبيضاوى وأبو السعود فإنهم يذكرون فى تفاسيرهم فى نهاية كل سورة ما ورد فى فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم *আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০; আরো দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, আল-ইসরাঈলিইয়াত ওয়াল মাওযূ'আত ফী কুতুবিত তাফসীর।*
৭. وأما كتب الأدب فهى مشحونة بالأخبار الباطلة والآثار الضعيفة بل والحكايات المسفة الماجنة ويعود السبب فى ذلك إلى أن غالب من ألف في هذا الباب ليسوا بثقات ولا ملتزمين بآداب الإسلام وأحكامه وأدل دليل على ذلك أعظم كتاب عند القوم وهو كتاب الأغلنى لأبى الفرج الأصفهاني وهو شيعى قيل فيه إنه أكذب الناس وكان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشترى شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها *-আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ৩৮৫।*

বর্তমান যুগেও ফিক্বহ, তাফসীর, ইতিহাস, শারহুল হাদীছের উপর গ্রন্থ রচিত হচ্ছে কিন্তু জাল ও যঈফ হাদীছের দিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ করা হচ্ছে না। বিশ্বের বড় বড় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীছের দরস প্রদান করা হচ্ছে এবং বছর শেষে মানপত্র সহ জমকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ছাত্ররা হাদীছের ছহীহ যঈফ ও উছূলে হাদীছ সম্পর্কে তেমন ধারণা পাচ্ছে না। তাই তাদের বক্তব্য, লেখনী, আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো প্রচারিত হচ্ছে।

আমাদের দেশে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে যে সমস্ত বই-পুস্তক, পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলোতে জাল ও যঈফ হাদীছের ছড়াছড়ি। শত শত ইসলামী দল ও হাযার হাযার আলেমের পক্ষ থেকে গ্রন্থ রচিত হলেও জাল ও যঈফ হাদীছের কুপ্রভাবে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ করে এখন চলছে হাদীছের অনুবাদ বাণিজ্য। অনুবাদে তো কারচুপি আছেই তথাপি টীকায় জাল ও যঈফ হাদীছ এবং খোঁড়া যুক্তি উল্লেখ করে ছহীহ হাদীছকে হত্যা করা হচ্ছে, যদি তা নিজেদের মাযহাব ও আমল-আক্বীদার বিরোধী হয়। এভাবে সর্বস্তরের জনগণ জাল ও যঈফ হাদীছের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে যুগের পর যুগ। এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মূলনীতি থাকলেও তার বাস্তবতা বড়ই করুণ। ফক্বীহ, ঐতিহাসিক, মুফাসসির, সীরাত সংকলক, হাদীছের ব্যাখ্যাকার সকলেই যেন অলসতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এক্ষণে নিম্নে আমরা এই করুণ বাস্তবতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করব-

করুণ বাস্তবতার উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ:

(১) যঈফ হাদীছের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন:

উক্ত করুণ বাস্তবতার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী যঈফ হাদীছের প্রতি কতিপয় মুহাদ্দিছের দুর্বল মনোভাব। বিশেষ করে ফযীলতের হাদীছগুলোকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়ায় মিথ্যা হাদীছগুলো সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। ফাতাওয়া, তাফসীর, সীরাত, ইতিহাস, মাগাযী, সাহিত্য সকল বিষয়েই পড়েছে এর কুপ্রভাব। শুধু তাই নয় এর সাথে সংমিশ্রণ হয়েছে পরবর্তীতে রচিত অসংখ্য রসম-রেওয়াজ। হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি ছাহাবায়ে কেরামের মূলনীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হত এবং সংকলনের ক্ষেত্রে যদি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর মত কঠোর নীতি অবলম্বন করা হ'ত তাহ'লে এই পরিণতি কখনোই হ'ত না। তাই যঈফ ও জাল হাদীছের ব্যাপারে কোন আপোস নেই। সর্বত্র এর বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক।

(২) দলীয় কোন্দল:

মাযহাবী ফের্কাবন্দীর কারণে পূর্বেই জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা স্ব স্ব দলের ফিক্বহ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। পরবর্তীতেও নিজ নিজ দলের ফক্বীহগণ যখন যে বিষয়ে লেখালেখি করছেন তখন সে বিষয়ে জাল ও যঈফ হাদীছ প্রয়োগ করেছেন। ফলে সর্বত্রই তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং এই আবর্জনা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে

সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিশ্লেষক মনীষীদের দ্বারা তাহক্বীক্ব করানো এবং শিক্ষক ছাত্রদের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দরস সম্পাদন করা। অর্থাৎ প্রত্যেক হাদীছের তাখরীজ জানার সাথে সাথে ছহীহ-যঈফ যাচাই করা। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কোন অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ প্রদর্শিত 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমে' চলতে চাইলে উক্ত যাবতীয় দলীয় কোন্দল মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করে যেতে হবে।

(৩) স্বার্থান্ধ ফিক্বহী মূলনীতি:

প্রত্যেক দলের ফিক্বহী মাসআলার পক্ষে রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র উছূল বা মূলনীতি। মাসআলা বিশ্লেষণ করা এর উদ্দেশ্য হ'লেও অন্য দলের নিয়ম-নীতি, আক্বীদা-আমলকে খণ্ডন করা এবং নিজ মাযহাবকে শক্তিশালী করাই হ'ল এর মূল লক্ষ্য। এই অশুচি কাজ করতে তারা যেমন নিজেদের তলাহীন খোঁড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি জাল ও যঈফ হাদীছের সর্বগ্রাসী অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। এই সুযোগে কল্পিত ও মিথ্যা ব্যাখ্যা ও ঘটনা প্রয়োগ করে হাযার হাযার ছহীহ হাদীছকে নস্যাৎ করা হয়েছে। দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ্‌র মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। উছূলে শাশী, নূরুল আনওয়ার প্রভৃতি গ্রন্থগুলো সেকথাই মনে করিয়ে দেয়। এই গ্রন্থগুলো ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অত্যন্ত যত্নের সাথে পড়ানো হচ্ছে। ফলে জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচার যুগের পর যুগ থেকেই যাচ্ছে। আমরা মনে করি কুরআন-হাদীছের মধ্যে পরস্পরের কোন বিরোধ নেই। উভয় প্রকার অহি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে। স্বচ্ছতা ও দূরদৃষ্টির সাথে বিশ্লেষণ করলে কোন বিরোধ পাওয়া যায় না। তবে স্বার্থবাদী চক্র সুন্নাহ বিরোধী যে সমস্ত হাদীছ জাল করেছে সেগুলো তো বিরোধী হবেই। তাই উক্ত কূটতর্কে ব্যস্ত না থেকে আসুন নিঃশর্তভাবে ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধরি।

(৪) যে হাদীছ দ্বারা কোন মুজতাহিদ বা ফক্বীহ দলীল গ্রহণ করেছেন সে হাদীছ ছহীহ, যদিও তা যঈফ বা জাল হয়:

জনৈক মাযহাবী বিদ্বানের দাবী হ'ল, اَلْمُجْتَهِدُ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيْثٍ كَانَ تَصْحِيْحًا لَهُ 'মুজতাহিদ যখন কোন হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করবেন তখন তার জন্য তা ছহীহ সাব্যস্ত হবে'।[৮] মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীছের ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ার এটি একটি বলিষ্ঠ কারণ। দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে উক্ত উদ্ভট তথ্য পেশ করা হয়েছে। অথচ এটি একটি জঘন্য মিথ্যাচার। ফিক্বহী গ্রন্থ সমূহকে বাঁচানোর জন্যই উক্ত অভিনব কৌশল অবলম্বন গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ফিক্বহী গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হাদীছ যখনই যাচাই করা হবে তখনই অসংখ্য হাদীছ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত

৮. ডঃ মুর্তাযা যাইয়িন আহমাদ, মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৭।

হবে। তখন সেগুলো বর্জন করা আবশ্যক হয়ে যাবে। ফলে মাযহাবের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যাবে। অথচ মুজতাহিদ বা ফক্বীহ কেউই ভুলের উর্ধ্বে নন। তাদেরও ভুল হয়, যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন।[৯] সুতরাং কোন বিষয়ে তারা যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকলে এবং তাদের কোন ভুল হলে তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কেননা উক্ত প্রমাণিত ভুলের উপর কখনো কোন মানুষ আমল করতে পারে না। মুজতাহিদ ও ফক্বীহ নামের অসংখ্য ব্যক্তি জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন এবং অসংখ্য ভুল করেছেন। তাই বলে কি সেই ভুলের উপর মানুষ আমল করবে? কখনোই না। বলা বাহুল্য যে, উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই মাযহাবী ব্যক্তিরা জাল ও যঈফ হাদীছের আমল পরিত্যাগ করতে চায় না।

(৫) 'ছিহহা সিত্তাহ' বা ছয়খানা ছহীহ কিতাবঃ

উক্ত কথা সমাজে বহুল প্রচলিত থাকলেও বাস্তবে এর কোন ভিত্তি নেই। উপমহাদেশের দেশগুলোতে একথা খুবই প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এখানেই এ কথার উদ্ভব হয়েছে।[১০] ফলে সাধারণ জনতা মনে করে যে, এই ছয়খানা কিতাবের সমস্ত হাদীছই ছহীহ। অথচ শুধু ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমই 'ছহীহায়েন' বা 'দুইখানা ছহীহ গ্রন্থ' হিসাবে মুহাদ্দিছগণের নিকটে প্রসিদ্ধ। আর আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ এই চারটি কিতাবকে বলা হয় 'সুনানু আরবা'আহ'। **দ্বিতীয়তঃ** ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) স্ব স্ব কিতাবের নাম নিজেরাই 'ছহীহ' রেখেছেন। ফলে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কোন যঈফ হাদীছ নেই। পক্ষান্তরে অন্য চার ইমাম কেউ তাদের কিতাবের নাম 'ছহীহ' রাখেননি। বরং তারা 'সুনান' নামে নামকরণ করেছেন। তাই বলা হয় 'সুনানু আরবা'আহ' বা সুনানের চারটি কিতাব। এই চারটি গ্রন্থে বেশ কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ থাকার কারণে তারা ছহীহ নাম রাখেননি। বহু স্থানে তারা তা উল্লেখও করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হ'লঃ

(এক) সুনানে তিরমিযী প্রসঙ্গঃ

* 'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত ছালাত পড়বে তার জন্য তা ১২ বছরের ইবাদতের সমান হবে'।[১১] হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন,

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِب عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৪২, ২/১০৯২পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৮৭, ২/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৭৩২; ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/১৭৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৫।*

১০. *আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন; জামে তিরমিযী, বাংলা অনুবাদঃ আব্দুন নূর সালাফী ১/৮ ভূমিকা দ্রঃ।*

১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِب ستَّ رَكَعَات لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَة ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً *-তিরমিযী হা/৪৩৬, ১/৯৮ পৃঃ।*

لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث زَيْد بْنِ الْحُبَاب عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ قَالَ و سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَديث وَضَعَّفَهُ جدًّا.

'আয়েশা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলের নামে বর্ণিত হয়েছে যে, মাগরিবের পর যে ব্যক্তি ২০ রাক'আত ছালাত পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। অতঃপর তিনি বলেন, আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছটি গরীব। আমরা ওমর ইবনে আবী খাছ'আমা থেকে বর্ণিত যায়েদ ইবনু হুবাবের হাদীছ ছাড়া আর কিছু জানি না। ইমাম বুখারীকে ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ আবী খাছ'আমা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, সে অস্বীকৃত রাবী, তিনি তাকে নিতান্ত যঈফ বলেছেন'।[১২] অর্থাৎ তাঁর নিকট উক্ত হাদীছ দু'টি যঈফ।

* 'যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পড়বে সে ১০ বার কুরআন খতম করার ছওয়াব পাবে'।[১৩] উক্ত হাদীছ জাল। ইমাম তিরমিযী এ সম্পর্কে বলেন,

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْث حُمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ وَبِالْبَصرَةِ لَا يَعْرِفُوْنَ مِنْ حَدِيْث قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَهَارُوْنَ أَبُوْ مُحَمَّد شَيْخٌ مَجْهُوْلٌ... وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَلَا يَصِحُّ حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ مِّنْ قِبَلِ إِسْنَاده وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

'এই হাদীছটি গরীব। হামীদ বিন আব্দুর রহমানের হাদীছ ছাড়া অন্য কেউ আমাদের কাছে পরিচিত নয়। বছরাতে এই হাদীছ ছাড়া ক্বাতাদার বর্ণিত হাদীছ তারা জানে না। আর হারূণ হলেন আবু মুহাম্মাদ। তিনি অপরিচিত শায়খ। এই বিষয়ে আবুবকর ছিদ্দীক্ব থেকেও হাদীছ রয়েছে। কিন্তু সনদের দিক থেকে তা ছহীহ নয়। এর সনদ যঈফ।[১৪]

* 'খাওয়ার সময় কাউকে ডেকো না এমনকি সালামও দিও না'।[১৫] উক্ত হাদীছটি জাল। ইমাম তিরমিযী বলেন,

১২. *যঈফ তিরমিযী হা/৬৬, পৃঃ ৪৮-৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯; যঈফুল জামে' হা/৫৬৬১।*

১৩. عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآن يس وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآن عَشْرَ مَرَّات *-তিরমিযী হা/৩০৬০ ও ৩০৬১, ২/১১৬ পৃঃ, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়।*

১৪. *যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৩, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৯, ১/৩১২ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/১৯৩৫।*

১৫. لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ *-তিরমিযী হা/২৮৫৪, ২/৯৯ পৃঃ, 'অনুমতি ও শিষ্টাচার' অধ্যায়।*

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

‘এই বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত। এই সূত্র ছাড়া এর অন্য কোন সূত্র আমরা অবগত নই। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, এর রাবী আনবাসা ইবনু আব্দুর রহমান দুর্বল, সে হাদীছ জালকারী এবং মুহাম্মাদ বিন যাযানও মুনকার রাবী’।[১৬]

ইমাম তিরমিযী অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে ঐধরনের মন্তব্য করেছেন। তবে উক্ত মন্তব্যযুক্ত কিছু হাদীছ অন্যত্র শাহেদ বা ছহীহ সাক্ষী হাদীছ থাকার কারণে মুহাদ্দিছগণের নিকটে তা ছহীহ বা হাসান প্রমাণিত হয়েছে। কিছু কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে ছহীহ বা হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু পরবর্তী তাহক্বীক্বে তা যঈফ প্রমাণিত হয়েছে।

(দুই) সুনানে আবুদাঊদ প্রসঙ্গ:

* ‘তোমরা তোমাদের হাতের পেট দ্বারা আল্লাহর কাছে চাও, পিঠ দ্বারা চেও না। আর যখন দু‘আ শেষ করবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসাহ করবে’।[১৭] বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে মন্তব্য করেন,

رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

‘এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেক সূত্রই দুর্বল। এটিও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ’।[১৮] মূলত হাত তুলে দু‘আ করার পর মুখে মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।[১৯]

* ‘আল্লাহর রাসূল জুম‘আ ছাড়া অন্য ছালাত দিনের মধ্যভাগে পড়া অপসন্দ করতেন। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। তবে জুম‘আর দিনে করা হয় না’।[২০] ইমাম আবুদাঊদ বলেন,

১৬. *যঈফ তিরমিযী হা/৫১০; যঈফুল জামে‘ হা/৩৩৭৪।*
১৭. سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ -*যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১১২, হা/১৪৮৫।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯।*
১৯. *বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: লেখক প্রণীত ‘শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত’, পৃঃ ৬৭-৭০।*
২০. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ -*আবুদাঊদ হা/১০৮৩, ১/১৫৫ পৃঃ।*

قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ ‘হাদীছটি যঈফ। মুজাহিদ আবু খলীল থেকে অনেক বড়। তিনি ক্বাতাদা থেকে হাদীছ শুনেননি’।[২১]

* ‘ছালাতের সালাম গোপন করা যায়’।[২২] উক্ত হাদীছ যঈফ। ইমাম আবুদঊদ বলেন,

قَالَ عِيسَى نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ.

‘ঈসা বলেন, ইবনুল মুবারক আমাকে এই হাদীছ মারফূ সূত্রে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। আবুদাঊদ বলেন, আবু উমাইর ঈসা ইবনু ফাখূরীর কাছে শুনেছি। তিনি আরো বলেন, ফিরইয়াবী যখন মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন থেকে এই হাদীছ মারফূ সূত্রে বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আহমাদ বিন হাম্বল আমাকে নিষেধ করেছেন’।[২৩]

* ‘খানার আগে ও পরে ওযূ করলে খানায় বরকত হয়’।[২৪] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আবুদাঊদ বলেন, ‘উক্ত হাদীছ যঈফ’।[২৫]

* ‘যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) পায়খায় যেতেন তখন তার আংটি খুলে রাখতেন’।[২৬] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘হাদীছটি মুনকার’।[২৭] ইমাম আবুদাঊদ বহু হাদীছের ব্যাপারে এধরনের অনেক মন্তব্য করেছেন। তবে অনেক হাদীছ সম্পর্কে তিনি চুপ থাকলেও মুহাদ্দিছদের নিকট পরবর্তীতে ধরা পড়েছে।

২১. *যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৮৩, ১/১৫৫ পৃঃ।*
২২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ -*আবুদাঊদ হা/১০০৪, ১/১৪৪ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়; তাহক্বীক্ব আলবানী, পৃঃ ১৫৮।*
২৩. *যঈফ আবুদাঊদ হা/১০০৪, পৃঃ ১৫৮।*
২৪. بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ -*আবুদাঊদ হা/৩৭৬১, ২/৫২৮।*
২৫. وَهُوَ ضَعِيفٌ -*যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৬১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৮, ১/৩০৯ পৃঃ; যঈফুল জামে‘ হা/২৩৩১; মিশকাত হা/৪২০৮।*
২৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ -*আবুদাঊদ হা/১৯, ১/৪ পৃঃ।*
২৭. هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ -*যঈফ আবুদাঊদ হা/১৯; যঈফুল জামে‘ হা/৪৩৯০; মিশকাত হা/৩৪৩, পৃঃ ৪২।*

(তিন) সুনানে নাসাঈ প্রসঙ্গ:

ইমামা নাসাঈও বিভিন্ন হাদীছ যঈফ, মুনকার বলে মন্তব্য করেছেন। যেমন-

* ‘রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম)-এর নিকট এক চোরকে ধরে নিয়ে আসা হ’লে তিনি তার হাত কেটে তার কাঁধে ধরিয়ে দেন’।[২৮] ইমাম নাসাঈ উক্ত বর্ণনার শেষে মন্তব্য করে বলেন, الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِـــهِ ‘হাজ্জাজ বিন আরত্বা যঈফ। তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না’।[২৯]

* ফরয ছালাত ছাড়া যে ব্যক্তি **১২** রাক‘আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। উক্ত ছালাত হ’ল- যোহরের আগে ৪ রাক‘আত, পরে ২ রাক‘আত, আছরের আগে ২ , মাগরিবের পরে ২ এর ফজরের আগে ২। ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ‘এই হাদীছের রাবী ফুলাইহ বিন সুলায়মান শক্তিশালী নয়’।[৩০] এই ধরণের অন্য একটি হাদীছ সম্পর্কে তিনি বলেন,

هَذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَقَـــدْ رُوِيَ هَـــذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ سِوَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ

‘এই বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান দুর্বল রাবী। তিনি হ’লেন ইবনু আছবাহানী। এই হাদীছ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এই সূত্র ও শব্দ ছাড়া যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে’।[৩১] কারণ হ’ল, ছহীহ হাদীছে আছরের আগের দুই রাক‘আতের কথা নেই। এশার পরের দুই রাক‘আতের কথা এসেছে।[৩২]

* ‘ক্রোধে কোন মানত নেই। আর তার কাফফরা হল কসমের কাফফরা’।[৩৩] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدْ اخْتُلِفَ عَلَيْـــهِ فِـــي هَـــذَا الْحَدِيثِ

২৮. بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِه -*নাসাঈ হা/৪৯৮৩, ২/২২৮ পৃঃ।*
২৯. *নাসাঈ হা/৪৯৮৩, ‘চোরের হাত কাটা’* অধ্যায়।
৩০. *নাসাঈ হা/১৮০২, ১/২০০ পৃঃ।*
৩১. *নাসাঈ হা/১৮১১, ১/২০১ পৃঃ, ‘রাত ও দিনের নফল ছালাত’* অধ্যায়।
৩২. *ছহীহ নাসাঈ হা/১৭৯৪-৯৫।*
৩৩. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ -*নাসাঈ হা/৩৮৪২, ২/১৩০ পৃঃ।*

‘মুহাম্মাদ ইবনু যুবাইর দুর্বল রাবী। তার মত রাবী দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না। উক্ত হাদীছের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।[৩৪] এ ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ হ’ল, নাফরমানী কোন কাজে মানত নেই।[৩৫]

অতএব প্রমাণিত হ’ল যে, উক্ত চারটি গ্রন্থে কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে গেছে, যা পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে। শায়খ আলবানীর হিসাবে আবুদাঊদে প্রায় ১০৪৫টি, তিরমিযীতে ৮৩২টি, নাসাঈতে ৩৯০টি এবং ইবনু মাজাতে ৮৭৬টি যঈফ ও জাল হাদীছ আছে। মোট ৩১৫২ যঈফ ও জাল হাদীছ রয়েছে। সুতরাং ‘ছিহহাহ সিত্তাহ’ না বলে তাদের দেওয়া নাম হিসাবে ‘ছহীহায়েন’ ও ‘সুনানু আরবা‘আহ’ বলা আবশ্যক। অথবা প্রধান ৬ খানা হাদীছ গ্রন্থ হিসাবে ‘কুতুবে সিত্তাহ’ বলা যায়। যা মুহাদ্দিছগণের প্রচলিত পরিভাষা। উল্লেখ্য যে, কায়রো এবং বৈরুত থেকে প্রকাশিত ইবনুল আরাবীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ তিরমিযীতে ছহীহ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বিস্ময়কর হ’ল- শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ)ও তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ‘আল-জামেউছ ছহীহ’ নাম উল্লেখ করেছেন। যা মারাত্মক ভ্রান্তি।[৩৬]

(৬) কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ না থাকলে ঐ সংক্রান্ত যঈফ হাদীছ আমল করা যাবে:

উক্ত কথা সাধারণ আলেমদের মাঝে ব্যাপকভাবে চালু আছে। কিন্তু তা দলীল বিহীন ও মুহাদ্দিছগণের রীতিবিরুদ্ধ। যেখানে যঈফ হাদীছ বর্ণনা করাই নিষিদ্ধ সেখানে সেখানে আমল করা যায় কিভাবে। কারণ দুর্বল ভিত্তির উপরে কখনো আমল সাব্যস্ত হয় না। হাদীছ যঈফ হ’লে তার হুকুম কোন সময়ই ছহীহ হয় না।[৩৭] দ্বিতীয়ত: তারা ভেবে দেখেননি এই উদ্ভট প্রচারণার মাধ্যমে উজ্জ্বল শরী‘আতের কী পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কেননা উক্ত অজুহাতে আমল করার সময় যাচাই করা হয় না ঐ হাদীছ জাল না যঈফ। ফলে জাল হাদীছও চালু হয়ে যায়।

(৭) কোন যঈফ হাদীছের অনেকগুলো সূত্র থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে:

মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের নিকটে উক্ত নীতির কোন অস্তিত্ব নেই। একটি হাদীছ যত সূত্রেই বর্ণিত হোক যদি প্রত্যেক সনদই ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহ’লে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে উক্ত প্রত্যেক সূত্রের বর্ণনাকারীগণ সত্যবাদিতা ও দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত না হয়ে যদি মুখস্থ শক্তিতে ক্ষীণ হয় যা পরস্পরকে

৩৪. *নাসাঈ হা/৩৮৪২, ২/১৩০ পৃঃ , ‘নযরের কাফফারা’* অধ্যায় ।
৩৫. *ছহীহ নাসাঈ হা/৩৮৪০-৪১।*
৩৬. *খলীল মা’মূন শীহা, তাহক্বীক্ব: ছহীহ মুসলিম শরহে নববী (বৈরুত: দারুল মা‘রেফাহ, ১৯৯৬), ১/২৬ পৃঃ।*
৩৭. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১৮/৬৫-৬৮।*

শক্তিশালী করে, তাহ'লে তাকে হাসান লিগায়রিহী স্তরে উন্নীত করা যেতে পারে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণের নিকটে হাসান লিগায়রিহী যঈফের কাছাকাছি।[৩৮] কিন্তু এই সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে কয়জন সচেতন? এই ঠুনকো যুক্তি দিয়ে ঢালাওভাবে যঈফ হাদীছের পক্ষে কথা বললে চরম বিভ্রান্তির করণ। তাছাড়া এরূপ যঈফ হাদীছের সংখ্যা খুবই কম। এগুলো মুহাদ্দিছগণ বহু পূবেই যাচাই করে দিয়েছেন। এখন ভাবার প্রশ্নই আসে না। এই সুযোগে সকল যঈফ হাদীছের দ্বার খুলে দেওয়া মহা অন্যায়।[৩৯]

(৮) স্বপ্নযোগে রাসূলের মাধ্যমে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানা:

অনেক বোকা লোক জাল হাদীছের প্রতি আমল করে। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, আমি স্বপ্নযোগে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছি। এ ধরণের মিথ্যা কথার ভিত্তিতেও অনেক জাল হাদীছ চালু আছে।[৪০] তাবলীগ জামা'আতের 'ফাযায়েলে আ'মাল' ও 'তাবলীগী নিছাবে' স্বপ্নে পাওয়া হাযারো মিথ্যা কথা লেখা আছে। এ দলের অনুসৃত প্রায় সকল নীতিই মাওলানা ইলিয়াসের স্বপ্নে পাওয়া।[৪১] উক্ত নিছাবের মধ্যে ফযীলত সংক্রান্ত অসংখ্য মিথ্যা, জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। এই বানাওয়াট ও ভূয়া নেকীর লোভে মুরব্বীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। যার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।

(৯) সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী মনোভাব:

ইসলামের নামে বহু বিদ'আতী দল সমাজ, সময় ও পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে এবং স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সর্বদা জাল হাদীছ চালু রাখে। যার দৃষ্টান্ত চিশতিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, ক্বাদারিয়া, ছূফী, মা'রেফতী অসংখ্য তরীকা। উক্ত সুযোগ সন্ধানী কথিত পীর-ফক্বীর, ভণ্ড বাবা ও খানকা পূজারীদের খপ্পরে পড়ে মুসলিম উম্মাহর একটি বৃহত্তর অংশ শিরক, বিদ'আত, জঘন্য প্রথা ও বেহায়া

৩৮. عَنِ الْعُلَمَاءِ قَالُوْا وَإِذَا قَوِّيَ الضُّعْفُ لَا يَنْجَبِرُ بِوُرُوْدِه مِنْ وَجْه آخَرَ وَإِنْ كَثُرَتْ طُرُقُهُ وَمَنْ ثَمَّ اتَّفَقُوْا عَلَى ضُعْف حَدِيْث مَنْ حَفظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مَعَ كَثْرَة طُرُقه لقُوَّة ضُعْفه وَقُصُوْرِهَا عَنِ الْجَبْر. -*ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ, পৃঃ ৮৬; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩১; ইবনু হাজার আসক্বালানী, শারহুন নুখবাহ, পৃঃ ২৫।*

৩৯. وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ لِمَنْ يُّرِيْدُ أَنْ يَّقْوِيَ الْحَدِيْثَ بِكَثْرَةِ طُرُقه أَنْ يَّقِفَ عَلَى رِجَالِ كُلِّ طَرِيْقٍ مِّنْهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مبلغ الضعف فيها ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك ولا سيما المتأخرين منهم فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها والأمثلة على ذلك كثيرة من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة -*শায়খ আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩১।*

৪০. *মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩১-৩২।*

৪১. *মালফূযাতে ইলিয়াস, পৃঃ ৫১; আল-ক্বাওলুল বালীগ ফিত তাহযীর মিন জাম'আতিত তাবলীগ দ্রঃ।*

অপকর্মে লিপ্ত। সেই সাথে প্রচলিত বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা দুনিয়াবী স্বার্থে আমলের ক্ষেত্রে অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ জিয়ে রেখেছে। তারা জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে কথার বলার সাহস রাখে না। বরং ছোট-খাটো বিষয় বলে তাচ্ছিল্য করে। এরাই ইসলামের বড় দুশমন।

(১০) একই হাদীছকে কেউ ছহীহ বলেছেন কেউ যঈফ বলেছেন । তাই ছহীহ-যঈফ নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার?:

উক্ত অজুহাত দিয়ে জাল, যঈফ, এবং মিথ্যা, বানোয়াট ও আজগুবি কথা চালু রাখা হয়েছে। দেদারসে সবই আমল করে যাচ্ছে। আর বলা হচ্ছে ইখতিলাফ তো থাকবেই। এগুলো আসলে জাজ্বল্য সত্যকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল মাত্র। তাছাড়া এ বিষয়ে দূরদৃষ্টির চরম অভাব রয়েছে। যাকে তাকে মুহাদ্দিছ বলে ধারণা করার কারণে এটা ঘটেছে। কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত মুহাদ্দিছ তা যাচাই করা আবশ্যক। কারণ মুহাদ্দিছগণের মাঝেও 'মুতাশাদ্দিদ' বা কঠোর, 'মুতাওয়াসসিত্ব' বা মধ্যমপন্থী ও 'মুতাসাহিল' বা শিথিলতা অবলম্বনকারী মর্মে শ্রেণী বিভাগ আছে। আর মুতাসাহিলদের সংখ্যা চিরকালই বেশী। এই অলসতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল জাল ও মিথ্যা হাদীছের আশ্রয় নিয়েছে এবং যুগে যুগে মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে। অতএব এই চক্র থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং সেদিকে কড়া দৃষ্টি রেখেই কথা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া জাল হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে তো সকল মুহাদ্দিছ একমত।

উল্লেখ্য, অনেকের মুখে শুনা যায়, যঈফ হাদীছ আমল করে যদি তার দ্বারা উপকৃত হয় তাহ'লে বুঝতে হবে ঐ হাদীছ ছহীহ, শুধু সনদের কারণে যঈফ। উক্ত কথাও মূলনীতি বিরোধী। হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হওয়ার পর কোন দলীলের ভিত্তিতে তার প্রতি আমল করতে যাবে? আমল করার পূর্বেই তো তার ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে। আমল করে হাদীছ ছহীহ যঈফ প্রমাণ করা তো আরেকটি বিদ'আতী নীতি। এমনটি হ'লে হাদীছ যাচাইয়ের মূলনীতির কী দরকার ছিল?

উপসংহার:

পরিশেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে বলব, জাল ও যঈফ হাদীছ পরিত্যক্ত বিষয়। এর বিরুদ্ধে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। চার খলীফাসহ ছাহাবায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিছ যুগে যুগে এর বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং ছহীহ হাদীছকে সংরক্ষণ করেছেন। তাই যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য রয়েছে জাতীয় কল্যাণ। এখানেই নিহিত রয়েছে ঐক্যবদ্ধ

শক্তিশালী প্লাটফরম। তাই যাবতীয় সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে আন্তরিকতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে জাল ও যঈফ হাদীছ সকলকে বর্জন করতে হবে। সর্বাত্মকভাবে এর বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। এই সংগ্রামে সর্বস্তরের জনগণকে স্বতঃস্ফূভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই দূরন্ত অভিযানে সর্বাগ্রে সফল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম 'দাওরায়ে হাদীছ' মাদরাসাগুলো, যা মুসলিম জাতির কর্ণধার তৈরীর অনন্য কারখানা। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যঈফ ও জাল হাদীছের পরিণতি উল্লেখপূর্বক ছহীহ ও যঈফ হাদীছ পার্থক্য করে পাঠ দান করাবেন। অতঃপর মুসলিম জাতির পথপ্রদর্শক ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আলেম সমাজ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা যখন সমাবেশ, সম্মেলন, মজলিস, অনুষ্ঠান, মিডিয়ায় আলোচনা করবেন তখন এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং জনসাধারণকে জাল ও যঈফ সম্পর্কে সচেতন করবেন। হাদীছের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের কাছে যেন মিথ্যুক বক্তা আশ্রয় না পায়। সেই সাথে মনে রাখতে হবে যে, একশ্রেণীর আলেম ও ইসলামী দল সর্বদা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে এবং জাল ও যঈফ হাদীছ ও মিথ্যা কাহিনীকে অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরে থাকবে। ঈর্ষনীয় হয়ে তারা ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। যেমন দেশের প্রভাবশালী ইসলামী পত্রিকা মাসিক মদীনা গত জুলাই ২০০৭ সংখ্যার ১৬ নং প্রশ্নোত্তরে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর মত মুসলিম বিশ্বের অনন্য প্রতিভা, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নাসেরুদ্দীন আলবানী মরহুম ছিলেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ওরিয়েন্টা স্টাডিজ গ্রুপের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর আজীবন প্রয়াসই ছিল মাযহাব এবং হাদীস শরীফের প্রতি শোবা-সন্দেহ সৃষ্টি করা'। এছাড়া বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর 'রাসূলুল্লাহর ছালাত' নামক গ্রন্থের জঘন্য ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে এবং তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে *(পৃঃ ৪৪)*। অথচ এটা কে না জানে যে, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর ইলম ও হাদীছ শাস্ত্রে তার অবদান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় এ জাতীয় মন্তব্য করার সাহস হয়েছে। আমরা সকল মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আহ্বান জানাব, নিরপেক্ষভাবে স্বচ্ছ মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সোজা-সরল পথে এগিয়ে আসুন। এটাই সেই জান্নাতুল ফেরদাউসের পথ যে পথে কথিত মাযহাবী দলাদলী সৃষ্টির বহু পূর্বেই ছাহাবী, তাবেঈগণ পরিচালিত হয়েছেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন আমীন!!

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি